পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 79 Tuesday, 18 February, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ৭৯ সংখ্যা ✱ ৫ ফাল্গুন ১৪৩১, মঙ্গলবার, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

‘আদালতের প্রতি ন্যূনতম সম্মান জানান’, কেন্দ্রকে ভর্ৎসনা সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্যের তরফে অনুমতি প্রত্যাহারের পরও কি কেন্দ্রীয় এজেন্সি তদন্ত করতে পারে কোনও রাজ্যে? কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের করা এই মামলার শুনানিতে কেন্দ্রকে ভর্ৎসনা সুপ্রিম কোর্টের। বিচারপতি

বিআর গাভাই ও বিচারপতি বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মসিহার বেঞ্চে এই মামলার শুনানি ছিল। রাজ্যের তরফে সওয়াল করেন কপিল সিব্বল এবং অভিষেক মনু সিংভি। কিন্তু এ দিনের শুনানিতে কেন্দ্রের তরফে উপস্থিত ছিলেন না কোনও আইনজীবী। সেই কারণেই কার্যত বিরক্ত হয় আদালত। উল্লেখ্য, রাজ্যের অনুমোদন ছাড়া কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার স্বতঃপ্রণোদিত এফআইআর দায়েরের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দারস্থ হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রাজ্যের বক্তব্য, ২০১৮ সালে রাজ্য বিধানসভায় প্রস্তাব পাস করে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে দেওয়া ‘জেনারেল কনসেন্ট’ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপরও একতরফাভাবে মামলা দায়ের করা হচ্ছে। তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। এমনটাই অভিযোগ রাজ্যের। দীর্ঘ সেই মামলার শুনানি ছিল সোমবার। রাজ্যের তরফে আইনজীবী থাকলেও কেন্দ্রের কোনও আইনজীবী ছিল না। যার জেরে কার্যত বিরক্ত হয়ে বিচারপতি গাভাই বলেন, ‘‘আদালতের প্রতি ন্যূনতম সম্মান জানান। আপনাদের প্যানেলে এত আইনজীবী- ‘ল’ অফিসার রয়েছেন। তাঁরা কোথায়? তাঁদের কেউ উপস্থিত থাকতে পারলেন না?’’ এরপর বিচারপতি গাভাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষমা চেয়ে নেন জুনিয়র আইনজীবী। তিনি জানান, সিনিয়র আইনজীবী সওয়াল করবেন। কিন্তু তিনি অন্য কোর্টে ব্যস্ত। জুনিয়র আইনজীবী অনুরোধ করেন, পাসওভার দেওয়ার। তারপর পাসওভার দেওয়া হয়। এই মামলার পরবর্তী শুনানি দু’সপ্তাহ পর।

শো-কজের উত্তর দিলেন সচিন, চিঠিতে কী লিখলেন?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল নারকেলডাঙার রেলকোয়ার্টার বস্তি। এই ঘটনায় প্রকাশ্যে এসেছিল তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল। সূত্রের খবর, এই ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শো-কজ নোটিস ধরানো হয় পুরসভার ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সচিন সিংয়ের কাছে। সেই শো-কজের উত্তর দিলেন সচিন। সূত্রের খবর, সেদিনের ঘটনার বিষয়ে উল্লেখ করে দলের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছে সচিন। তাঁর দ্বারা দল যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে তাঁর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে। জানা যাচ্ছে, ক্ষমা চাওয়ার সেই চিঠি ঊর্ধ্বতন দলীয় নেতৃত্বের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নারকেলডাঙায় একের পর এক ঝুপড়ি পুড়ে যাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তাঁর সমানেই সচিনকে নিয়ে ওঠে গুচ্ছ-গুচ্ছ অভিযোগ ওঠে চোর স্লোগানও। মেয়রের সামনেই তাঁরা দাবি করেন, ওই জায়গা কার্যত দখল করে রেখেছেন সচিন। ঝুপড়ি করতে নাকি টাকাও নিতেন তিনি। প্রতি ঝুপড়ি পিছু দুই থেকে তিন লক্ষ টাকা নেওয়া হত বলে অভিযোগ সচিনের বিরোধী গোষ্ঠীর লোকজনের। মেয়র চলে যাওয়ার পর নারকেলডাঙা থানার সামনে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সোচ্চার হন সচিন। বিষয়টি কানে যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। শো-কজ করা সচিনকে। শুধু তাই নয়, সচিন ও তাঁর বিরোধী গোষ্ঠী পাপ্পু খানকে নিয়ে বৈঠক করেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। ধমক দেন তাঁদের। এরপর আজ শো-কজের উত্তর দেন সচিন।

বাংলা বাদ! বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির সঙ্গে বিপুল বাণিজ্যের বার্তা ইউনূসের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

জনমত সমীক্ষার রিপোর্ট দেখা গেছে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যবাসীর ৫৫ শতাংশ চাইছেন শেখ হাসিনাকে দ্রুত বাংলাদেশে প্রত্যর্পণ করুক মোদির সরকার। ‘ইন্ডিয়া টুডে এনই’ এই সমীক্ষা রিপোর্ট বের করার পর বাংলাদেশে তীব্র চাঞ্চল্য। গতবছর রক্তাক্ত গণবিক্ষোভের পর বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রিত হাসিনা। তিনি নিজের দেশে গণহত্যাকারী হিসেবে ধিকৃত হচ্ছেন। মামলা চলছে। সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশের পর বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনূস দিলেন বিপুল বাণিজ্যিক লেনদেন বার্তা। ড. প্রধান মুহাম্মদ ইউনূস। কিন্তু তিনি বাণিজ্যিক লেনদেন বিষয়ে অ-বিজেপি শাসিত রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের নাম এড়িয়ে গেছেন। রবিবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) ঢাকায় বাংলাদেশ-চিন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলনে মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, ‘‘যদি এই অঞ্চলে (ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল) যৌথ অর্থনীতি গড়ে তোলা যায়, মালামাল সোজা চলে যাবে নেপাল, ভুটানে, সেভেন সিস্টার্সে। রমরমা ব্যবসা হবে। আমাদের সবার অর্থনীতি এক সঙ্গে জাগবে।’’ তিনি বলেছেন, ‘‘জাতি হিসেবে আমাদের যে অবস্থান, এটা খুব চমৎকার অবস্থান। দুই পাশে দুই মহাশক্তি আমাদের। ভারত ও চিন। তারা দ্রুত

গতিতে এগিয়ে যাবে। আমরা যেহেতু মাঝখানে আছি। আমাদেরকে ফেলে যেতে পারবে না। আমরা উড়তে থাকবো।’’ রক্তাক্ত গণবিক্ষোভে গতবছর শেষ হয়েছে শেখ হাসিনার জমানা। এরপর থেকে বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্যিক লেনদেনে বিরাট ধাক্কা লাগে। দুই দেশের ব্যবসায়ীরা ক্ষতির মুখে পড়েছেন। তবে সম্প্রতি সেই পরিস্থিতি কিছুটা হলেও কেটেছে। ড. ইউনূস বলেছেন, তখন জায়ান্টের কথা বলেছিলাম, ‘‘দুই মহাশক্তি। এখন আবার দুই মহাশক্তির কথা বলি না, একই সঙ্গে চার মহাশক্তি। আমাদের কি অপূর্ব সুযোগ, আমাদের সামনে বিস্তীর্ণ মহাসাগর, সাগরের সঙ্গেই লাগোয়া উপকূল ভূমি, এ এক মস্তব। সুযোগ। পৃথিবীর দরজা আমাদের সামনে খোলা। আমরা এতদিন ব্যবহার করতে জানিনি। এখন যে মুহূর্তে আমরা এটার ব্যবহার শুরু করবো, আমাদের অর্থনীতিকে লোহার দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলেও বেঁধে রাখা যাবে না।’’

মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, সমুদ্রবন্দর ও হিমালয়ের অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও ভারত- বিশেষ করে ভারতের সেভেন সিস্টার্সের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক বলয় গড়ে তুলতে হবে। উল্লেখ্য সেভেন সিস্টার্সের অন্তর্গত সাতটি রাজ্যের মধ্যে চারটি (অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মিজোরাম) রাজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের সরাসরি সীমান্ত সংযোগ আছে। বাকি তিনটি রাজ্য যথা অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড ও মণিপুরবাসী বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সংযোগ রাখেন। ভারতের এই সেভেন সিস্টার্সের সঙ্গে সিকিমকে একবন্ধনীতে রেখে ‘অষ্টলক্ষ্মী’ নামকরণ করা হয়েছে মোদির জমানায়। উল্লেখ্য, বিজেপি ও তাদের ঘনিষ্ঠ বলয়ে আছে সেভেন সিস্টার্স রাজ্যগুলির সরকার। এই রাজ্যগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেনের কথা বলেছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের

নীরব বিধায়করা এবার সরব হলেন বিধানসভায়, মুখ্যমন্ত্রী কড়া হতেই আমূল বদল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ যেন হাজিরা খাতায় সই করলেই সব দায়িত্ব মিটে গেল! বিধানসভায় শাসকদল তৃণমূলের বিধায়কের সংখ্যা ২২০-র বেশি। অথচ এর মধ্যে শতাধিক বিধায়ক রয়েছেন, যাদের বিধানসভার অলিন্দে কখনও কোনও বিষয়ের আলোচনায় অংশ নিতে দেখা যায়নি। সম্প্রতি পরিষদীয় দলের বৈঠকে এ নিয়ে মেদিনীপুরের বিধায়ক সুজয় হাজরার। স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত শাসক’ শিবিরের শীর্ষ নেতারা। একান্ত আলাপচারিতায় রসিকতার সুরে তাঁরা বলছেন, ‘‘দিদিমনি কড়া হতেই বাধ্য ছাত্রর মতো বিধায়করা পড়া বলতে শুরু করেছেন!’’ বাজেট অধিবেশনের আগে পরিষদীয় দলের বৈঠকে এ বিষয়ে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শোনা গিয়েছিল, এতজন বিধায়ক, অথচ

ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকী নীরব বিধায়কদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে বলেও দলীয় সূত্রে শোনা যাচ্ছিল। তৃণমূলের পরিষদীয় দলের তরফেও সংশ্লিষ্ট বিধায়কদের সতর্ক করা হয়েছিল। তারই ফল স্বরূপ, রাজ্যপালের ভাষনের উপর সোমবার আলোচনায় অংশ নিতে দেখা গেল এমন ৯ জন তৃণমূল বিধায়ককে, যাদের অতীতে কখনও বিধানসভায় বক্তৃতা রাখতে দেখা যায়নি। এদের মধ্যে কয়েকজন সদ্য জয়ী বিধায়কও যেমন রয়েছেন তেমন রয়েছেন অনেক পুরনো বিধায়কও। তালিকায় নাম রয়েছে বিজেপি থেকে তৃণমূলে আসা বিধায়কেরও। কারা কারা? বিধানসভা সূত্রের খবর, এরা হলেন, নৈহাটির সন দে, তালডাংড়ার ফাল্গুনী সিংহ বাবু, মধুপর্ণা ঠাকুর, করবী মান্না, অরিন্দম গুইন এবং বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলের টিকিটে জিতে আসা মুকুটমনি অধিকারী। এছাড়াও নাম রয়েছে শেখ রবিউল ইসলাম, সঙ্গীতা রায় এবং অনেকে বিধানসভায় কোনওদিন কোনও বিষয়ে আলোচনাতে অংশই নেননি। এটা কেন হবে? এরপরই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা ছিল, বিধায়ককে যেমন নিজের এলাকার উন্নয়নে সক্রিয় থাকতে হবে একইভাবে বিধানসভাতেও সক্রিয় থাকা জরুরি। না হলে বহুক্ষেত্রে বিরোধীদের মোকাবিলায় হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া বাকি বিধায়কদের পাওয়া যায় না। দলের এক প্রবীণ বিধায়কের কথায়, ‘‘অনেকেই কী বলব, বলতে গিয়ে যদি ভুল হয়ে যায়, এসব ভেবে বছরের পর বছর বিধানসভার মধ্যে মুখই খোলেননি। মুখ্যমন্ত্রী এই ধারার বদল এনতে চেয়েছিলেন। অবশেষে সেই প্রক্রিয়া শুরু হল।’’ সূত্রের খবর, ওই ৯জন বিধায়কের দেখাদেখি আরও অনেক বিধায়ক বক্তব্য রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। একই সঙ্গে কারা কারা এখনও নিস্ক্রিয়, তাদের নজরে রাখছে দল। প্রয়োজনে পরিষদীয় দলের প্রশ্নের মুখেও পড়তে পারেন তাঁরা।

‘আধার-ভোটার কার্ড থাকলেই কি ভারতীয়?’ বড় প্রশ্ন কলকাতা হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ আধার কার্ড ভোটার কার্ড থাকলেই ভারতীয় নাকি? গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চের। বিচারপতির বক্তব্য, এই রকম জাল আধার, ভোটার রেশন কার্ড প্রত্যেক বাংলাদেশির আছে। ওঁদের আবার কেউ কেউ এদেশের নাগরিক দেখাতে ট্যাক্সও দেন। একটি পাসপোর্ট জাল মামলায় মন্তব্য করেন বিচারপতি। জাল পাসপোর্টের অভিযোগে, পুলিশ পূর্ব বর্ধমানের বাসিন্দা দুলাল শীল ও তাঁর স্ত্রী স্বপ্নাকে গ্রেফতার করে। তাঁদের জামিন মামলার শুনানি ছিল সোমবার। জাল পাসপোর্টচক্রের মামলায় বিচারপতির তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ, আমেরিকা থেকে যাদের বের করে দিচ্ছে, এই একই ঘটনা দেখা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারত অভিবাসীদের ফেরত

পাঠাচ্ছেন। বেআইনি ভাবে অনুপ্রবেশকারী ভারতীয়দের নিয়ে ভারতের মাটিতে অবতরণ করেছে আমেরিকা সেনার বিমান। এদেশে জাল পাসপোর্ট বানিয়ে ঢোকা এই দম্পতির মামলাতেই সেকথাই উল্লেখ করেন বিচারপতি। মামলাকারীর তরফে আইনজীবী সওয়াল করেন, অভিবাসন দফতর থেকে কেউ উওর দেয়নি। ফলে নকল করে পাসপোর্ট করেছে কীভাবে প্রমাণ হয়নি? ২০১০ সালে এদেশে আসে ওই শীল পরিবার। ‘Foreigners Registration Amend Act 2019’ sec 2 অনুযায়ী ২০১৪ সালের আগে যাঁরা এদেশে এসেছেন, তাঁদের ভারতের নাগরিক বলে গণ্য করা হবে। এদিন আদালতে এই আইন দেখানোর চেষ্টা করেন আইনজীবী। আদালত তাতে সন্তুষ্ট হয়নি। তখনই বিচারপতি বলেন, ‘‘আধার কার্ড ভোটার কার্ড থাকলেই ভারতীয় নাকি? এই রকম জাল আধার, ভোটার রেশন কার্ড প্রত্যেক বাংলাদেশির আছে। ওঁদের আবার কেউ কেউ এদেশের নাগরিক দেখাতে ট্যাক্সও দেন।’’ তাঁদের জামিন খারিজ করে দেয় আদালত।

‘হিন্দুদের হয়ে বলার জন্য আমি সাসপেন্ড’

‘গর্ব’ অনুভব করছেন শুভেন্দু অধিকারী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ বিধানসভার অধিবেশন থেকে সাসপেন্ড হওয়ার পর রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা-সহ ৪ বিজেপি বিধায়ককে ৩০ দিনের জন্য সাসপেন্ড করেছেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। সাসপেনশন নিয়ে রাজ্যকে তোপ দেগে বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, হিন্দুদের হয়ে বলার জন্য সাসপেন্ড হওয়ায় আমি গর্বিত। সরস্বতী পুজোয় রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বাধাদানের অভিযোগ উঠেছিল। সরব হয়েছিল বিজেপি। সরস্বতী পুজো করা নিয়ে বাংলায় যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তা নিয়ে সোমবার বিধানসভায় মুলতুবি প্রস্তাব আনে গেরুয়া শিবির। সোমবার সেই প্রস্তাব পড়েন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। তবে সেই প্রস্তাবের উপর আলোচনার দাবি খারিজ করেন স্পিকার। আলোচনার দাবি খারিজ হতেই সরব হন বিজেপি বিধায়করা। শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে স্লোগান দেন। ওয়েলে নেমে আসেন বিরোধী দলনেতা। কাগজ ছিঁড়ে ছুড়ে দেন বলে অভিযোগ। ১০ মিনিট বিক্ষোভের পর অধিবেশন কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন বিজেপি বিধায়করা। অন্যদিকে, শুভেন্দু-সহ চার বিজেপি বিধায়ককে ৩০ দিনের জন্য বিধানসভার অধিবেশন থেকে সাসপেন্ড করেন অধ্যক্ষ। তাঁদের সাসপেন্ড করা নিয়ে এদিন বিধানসভার বাইরে শুভেন্দু বলেন, ‘‘আমরা হিন্দু ও জনজাতিদের ভোটে জিতে বিধায়ক, সাংসদ হয়েছি। হিন্দুদের হয়ে বলার জন্য সাসপেন্ড করায় আমরা গর্বিত। সরস্বতী পুজোয় বাধাদানের বিরুদ্ধে বলতে যাওয়ায় আমাকে একমাসের জন্য বিধানসভার অধিবেশন থেকে

বাইরে রাখা হচ্ছে। আমাকে ও আমাদের ৩ বিধায়ককে বাইরে রাখা হচ্ছে। আমরা খুশি।’’ এখানেই না থেমে রাজ্য সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে বলেন, ‘‘হিন্দুদের হয়ে বলার জন্য, বাগদেবীর হয়ে বলার জন্য আমাকে অবৈধভাবে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এই সরকার মুসলিম লীগ দুয়ের সরকার। এই সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন চলবে। গোটা বাংলার হিন্দুদের কাছে বিচারের আবেদন জানালাম।’’ কাগজ ছিঁড়লেও ছোড়েননি বলে দাবি শুভেন্দুর। এদিন বিজেপির তরফ থেকে অভিযোগ করা হচ্ছিল, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সরস্বতী পুজোয় বাধা দেওয়া হয়েছে। এর প্রতিবাদে বিধানসভায় সোমবার মুলতুবি প্রস্তাব জমা দেয় বিজেপি। বিজেপিকে মুলতুবি প্রস্তাব পড়তেও দেওয়া হয়। যেখানে রাজ্যের বাধা দানের বিষয়টি নিয়েও পড়েন। এরপরই হঠাৎ বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালের নেতৃত্বে মহিলা বিধায়করা দাবি করেন আলোচনা করতে দিতে হবে। কিন্তু স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনা করতে দেননি। এরপরই রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নেতৃত্বে বিজেপি-র বাকি বিধায়করা নিজেদের আসনের সামনে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। বারংবার তাঁরা এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করতে থাকেন। সঙ্গে ‘হিন্দুবিরোধী সরকার’, ‘জেহাদিদের সরকার’ বলে স্লোগান দিতে থাকেন। এরপর শুভেন্দু অধিকারীকে দেখা যায় নিজের আসন থেকে নেমে স্পিকারের আসনের দিকে এগিয়ে যান। স্পিকারের সামনে স্লোগান দিতে থাকেন। স্পিকারের চেয়ারের সামনে দাঁড়িয়েই শুভেন্দু অধিকারী হাউজের যে কাগজ বিধায়করা পান, তা ছিঁড়ে ফেলেন। স্পিকারের দিকে ছুড়ে দেন। এরপরই স্পিকার বলেন, ‘‘যে ধরনের আচার আচরণ আপনারা করছেন, তা নিন্দাযোগ্য।’’ বিধানসভার প্রথমার্ধ মুলতুবি হওয়ার আগে স্পিকার জানিয়ে দেন, বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড করা হল, শুভেন্দু অধিকারী, বিশ্বনাথ কারক, বঙ্কিম ঘোষ ও অগ্নিমিত্রা পালকে। তবে তা কতদিনের জন্য, তা এই মুহূর্তে স্পষ্ট করেননি স্পিকার।

‘কাজ করবে না বলে এটা করছে? বাংলায় থেকে সিবিআইয়ের এমন হয়েছে’, পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ দুই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের তিনটি শাখায় কোটি কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতির মামলায় সিবিআইকে এফআইআর করার নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। এতদিনে কেন এফআইআর দায়ের হয়নি তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে কার্যত ভর্ৎসনা করেছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। স্টেট ব্যাঙ্ক এবং ইউকো ব্যাঙ্কের দুটি শাখায় আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। কিন্তু সিবিআই এখনও পর্যন্ত কোনও এফআইআর করেনি। আদালত জানতে পেরেছে, রাজ্যের অনুমতির অপেক্ষায় ছিল সিবিআই। তাই এফআইআর দায়ের করেনি তাঁরা। এক্ষেত্রেই বিচারপতির প্রশ্ন, কেন ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে সিবিআই-এর রাজ্যের অনুমতি প্রয়োজন হবে। সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়েই কার্যত প্রশ্ন তুলেছে কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতির মন্তব্য, ‘‘সিবিআই কি কাজ করবে না বলে এটা করছে? বাংলায় থেকে সিবিআইয়ের এমন হয়েছে!’’ একই সঙ্গে স্পষ্ট করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মী, পাবলিক সেক্টর সংস্থার কর্মীদের বিরুদ্ধে এফআইআর করতে রাজ্যের অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে আবার পাল্টা যুক্তি দেন

সিবিআইয়ের আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার। তাঁর বক্তব্য, সিবিআই এফআইআর করার পর যদি ব্যাঙ্ক বলে এটা দুর্নীতির মামলা নয়, তখন কী হবে? এই ভেবে সিবিআই আটকে ছিল। তবে আদালত নির্দেশ দিলে তাঁদের এফআইআর-এ সমস্যা নেই বলে জানানো হয়েছে। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বক্তব্য, ব্যাঙ্কের টাকা তছরুপের অভিযোগে পাবলিক সার্ভেন্ট যুক্ত। তাহলে কেন সিবিআই রাজ্যের কাছে অনুমতি চাইছে? ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রেও যদি রাজ্যের অনুমতি চাওয়া হয়, সেটা ডাস্টবিনে গিয়ে পড়বে। কারণ ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে রাজ্যের অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। বিচারপতি বলেছেন, ‘‘সিবিআই নিজের বুদ্ধি খাটাক। কী কী নথি তথ্য প্রমাণ হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে, তার ওপরে বিশ্লেষণ করে এফআইআর করবে কিনা সিদ্ধান্ত নিক।’’ সব শুনে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ, এফআইআর করার আগে সিবিআই প্রাথমিক অনুসন্ধান করে ব্যাঙ্কগুলিকে পাঠাবে। তাদের কোনও আপত্তি থাকলে জানাতে হবে। না হলে দ্রুত সিবিআই পদক্ষেপ নেবে। সোমবার সিবিআই ডিআইজি দুটি মামলার স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিয়েছেন।

পিছু ছাড়ে না বিপদ, পরপর পাঁচবার! ফের বিধ্বংসী আগুনে জ্বলল মহাকুম্ভ

প্রয়াগরাজ, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ ফের আগুন মহাকুম্ভে। নয়াদিল্লি স্টেশনে কুম্ভগামী ট্রেন ধরতে গিয়ে পদপিষ্টের ঘটনার পর ২৪ ঘণ্টা কাটতেই জ্বলে উঠল মহাকুম্ভ চত্বর। সেক্টর ৮-এর মেলাপ্রাঙ্গনে ঘটল অগ্নিসংযোগের ঘটনা। ইতিমধ্যে সেই এলাকায় ছুটে গিয়েছে দমকলবাহিনী। এই নিয়ে পঞ্চমবার আগুন লাগল প্রয়াগরাজের এই পুণ্যস্থলে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে কুম্ভমেলার সেক্টর ৮-এর বজরঙ দাস মার্গ। স্বাভাবিকভাবেই, আগুনের জেরে জ্বলে যায় পরপর কয়েকটি তাঁবুও। আগুন নেভাতে তৎক্ষণাৎই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় দমকলবাহিনী। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি বলেই খবর প্রশাসনিক তরফে। সময় মতো দমকল পৌঁছে যাওয়ার কারণেই নিয়ন্ত্রণে আসে পরিস্থিতি।

ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান নিয়ে প্রথম রিভিউ বৈঠক সফল, দেড় গুণ দামে জমি কিনবে রাজ্য সরকার

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্যে বাজেটে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আর তারপরই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে প্রথম রিভিউ বৈঠকে করেন সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী শিউলি সাহা, ঘাটালের সাংসদ দীপক অধিকারী, জেলাশাসক খুরশেদ আলি কাদরি, পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার, মহকুমাশাসক সুমন বিশ্বাস-সহ অন্যান্যরা। ঘাটাল টাউন হলে এই বৈঠকের পর দেব জানান, ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়িত করতে শুধুমাত্র রাজ্য সরকার নয়, ঘাটালের প্রত্যেকটি মানুষের পাশাপাশি সব রাজনৈতিক দলেরও সহযোগিতা লাগবে। আর তারই মধ্যে খবর, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের করতে বাজার মূল্যের চেয়ে দেড় থেকে দু’গুণ বেশি দামে জমি কিনবে রাজ্য সরকার। আর এই জমি কেনার ক্ষেত্রে মালিকের ইচ্ছাই একমাত্র শর্ত বলে ধরা হচ্ছে। তাই সেই ইচ্ছা আদায় করতে ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া লিফলেট তৈরি করা হয়েছে। আর ওই লিফলেট নিয়ে জমির মালিকের বাড়ি পৌঁছে যাবেন সাব মনিটারিং কমিটির সদস্যরা। কেন রাজ্য সরকার জমি কিনছে? এই প্রশ্নের উত্তর তাঁরা দেবেন। এমনকী সেই জমি কী কাজে ব্যবহার হবে এবং তাতে বিপুল মানুষের যে উপকার হবে সেটা বোঝানো হবে। ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের শিলান্যাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কাছে তারিখ চাওয়া হবে। ওই তারিখেই শিল্যান্যাস হবে। এই

বিষয়ে সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া বলেন, ‘আমরা শিগগিরই কাজ শুরু করতে চাই। তাই এই বৈঠক হয়েছে।’’ এদিকে ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান প্রকল্পের জন্য গঠিত হয়েছে ডিস্ট্রিক এবং সাব লেবেল মনিটারিং কমিটি। তাদের বৈঠকও হয়। বাজেটে টাকা বরাদ্দের পর এই বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওই বৈঠকের পর সেচমন্ত্রী জানান, বাজার মূল্যের চেয়ে বেশি দামে জমি কিনবে রাজ্য সরকার। বাজারের তুলনায় দেড় থেকে দু’গুণ বেশি দামে কেনা হবে জমি। মুখ্যমন্ত্রী সময় দিলেই শিলান্যাসের দিন ঘোষণা হয়ে যাবে। সাব কমিটির সদস্যরা মাঠে নেমে কাজ করবেন। ঘাটালের এলাকার মানুষদের পাশে থাকার আর্জি জানানো হয়েছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান রূপায়ণের কথা জানান। ঘাটালের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দীপক অধিকারী ওরফে দেবের সমর্থনে রোড শোয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, দেব ঘাটাল থেকে তৃতীয়বার জয়ী হয়ে সাংসদ হলে রাজ্য সরকার নিজের কোষাগার থেকে অর্থ দিয়ে ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান করবে। আর তৃতীয়বারের জন্য সংসদে হতেই ২০২৫ সালের বাজেটে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। অন্যদিকে জমি নিয়ে যাবতীয় জটিলতা কাটাতে সরকারি অবস্থান কী সেটা সাব কমিটির সদস্যদের সামনে বিস্তারিত তুলে ধরেন সেচমন্ত্রী-সহ প্রশাসনিক কর্তারা। কোথায় কত পরিমাণ জমি লাগবে সেটার একটা প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয়। তাই গ্রামীম মানুষজনকে বোঝাতে পুরোদমে মাঠে নেমে কাজ করার কথাও জানিয়ে দেওয়া হয় ওই বৈঠকে। এই বৈঠকের পর দেব বলেন, ‘‘লোকসভা ভোটের আগে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছিলাম, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান যদি তৈরি হয় তাহলেই ভোটে দাঁড়াব। মুখ্যমন্ত্রী ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে অনেক রাজনৈতিক দলের সরকার এবং অনেক এমপি চেষ্টা করেছেন। কিন্তু হয়নি। আমি এবং আমার দল তথা রাজ্য সরকার চেষ্টা করেছি। এই জয় শুধু সরকারের নয়, ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাধারণ মানুষ এবং যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণের জন্য আন্দোলন করেছিলেন, তাঁদের জয়। এবার কীভাবে জমি নিয়ে রূপায়ণ করা যাবে সে বিষয়েই বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরেই প্রকল্পের সূচনা হবে।’’

জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্প দিল্লিতে কম্পাঙ্ক ৪.০, সতর্ক করলেন মোদী

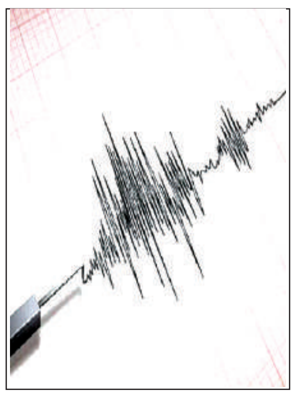

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল রাজধানী দিল্লি। সোমবার সকাল ৫.৩৬ মিনিট নাগাদ দিল্লি ও এনসিআর অঞ্চলে ৪.০ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভূকম্পন টের পাওয়া মাত্রই বহু মানুষ আতঙ্কে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল দক্ষিণ দিল্লির ধৌলাকুঁয়া। সেখানে দুর্গাবাই দেশমুখ কলেজ অফ স্পেশ্যাল এডুকেশনের জমির ঠিক নীচে ভূমিকম্প হয়েছে। মাটি থেকে গভীরতা খুব বেশি নয়, মাত্র পাঁচ কিলোমিটার।সোমবার সকালে ভূমিকম্পের পর সতর্ক করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি লিখেছেন, ‘ দিল্লি এবং আশপাশের এলাকায় কম্পন অনুভূত হয়েছে। সকলের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা শান্ত থাকুন। ভূমিকম্পের আফ্টারশক হতে পারে, তার জন্য সতর্ক থাকুন। পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।'' উল্লেখ্য, সোমবার সকাল ৮.০২ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্প অনুভূত হয় বিহারের সিওয়ানেও, সেখানে কম্পনের তীব্রতা ছিল ৪.০। অন্যদিকে দিল্লি, বিহারের সিওয়ান-এর পর ও।শার পুরী। সোমবার সকালে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে কেঁপে উঠল দেশের তিন প্রান্ত। সোমবার সকালে প্রথমে দিল্লিতে ভূমিকম্প অনুভূত হয়, এরপরই কেঁপে ওঠে বিহারের সিওয়ান, তারপর ও।শার পুরীতে ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে। সোমবার সকাল ৫টা ৩৬ মিনিটে কেঁপে উঠেছিল দিল্লি এবং সংলগ্ন এলাকা। রিখটার স্কেলে সেই কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.০। কিন্তু কম্পনের তীব্রতা সেই মাত্রার তুলনায় অনেকটাই বেশি ছিল বলে দাবি স্থানীয়দের একাংশের। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানায় দিল্লির ভূমিকম্পের উৎসস্থল মাটির মাত্র পাঁচ কিলোমিটার নীচে। মনে করা হচ্ছে, উৎসস্থলের গভীরতা কম থাকার জন্যই কম্পনের তীব্রতা বেশি অনুভূত হয়েছে।এরপর সকাল ৮.০২ মিনিটে কম্পন অনুভূত হয় বিহারের সিওয়ান জেলার বিস্তীর্ণ অংশে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল মাটি থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে বলে জানায় ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি। অবশ্য পুরীর ভূকম্পের উৎসস্থল কোথায়, তা এখনও জানা যায়নি। তবে হঠাৎ কম্পন অনুভূত হওয়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

গুন্টুরে অটোয় ধাক্কা বাসের মৃত ৩ মহিলা, আহত ৮ জন

গুন্টুর, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর জেলায় ভয়াবহ এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ মহিলার। এছাড়াও ৮ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। সোমবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে গুন্টুরের নীরুকোন্ডা গ্রামের কাছে। মৃত মহিলারা হলেন - অরুণা, নাচারম্মা এবং সীতারাভাম্মা, সকলেই চেবরোলু মন্ডলের শুদাপল্লি গ্রামের বাসিন্দা।পোন্নুর গ্রামীণ সার্কেল ইন্সপেক্টর কোটেশ্বর রাও বলেছেন, গুন্টুর জেলার নীরুকোন্ডা গ্রামের কাছে আরটিসি বাস ও অটোর সংঘর্ষে ৩ মহিলার মৃত্যু হয়েছে এবং ৮ জন আহত হয়েছেন। লঙ্কার ক্ষেতে কাজ করতে যাচ্ছিলেন মহিলারা, তাঁরা অটোয় ছিলেন। বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটোয় ধাক্কা মারে। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

মহীশূরে একই পরিবারের ৪ সদস্যের রহস্য-মৃত্যু, তদন্ত শুরু পুলিশের

মহীশূর, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ কর্ণাটকের মহীশূরে একই পরিবারের ৪ সদস্যের রহস্য-মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো। সোমবার পুলিশ কমিশনার সীমা লাটকার বলেছেন, মহীশূরের বিশ্বেশ্বরাইয়া লে-আউটের একটি অ্যাপার্টমেন্টে একই পরিবারের চার সদস্যের দেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতদের নাম - চেতন (৪৫), তাঁর স্ত্রী রূপালী (৪৩), মা প্রিয়ংবদা (৬২) এবং ছেলে কুশল (১৫)।চেতনকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে এবং সন্দেহ করা হচ্ছে, সে তাঁর মা, স্ত্রী ও ছেলেকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে।

পরীক্ষা পে চর্চায় মেরি কম, মনোযোগ দেওয়ার ওপর জোর দিলেন অবনী লেখারা

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ পরীক্ষা পে চর্চার আরও একটি পর্বে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করলেন বক্সার মেরি কম। এছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন ভারতীয় রাইফেল শুটার ও প্যারালিম্পিকে জোড়া স্বর্ণ পদক জয়ী অবনী লেখারা।শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় মেরি কম বলেছেন, আপনি যদি চ্যালেঞ্জ নিতে চান, তবে আপনাকে যথেষ্ট শক্তিশালী হতে হবে। অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে আমি চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। আমি যদি পারি, তাহলে আপনারা কেন পারবেন না? অবনী লেখারা বলেছেন, ধারাবাহিকতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে প্রতিদিন অধ্যয়ন করেন, তবে আপনি তা ধরে রাখতে সক্ষম হবেন। শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম রয়েছে যা আপনাকে আপনার হৃদস্পন্দন বজায় রাখতে এবং আপনাকে শান্ত রাখতে সাহায্য করে।

ভজনলালকে চিঠি গেহলটের, জোজরি নদীর দূষণ রোধে পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান

জয়পুর, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মাকে চিঠি লিখে যোধপুরের জোজরি নদীর দূষণ রোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন। একইসঙ্গে, সামাজিক মাধ্যমে তিনি দূষণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া মানুষের দুর্ভোগের বিষয়টিও তুলে ধরেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন ,যোধপুরে জোজরি নদীর দূষণ কৃষক, জলজ প্রাণী এবং পরিবেশের

জন্য মারাত্মক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিশোধন ছাড়াই তাদের বর্জ্য জল সরাসরি নদীতে ফেলে দিচ্ছে। এছাড়া, নদীর উপর স্থাপিত 'জিরো সিওয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট '-এর কাজও ৩ মাস ধরে বন্ধ রয়েছে। যার ফলে যোধপুর, পালি ও বালোত্রা জেলায় কৃষিজমিতে ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে এবং মানুষ ও গবাদি পশুর মধ্যে বিভিন্ন রোগ ছড়িয়ে পড়ছে।তিনি আরও জানান, তিনি মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মাকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছেন, অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হোক, যাতে দূষণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের স্বস্তি দেওয়া যায়।

খেলাধুলা সব ধরনের গুণাবলী আত্মস্থ করতে সাহায্য করেঃমোহন যাদব

ভোপাল, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব সোমবার ভোপালের বড় তালাবে ২৪-তম সর্বভারতীয় পুলিশ ওয়াটার ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেছেন। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করার পর মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব বলেছেন, যারা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে

এখানে এসেছেন আমি তাঁদের সবাইকে স্বাগত জানাই। একদিকে পুলিশ সদস্যরা নিজেদের দায়িত্ব পালন করে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করে নাগরিকদের নিরাপত্তা দিচ্ছেন, অন্যদিকে তারা খেলাধুলায়ও ছাপ রেখে যাচ্ছেন, যা আমাদের জন্য আনন্দের বিষয়। আমি তাঁদের অভিনন্দন জানাই।পরে মোহন যাদব আরও বলেছেন, ২৩টিরও বেশি রাজ্যের ৫৫৭ জনেরও বেশি ক্রীড়াবিদ কায়াকিং, ক্যানোয়িং এবং রোয়িং ইভেন্টে নিজেদের প্রতিভা প্রদর্শন করছেন। আমি তাঁদের শুভেচ্ছা জানাই। 'অতিথি দেবো ভব' আমাদের সংস্কৃতি। আমি আশা করি, ভোপাল আজ অনন্য আনন্দ অনুভব করছে। খেলাধুলা মানুষকে কেবল সুস্থ রাখে না, মানুষকে সব ধরনের গুণাবলী আত্মসা করতেও সাহায্য করে।

কুম্ভ ভারতের মহান সংস্কৃতি ও পরম্পরার প্রতিনিধিত্ব করে ঃসি ভি আনন্দ বোস

প্রয়াগরাজ, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ মেলা পরিদর্শন করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। সোমবার মহাকুম্ভ মেলায় যান রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। মহাকুম্ভ মেলায় অংশ নিয়ে রাজ্যপাল বোস বলেছেন, কুম্ভ ভারতের মহান সংস্কৃতি ও পরম্পরার প্রতিনিধিত্ব করে।রাজ্যপাল বোস বলেছেন, এটি সমস্ত ভারতীয়দের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে, বিশ্বের বৃহত্তম মণ্ডলী এখানে স্বেচ্ছায় আসছে 'অহম ব্রহ্মাস্মি'-এর অর্থ বোঝার জন্য। ভারত একটি মহান শক্তি দ্বারা চালিত যা আমাদের মহান সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকে উদ্ভূত। কুম্ভ তা প্রতিনিধিত্ব করে।

যথোচিত মর্যাদায় ভরত মুনি-কে স্মরণ, বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ মাঘী পূর্ণিমার পুন্যতিথিতে সংস্কার ভারতী স্মরণ করে নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরত মুনিকে। এ বছরও পূর্ণ শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হলো নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরত মুনিকে। এই উপলক্ষে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত ১৬ ফেবয়ারি, রবিবার গোবরডাঙ্গার সংস্কৃতি কেন্দ্রে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। এই অনুষ্ঠানে ছিল বিকাশ ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা। এছাড়াও বিগত ২৫ বছর ধরে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ যে নাটক বিভাগ চালিয়ে আসছে, তার বিভিন্ন মুহূর্তকে স্মরণ করতে একটি চিত্র প্রদর্শনী রেখেছিল। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজ এর অধিকর্তা ডঃ স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতী কেন্দ্রীয় সম্পাদিকা শ্রীমতি নীলাঞ্জনা রায়, সভামুখ্য ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেতা নির্দেশক শ্রী তপন গাঙ্গুলী, অতিথিবর্গের মধ্যে উপস্থিত

ছিলেন শ্রী সুভাষ ভট্টাচার্য, শ্রী জয়ন্ত পাল, শ্রী আশিস দাস এবং ছিলেন বিকাশ ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতার বক্তা বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব শ্রী পিয়াল ভট্টাচার্য ও সঞ্চালক বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব শ্রী কল্লোল ভট্টাচার্য।সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক শ্রী তিলক সেনগুপ্ত। অতিথিদের পুস্পার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে উদ্বোধন হয় সংস্কার ভারতীর নাট্য প্রযোজনা বিষয়ক চিত্র প্রদর্শনী। সংস্কার ভারতীর প্রথা অনুসারে ভাব সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। আগত অতিথিদের চন্দনের তিলক, উত্তরীয়, ফুল এবং স্মারক দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরত মুনির প্রতিকৃতির সম্মুখে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন উদ্বোধক মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজের অধিকর্তা ডঃ স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ। অনুষ্ঠানে সম্মানিত করা হয় বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব শ্রী পিয়াল ভট্টাচার্যকে। এরপর শুরু হয় বিকাশ ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা। এই বক্তৃতার বিষয় ছিল ভরত মার্গ প্রসঙ্গ। এই বিষয়ের উপর এক অসামান্য গবেষণাধর্মী বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব শ্রী পিয়াল ভট্টাচার্য। এই বক্তৃতার চমকার নান্দীমুখ করেন সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের সহ-সভাপতি ও বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব শ্রী কল্লোল ভট্টাচার্য। বক্তৃতার শেষে বক্তব্য রাখেন এদিনের সভামুখ্য বিশিষ্ট অভিনেতা - নির্দেশক শ্রী তপন গাঙ্গুলী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংস্কার ভারতীর কেন্দ্রীয় সম্পাদিকা শ্রীমতি নীলাঞ্জনা রায়। অনুষ্ঠান শেষে সংস্কার ভারতীয় উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সংগীত বিভাগের শিল্পীরা পরিবেশন করেন হারানো দিনের নাটকের গান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেন সংস্কার ভারতী উত্তর ২৪ পরগনা জেলা।

দিল্লিতে ভূমিকম্পে উপরে পড়ল ২০-২৫ বছরের পুরানো গাছ, হতবাক ঝিল পার্ক কর্তৃপক্ষ

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ না ঝড়, না বৃষ্টি, শুধু সকালে অনুভূত হয়েছিল জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্প। সেই ভূমিকম্পের পরই দিল্লির ঝিল পার্কে উপরে পড়ল ২০-২৫ বছরের পুরানো একটি গাছ। যা দেখে হতবাক পার্ক কর্তৃপক্ষ। ঘড়ির কাঁটায় ৫টা ৩৬ মিনিট। ভোরের আলো ফুটলেও তখনও ঘুম ভাঙেনি রাজধানীর। আচমকা কেঁপে ওঠে মাটি।জাতীয় ভূকম্পন

পরিমাপকেন্দ্র বা ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল দক্ষিণ দিল্লির ধৌলাকুঁয়া। সেখানে দুর্গাবাই দেশমুখ কলেজ অফ স্পেশ্যাল এডুকেশনের জমির ঠিক নীচে ভূমিকম্প হয়েছে। মাটি থেকে গভীরতা খুব বেশি নয়, মাত্র পাঁচ কিলোমিটার। ভূমিকম্পের উপকেন্দ্রেই অবস্থিত ঝিল পার্ক।পার্কের এক তত্ত্বাবধায়ক মহাবীর বলেন, আমি সকালে উপড়ে যাওয়া গাছটি দেখলাম। এটি একটি ২০-২৫ বছরের পুরানো গাছ। এমনটি ভূমিকম্পের কারণে ঘটেছে, কারণ এখানে হাওয়া অথবা বজ্রপাত কিছুই হয়নি। শ্রমিকরা জানান, ভূমিকম্পের পর পার্কে উপরে পড়া গাছটি তাঁরা দেখতে পান। আরেক তত্ত্বাবধায়ক জানকি দেবী বলেন, উপড়ে যাওয়া গাছ ছাড়া আর কোনও ক্ষতি হয়নি। ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ ভূমিকম্প অনুভূত হয়.খুব প্রবল কম্পন অনুভূত হয়। তারপর দেখা যায় গাছটি উপড়ে গেছে।

শাসক দল এবং বিরোধী উভয়েই দ্বিমুখী রাজনীতিতে লিপ্তঃশুভঙ্কর সরকার

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির তীব্র সমালোচনা করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। তাঁর কথায়, শাসক দল এবং বিরোধী উভয়েই দ্বিমুখী রাজনীতিতে লিপ্ত। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ ৪ জন বিজেপি বিধায়ককে বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড করার বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেছেন, শাসক দল এবং বিরোধী দল উভয়ই দ্বিমুখী

রাজনীতিতে জড়িত। বাংলার প্রতিটি বাড়িতে সরস্বতী পুজো উদযাপিত হয়। যেখানে সরস্বতী পুজোকে ঘিরে এমন পরিবেশ তৈরি হয়েছে সেখানে কী ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে?উল্লেখ্য, অসদাচরণের জন্য বিধানসভা থেকে বাকি সময়ের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল, বিশ্বনাথ কারক ও বঙ্কিম চন্দ্র ঘোষকে। সোমবার এই ঘোষণা করেছেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবারের সভায় এই নিয়ে বিশেষ নোটিশ উত্থাপন করেন সরকার পক্ষের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ। শাসক দলের মুখ্যসচেতক সভায় লিখিত বক্তব্য পেশ করেন।

নেশার বিরুদ্ধে সকল অংশের নাগরিকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন সাংসদ রাজীব

আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ নেশার বিরুদ্ধে প্রতিটি ক্লাব সহ সকল অংশের নাগরিকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। গত রবিবার রামঠাকুর সংঘের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে একথা বলেন তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, এলাকার বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়, কর্পোরেটর অঞ্জনা দাস ও অলক ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা।আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি রামঠাকুর সংঘের প্রতিষ্ঠা দিবস। এই উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে রামঠাকুর সংঘ কর্তৃপক্ষ। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে রবিবার রামঠাকুর সংঘ প্রাঙ্গনে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন

বিজেপি প্রদেশ সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, এলাকার বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়, স্থানীয় কর্পোরেটর অঞ্জনা দাস, অলক ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা।এদিন রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রামঠাকুর সংঘের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির প্রশংসা করেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে ক্লাবগুলির মধ্যে সমাজসেবামূলক কাজের প্রতিযোগিতা চলেছে। কিভাবে আরো বেশি করে দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো যাবে, অন্তিম ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছানো যাবে এবং রক্তদানের মত মহ কাজে এগিয়ে আসা ইত্যাদি কর্মসূচির ভিত্তিতে চলছে এই প্রতিযোগিতা।সাংসদ আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর একটাই লক্ষ্য, এই রাজ্যকে নেশা মুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলা। এই কাজ সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয় ।এই কাজে সকল ক্লাব এবং নাগরিকদের এগিয়ে আসতে হবে বলে জানান সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার বলেন, জীবনের সবচেয়ে বড় মানবিক ধর্ম পালন করা হচ্ছে রক্তদান করা। তাই রক্তদানকে মহ দান বলা হয়.ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রামঠাকুর সংঘের উদ্যোগে রক্তদান শিবির আয়োজন করায় সংঘ কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানান মেয়র।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ৯ বনমালীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়। তিনি বলেন, নেশার বিরুদ্ধে সকলকে এগিয়ে আসা উচিত। ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষে সকল ক্লাব সদস্য এবং এলাকাবাসীদের অভিনন্দন জানান বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়।

মহাকুম্ভের ৩৬-তম দিন, এযাবৎ ৫২ কোটির বেশি ভক্তের পুণ্যস্নান সম্পন্ন

প্রয়াগরাজ, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে সোমবার ৩৬-তম দিনে পড়ল মহাকুম্ভ মেলা। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থল, ত্রিবেণী সঙ্গমে সোমবারও পুণ্যস্নান করেছেন বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থীরা। এখনও পর্যন্ত মহাকুম্ভের সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেছেন ৫২ কোটিরও বেশি ভক্ত।উল্লেখ্য, গত ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া কুম্ভমেলা চলবে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, টানা ৪৫ দিন ধরে। মহাকুম্ভে এই নিয়ে ৩টি অমৃতস্নান সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তী পুণ্যস্নান হবে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি (মহা শিবরাত্রি)। দেশ ও বিদেশ থেকে এখনও বিপুল সংখ্যক মানুষ প্রয়াগরাজে আসছেন, সঙ্গমে আস্থার ডুব দেওয়ার জন্য।

''ভবিষ্য বিপ্লবীদের পথপ্রদর্শক হয়ে ওঠেন'', বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কেকে শ্রদ্ধা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ আমি অমর শহীদ বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে জিকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাই। সোমবার এক্স হ্যান্ডলে এই বার্তা দিলেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।অমিতবাবু লিখেছেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র আন্দোলনের শিঙা বাজিয়েছিলেন তিনি। দেশবাসীকে জাতি, ধর্ম ও অঞ্চলের ঊর্ধ্বে উঠে নিজেদের সংগঠিত করতে এবং স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।অমর শহীদ ফাড়কেজি তাঁর বীরত্ব ও প্রজ্ঞা দিয়ে ব্রিটিশ শাসনকে নস্যা করে ভবিষ্য বিপ্লবীদের পথপ্রদর্শক হয়ে ওঠেন। ব্রিটিশ রাজকে ভীত করে তুলেছিলেন। তাঁকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে বিনম্র প্রণাম।প্রসঙ্গত, ১৯৮৪ সালে ভারত সরকার ফাড়কের সম্মানে ৫০ পয়সার একটি ডাকটিকিট জারি করে। দক্ষিণ মুম্বইয়ের মেট্রো সিনেমার কাছেএকটি চকের নামকরণ করা হয় তাঁর সম্মানে। তাঁর ওপর তৈরি গজেন্দ্র আহিরে পরিচালিত একটি

মারাঠি চলচ্চিত্র ২০০৭-এর ডিসেম্বর মাসে মুক্তি পায়।অন্যদিকে ভোপাল, ঃ সোমবার বিপ্লবী বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে এবং বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কর্পুরী ঠাকুরের প্রয়াণবার্ষিকী। এইদিনে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব তাঁদের স্মরণ করেছেন ও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।তিনি জানান, স্বাধীনতা সংগ্রামী, শ্রদ্ধেয় বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে জিকে তাঁর প্রয়াণবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাই। তিনি এও জানান, বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জননায়ক, ভারতরত্ন, শ্রদ্ধেয় কর্পুরী ঠাকুরকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাই।

রাম মন্দিরে উপচে পড়ছে ভক্তদের ভিড়, মহাকুম্ভে স্নানের পর অযোধ্যায় জনস্রোত

প্রয়াগরাজ ও অযোধ্যা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ মেলায় প্রতিদিনই ভিড় বাড়ছে পুণ্যার্থীদের। ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নানের পরই অযোধ্যা চলে যাচ্ছেন পুণ্যার্থীরা, সঙ্গমে পুণ্যস্নানের পর অযোধ্যায় রামমন্দির দর্শন করছেন। আর তাই রামমন্দিরে প্রতি দিন ভিড়ের চাপ বাড়ছে। সোমবারও রামমন্দির চত্বরে ব্যাপক ভিড় দেখা গেল পুণ্যার্থীদের। সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেই বহু পুণ্যার্থী রওনা দেন অযোধ্যার উদ্দেশ্যে।গত কয়েক দিনে বিপুল জনসমাগম হয়েছে রামমন্দির দর্শনে। দূরদূরান্ত থেকে আসা পর্যটক এবং পুণ্যার্থীরা পুণ্যস্নানের পাশাপাশি অযোধ্যায় যাচ্ছেন রাম মন্দির দর্শনে। ফলে চাপ বাড়ছে প্রতিদিনই। পুণ্যার্থীরা ট্রেনে, বাসে চেপে অযোধ্যা শহরে ঢুকছেন। অযোধ্যার পাশাপাশি বারাণসীতেও যাচ্ছেন পুণ্যার্থীরা। সেখানে কাশী বিশ্বনাথ মন্দির দর্শন করছেন পুণ্যার্থীরা।উল্লেখ্য, উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে গত ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে মহাকুম্ভ মেলা, যা চলবে এই মাসের ২৬ তারিখ পর্যন্ত। অর্থা আর খুব বেশি দিন বাকি নেই। ইতিমধ্যেই মহাকুম্ভের ত্রিবেণী সঙ্গমে ৫৩ কোটির বেশি পুণ্যার্থী পুণ্যস্নান করেছেন।

১০ দিন অতিক্রান্ত, এখনও মুখ্যমন্ত্রীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি বিজেপিঃঅতিশী

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লিতে সরকার গঠনের তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে বিজেপি। কবে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর শপথ, কে হবেন মুখ্যমন্ত্রী, তা এখনও জানায়নি বিজেপি। এমতাবস্থায় বিজেপিকে কটাক্ষ করলেন আম আদমি পার্টি (এএপি)-র নেত্রী অতিশী মারলেনা। তাঁর কথায়, দিল্লি নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর ১০ দিন অতিক্রান্ত। দিল্লির মানুষ আশা করেছিল, বিজেপি ৯ তারিখে তাঁদের মুখ্যমন্ত্রীর মুখ ঘোষণা করবে, ১০ তারিখে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে এবং তারপরে তাঁদের কাজ শুরু হবে।অতিশী আরও বলেছেন, ১০ দিন পার হলেও মুখ্যমন্ত্রীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি বিজেপি। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, দিল্লি সরকার চালানোর জন্য বিজেপির একটিও মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী নেই। এখন এটা স্পষ্ট যে, প্রধানমন্ত্রী ৪৮ জন বিধায়কের কাউকে বিশ্বাস করেন না তাঁদের কারোরই সরকার পরিচালনার ক্ষমতা নেই।

পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে অজানা জন্তুর আক্রমণ, ছড়ালো চাঞ্চল্য

পুরুলিয়া, ১৭ ফেব্রয়ারি ঃ পুরুলিযার রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত গোবরান্দা গ্রামে আবারও অজানা জন্তুর আক্রমণে ৫টি ভেড়ার মৃত্যু। পাশাপাশি খোঁজ মিলছে না ২টি ভেড়ার। আহত অবস্থায় রয়েছে আরও একাধিক ভেড়া। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হল, গ্রামের একটি গোয়াল ঘরে গরু, ছাগল এবং ভেড়া একসঙ্গে রাখা ছিল। অজানা জন্তু শুধুমাত্র ভেড়াগুলিকে আক্রমণ করেছে। অন্য গবাদি পশুর কোনও ক্ষতি করেনি। স্থানীয় মানুষের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

আজ জয়পুর সফরে উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় মঙ্গলবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) একদিনের সফরে রাজস্থানের জয়পুরে যাচ্ছেন।সোমবার উপরাষ্ট্রপতির দফতর সূত্রে জানা গেছে, এই সফরে উপরাষ্ট্রপতি জয়পুরে রাজস্থানের ব্যবসায়ী এবং শিল্প সংগঠনের একটি সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে সভাপতিত্ব করবেন। ওই সম্মেলনের মূল বিষয় দেশ গঠনে শিল্পোদ্যোগীদের ভূমিকা।

বিপুল জাল টাকার আশঙ্কা নিয়ে সতর্ক করলেন তথাগত

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ বিপুল পরিমাণ ভারতের জাল টাকার আশঙ্কা নিয়ে সতর্ক করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।সোমবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, একটি বাংলা ইউটিউব চ্যানেল জানিয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে ১৮০০ কোটি টাকার জাল ভারতীয় মুদ্রা ভারতে পাচারের অপেক্ষায় রয়েছে। দাউদ ইব্রাহিমের ভাই আনিসের ছাপাখানা থেকে এগুলো তৈরি করা হয়েছে বলে জানা গেছে।যদি সত্য হয়, তাহলে দয়া করে ব্যবস্থা নিন এবং সাধারণ জনগণকে যথাযথভাবে পরামর্শ দিন। অমিত শাহর অফিস, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যোগসূত্রকেও তথাগতবাবু বিষয়টি জানিয়েছেন বলে জানি।

আজ শুরু উত্তর প্রদেশ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন, অনুষ্ঠিত সর্বদল বৈঠক

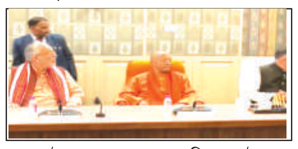

লখনউ, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে মঙ্গলবার, ১৮ ফেব্রুয়ারি। বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে সোমবার সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সর্বদলীয় বৈঠকের পৌরহিত্য করেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুরেশ খান্নাও। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এদিন বিধান ভবনের প্রধান ফটক ও ম্যুরাল উদ্বোধন করেন।মন্ত্রী সুরেশ খান্না বলেছেন, ২০ ফেব্রুয়ারি বাজেট পেশ করা হবে। আগামীকাল রাজ্যপালের ভাষণ, ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ মার্চ পর্যন্ত অধিবেশন চলবে। আমরা চাই বিরোধীরা অধিবেশনের সুষ্ঠু পরিচালনায় সমর্থন করুক। সরকার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

৫ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার, ইংরেজীঃ১৮ফেব্রুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ০১ ফাল্গুন, চান্দ্রঃ ৬ গোবিন্দ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৮ মাঘ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৩০ মাঘ ১৯৪৬, মৈতৈঃ৬ ফাইরেন, আসামঃ৩০ মাঘ, মুসলিমঃ৫-শা'বান-১৪৪৬ হিজরী।শীতলা ষষ্ঠী সূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৬ঃ৫০ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ২৩ঃ৫৯।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ০৪ঃ০৮(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১১ঃ২৫ঃ২১(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ১৬ঃ৩৩ দং ৫৭৩০১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ৪৬ঃ১২ দং ৪৬১৪২০ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ ০৬ঃ২৭ঃ২৮ দং ৩০২৬২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃশুভ শেষ রাত্রি ঘ ০৩ঃ০৬ঃ৫৭ দং ৫২৬১২.৫ পর্যন্ত পরে শুক্রঅমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ৩০ঃ২১ থেকে - ১০ঃ৪৩ঃ৪৭ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০২ঃ২৬ঃ১০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১০ঃ৩৯ থেকে - ০৪ঃ৩৯ঃ৩৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ২৪ঃ০৪ থেকে - ০৬ঃ১৫ঃ৩৬ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ৫০ঃ১০ থেকে - ১১ঃ২৪ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫৯ঃ১৮ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ২১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০১ঃ৪১ঃ৪১ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ১৬ঃ১৬ থেকে - ০১ঃ০৭ঃ৪৭ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ৪০ঃ১৯ থেকে - ০৯ঃ০৩ঃ৪৩ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ৫৪ থেকে - ০২ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৭ঃ০০ঃ৪১ থেকে - ০৮ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৯২২০৩৩ (২২) ৪ পদচন্দ্রঃ ০১৫৫০২১ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ২২৬২২০ (৭) ২ পদবুধঃ ৯২১৫১৪৫ (২২) ৪ পদ বৃহস্পতিঃ১১৭৪২১৯ (৪) ৩ পদ শুক্রঃ১১৩৩৮১৮ (২৬) ১ পদ শনিঃ১০২০৪৪৩২ (২৫) ১ পদ রাহুঃ১১৭৪৩৪৩ (২৬) ২ পদকেতুঃ ৫৭৪৩৪৩ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রি বৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃমকর রাশি সকাল ০৬ঃ৪৭ঃ২৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৮ঃ২০ঃ৫০ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৯ঃ৫১ঃ৫৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ১১ঃ৩২ঃ২৭ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০১ঃ৩০ঃ৫২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০৩ঃ৪৪ঃ১০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৫ঃ৫৯ঃ৫৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ১১ঃ১৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১০ঃ২১ঃ২৪ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫১ঃ২০ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৬ঃ৩৭ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে ধীরে ধীরে বা।ছে তাপমাত্রার পারদ। ফেব্রুয়ারি মাস এখনও শেষ হয়নি, এরই মধ্যে উষ্ণ হয়ে উঠেছে দক্ষিণবঙ্গ। আগামী কিছু দিন একটু একটু করে তাপমাত্রা বাড়বে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। শীতের আমেজ আর সেভাবে অনুভূত হবে না।বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪.১ ডিগ্রি বেশি। দু'দিন আগেও যতটুকু শীত অনুভূত হচ্ছিল, বুধবার সকালে আর শীত অনুভূত হয়নি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী দু'দিন তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না। কিছু কিছু জেলায় কুয়াশাও থাকতে পারে।।জোয়ার-সকাল৯ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৯ টা ৫৫মনিট এবং রাত ২ টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ১৪মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৩০মিনিট

দিল্লি স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে মৃত কুম্ভযাত্রীদের পরিবারকে ৩০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ সহ রেলমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে হাওড়া স্টেশনে কংগ্রেসের বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লি স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে মৃত কুম্ভযাত্রীদের পরিবারকে ৩০ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ সহ রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের পদত্যাগের দাবিতে হাওড়া জেলা কংগ্রেস কর্মীবৃন্দের তরফ থেকে সোমবার দুপুরে হাওড়া স্টেশনে এক বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিন হাওড়া স্টেশনের ভিতরে স্টেশন ম্যানেজারের অফিসের সামনে এবং বাইরে ডিআরএম অফিসের সামনেও বিক্ষোভ হয়। কংগ্রেস নেতৃত্ব জানান এই ঘটনার দায় সম্পূর্ণভাবে রেল মন্ত্রকের। তাই অবিলম্বে রেলমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে। পাশাপাশি মৃতদের পরিবারকে ৩০ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেবার দাবি তোলা হয়। দাবি না মানলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য পার্থসারথী ভৌমিক বলেন, গত পরশুদিন দিল্লি স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে অনেক পুণ্যার্থী মারা যান। অনেক দিন আগে থেকে এই খবর ছিল। ১ ঘন্টার মধ্যে প্রায় ৫

হাজার টিকিট বিক্রি হয়েছে। এর পরেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। শোনা যাচ্ছে ওখান থেকে লাশ সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আসল খবর জানানো হচ্ছে না। ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতপূরণের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এসব দিয়ে চলবে না। প্রধানমন্ত্রী একটা ট্যুইট করে তাঁর দায়িত্ব শেষ করছেন। এটা আমরা মানতে চাইনা। সাধারণ মানুষের যাত্রার প্রধান মাধ্যম রেল। সেখানে সুরক্ষিত রাখতে পারছেন না। সুরক্ষা শুধুমাত্র ভিআইপিদের জন্য। সাধারণ মানুষের সুরক্ষা কি হবে ? কে এর দায়িত্ব নেবেন। রেলমন্ত্রীর পদত্যাগ এবং মৃতদের পরিবারকে ৩০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবিতে আমাদের এই আন্দোলন। এদিন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত স্টেশনে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির আহ্বানে এই বিক্ষোভ হচ্ছে। আমাদের দাবি না মানা হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে। তখন সরকার সমস্যায় পড়বে। প্রসঙ্গত, এদিন হাওড়া স্টেশনের বড় ঘড়ির নিচ থেকে বিক্ষোভ মিছিল হয়ে ডিআরএম অফিসের সামনে আসে। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক শুভজ্যোতি দাস, অলোক কোলে, ওমপ্রকাশ জয়সোয়াল, প্রদেশ কংগ্রেসে সদস্য পার্থসারথী ভৌমিক, যুব কংগ্রেস নেতা শাহিদ কুরেশি, যুব কংগ্রেস নেত্রী দীপশিখা ভৌমিক, মহিলা কংগ্রেস নেত্রী আরতি মজুমদার সহ হাওড়া জেলা কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নির্দেশে এদিনের এই কর্মসূচি পালন করা হয়। রাজ্য প্রদেশ কংগ্রেস কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয় বলে জানতে পারা গিয়েছে।

উলুবেড়িয়া স্টেশনে কংগ্রেসের বিক্ষোভ

মতিয়ার রহমান,উলুবেড়িয়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ নয়াদিল্লি রেলওয়ে স্টেশনে কুম্ভ মেলার তীর্থযাত্রীরা-নির্মমভাবে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। এই মৃত্যুর প্রতিবাদে এবং রেলের অব্যবস্থার জন্য ১৯ জন তীর্থযাত্রী মারা গেছেন এর দায়িত্ব সম্পূর্ণ রেলমন্ত্রীর। তাইএই দায়িত্ব নিয়ে রেলমন্ত্রীকে অবিলম্বে পদত্যাগ করার দাবী জানিয়ে সোমবার দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের উলুবেড়িয়া স্টেশনের সামনে উলুবেরিয়া পূর্ব কেন্দ্র কংগ্রেস কমিটি পক্ষে থেকে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। একাধিক দাবী লেখা প্লাকার্ড নিয়ে কংগ্রেসের কর্মীরা প্রতিবাদ জানান। এই প্রতিবাদ সভায় শামিল হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের নেতা আলম দেওয়ান, যুব কংগ্রেস নেতা রিভু, সান্যাল বিশ্বজিৎ মেউর আসরাফ মোল্লা ,সহ অন্যান্য ব্লক ও জেলা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। প্রতিবাদ সভা পরিচালনা করেন উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্র যুব কংগ্রেস নেতা প্রলয় মন্ডল।

জুনিয়র আর্টিস্ট গ্রুপ এবং আঁকিবুকির যৌথ উদ্যোগে চিত্র কর্মশালা

নববারাকপুর, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ নববারাকপুর জুনিয়র আর্টিস্ট গ্রুপ এবং আঁকিবুকির যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় শক্তি সংঘ প্রাঙ্গণে হল প্রথতিযশা চিত্র শিল্পীদের নিয়ে একদিনের চিত্র কর্মশালা। অঙ্কন কর্মশালায় শিল্পীরা রং তুলি নিয়ে ক্যানভাসে ছবি তুলে ধরেন। দুপুরে প্রতিভার খোঁজে অন লাইন খুদে দের অংকন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী প্রতিভা দের শংসাপত্র সুদৃশ্য ট্রফি দিয়ে উৎসাহিত করা হয়। এদিন সকালে মঙ্গলদ্বীপ প্রজ্বলন করে চিত্র কর্মশালার শুভ উদ্বোধন করেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা। ছিলেন উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, আয়োজক সংস্থার অন্যতম ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ দেবাশিস মিত্র, প্রাক্তন শিক্ষক চিত্রশিল্পী সুজিত কুমার ঘোষ, শ্যামল কুমার সিকদার সহ একঝাঁক পুর প্রতিনিধি ও খ্যাতনামা ভাস্কর চিত্রকররা। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হয় পুরস্কার বিতরণী এবং গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।

রাজ্যের পর্যটন ক্ষেত্রে মোট ৫ হাজার ৬০০ কোটি টাকা লগ্নীর প্রস্তাব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ সদ্য সমাপ্ত বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে রাজ্যের পর্যটন ক্ষেত্রে মোট ৫ হাজার ৬০০ কোটি টাকা লগ্নীর প্রস্তাব এসেছে। বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে আজ বিজেপি বিধায়ক নরহরি মাহাতোর এক প্রশ্নের উত্তরে পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন একথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, উত্তর, দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলা জুড়ে এই পর্যটন প্রস্তাবগুলি এসেছে। তিনি আরো বলেন, জেলাশাসকদের সুপারিশ মত জেলাভিত্তিক পর্যটনের উন্নয়নে একাধিক প্রকল্প হাতে নেয়া হচ্ছে। আগামী আর্থিক বছরের জন্য ইতিমধ্যেই এরকম ৭০ টি নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে ৩৮ টি উত্তর বঙ্গের এবং ৩২ টি দক্ষিণবঙ্গের। এইজন্য ৭১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। নতুন কোন পর্যটন কেন্দ্র তৈরির জন্য বিধায়কদের কোন প্রস্তাব থাকলে তা জেলাশাসক মারফত পর্যটন দপ্তরের কাছে পাঠাতে হবে বলে পর্যটন মন্ত্রী জানান। এক অতিরিক্ত প্রশ্নে বিধায়ক নরহরি মাহাতো পুরুলিয়ার পর্যটন বিকাশে ঝালদা বিধানসভার জাগর পাহারের উন্নয়নের বিষয়ে এক প্রস্তাব প্রসঙ্গে মন্ত্রী এ কথা বললে অধ্যক্ষ তাকে ভৎর্সনা করেন। তিনি বলেন, বিধানসভায় কোন সদস্য প্রস্তাব দিলে সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। এখানে বিধায়কের দেওয়া প্রস্তাবকে বৈধ সুপারিশ হিসাবে গ্রহণ করে তা জেলাশাসকের কাছে পাঠাতে পর্যটন মন্ত্রী কে তিনি নির্দেশ দেন।

রাজ্য মাছ উৎপাদনে দেশের এক নম্বর জায়গায় পৌঁছে যাবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ চলতি বছরেই রাজ্য মাছ উৎপাদনে দেশের এক নম্বর জায়গায় পৌঁছে যাবে। বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে আজ বিধায়ক মধুসূদন বাগের প্রশ্নের উত্তরে মৎস্য মন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী একথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন সামগ্রিক ভাবে মাছের উৎপাদনের নিরিখে রাজ্য বর্তমানে গোটা দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। রাজ্যের চাহিদার থেকেও উৎপাদন বেশি। সরকারি ভাবে বাইরে থেকে কোনো মাছ আমদানি করতে হয় না। ২০২৩ - ২৪ আর্থিক বছরের নিরিখে মৎস্য বীজ উৎপাদনে রাজ্য গোটা দেশের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে বলে মস্যমন্ত্রী জানান। এদিকে মানুষকে সুলভে দোরগোড়ায়.মাছ পৌঁছে দিতে সুফল বাংলা স্টলে মাছ বিক্রির কাজও শুরু হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। রাজ্যের ৩৫ টি জায়গায় সুফল বাংলা মৎস্য স্টল খোলা হচ্ছে। আগ্রহী স্বনির্ভর গোষ্ঠী, মৎস্য সময়গুলোকে ওইসব বিপনী চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এরকম ১০০ টি বিক্রয়কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা রয়েছে বলে মৎস্যমন্ত্রী সভায় জানিয়েছেন।

শিশুকন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত যুবক দোষী সাব্যস্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ৭ মাসের এক শিশুকন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগে এক যুবককে দোষী সাব্যস্ত করল কলকাতার ব্যাঙ্কশাল আদালত। মঙ্গলবার সাজা ঘোষণা করা হবে। গত নভেম্বর মাসের ৩০ তারিখ কলকাতার বড়তলা থানায় ওই শিশুকন্যা নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ জমা পড়ে। তদন্তে নেমে এরপর ওই শিশুটিকে উদ্ধারও করে পুলিশ। ওই শিশুকন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগে এরপর ঝাড়গ্রাম থেকে অভিযুক্ত যুবক গ্রেফতার হয়। পকসো আইনে মামলা দায়ের করা হয় যুবকের বিরুদ্ধে। পুলিশ ঘটনার ২৬ দিনের মাথায় চার্জশিট পেশ করে। গেট প্যাটার্ন মেথড ও রাইট ব্লকার সিস্টেম ব্যবহার করেই তদন্তে সাফল্য আসে।

জমিতে বিদ্যুৎ তাঁর লেগে মৃত্যু ঘটলো এক কৃষকের কুলতলিতে

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ইঁদুর মারতে জমিতে বিদ্যুতের তার,আর সেই তারেই প্রাণ গেল এক কৃষকের কুলতলিতে। স্থানীয় প্রধানের দাবি, নিয়মিত মাইকিং করে সতর্ক করা হয়। ইঁদুর মারতে এ ভাবে বিদ্যুতের তার ব্যবহার করা বেআইনি। তবু মানুষ শুনছেন না। রবিবার মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি ব্লকের জালাবেড়িয়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব গাবতলায়। মৃতের নাম বাসুদেব নস্কর। কে বা কারা জমিতে বিদ্যুতের তার রেখেছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সোমবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। ধান চাষ করা হয়েছে এ সময় জমিতে। এদিকে এই সময় আবার মাঠে ইঁদুরের উপাত বাড়ে। অনেকেই শস্য বাঁচাতে জমিতে বিদ্যুতের তার ফেলে রাখেন ইঁদুর মারার জন্য। অনেক সময় সেই তারে লেগে ইঁদুর মারা যায়। তবে রবিবার কুলতলির গ্রামে সেই তারই প্রাণ কেড়ে নিলো এক কৃষকের। বিদ্যুৎ দপ্তরের তরফে বারবার সতর্ক করা হয়, কোনও ভাবেই যেন জমিতে বিদ্যুতের তার না থাকে। কিন্তু অনেকেই তা কর্ণপাত করেন না। ফসল বাঁচাতে বেআইনি পথেই হাঁটেন। এই প্রথম বার নয়,প্রায় প্রতি বছরই কুলতলিতে চাষের জমিতে তড়িদাহত হয়ে মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসে। এ বার ও তার অন্যথা হলো না। রবিবার গ্রামের বাসিঃদারা চাষের জমিতে সব্জি তুলতে যাওয়ার সময় দেখেন এক ব্যক্তি পড়ে আছেন। এগিয়ে গিয়ে দেখেন এলাকারই বাসিন্দা, বাসুদেব নস্কর। উদ্ধার করে জয়নগর কুলতলি ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা।স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান অসীম হালদার বলেন, পঞ্চায়েতের তরফে আমরা বারবার মাইকিং করে প্রচার করেছি। এ সময় ধান চাষ হয়। খুব ইঁদুরের উৎপাত ও হয় জমিতে। তবে আমরা অনেকবার বলেছি, কারেন্ট দিয়ে ইঁদুর মারার চেষ্টা করবেন না। অন্য পথ আছে। গ্রামের মানুষ তার পরও এটা করে চলেছে। প্রচার করেও আটকাতে পারছি না। এ রকম ঘটলে এবং আমাদের নজরে এলে এ বার থেকে প্রশাসনকে বলে আইনি ব্যবস্থা নেব। মৃতের ছেলে প্রশান্ত নস্কর বলেন, মনে হয় বাবা জমিতে পা পিছলে কোনো ভাবে তারের ওপর পড়ে যায় আর তাতেই মৃত্যু ঘটে। তবে এই ঘটনায় রাজ্য সরকারের উচিত মানবিক হিসাবে মৃতের পরিবারের পাশে থাকার বলে উল্লেখ করেন মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর। এই সংগঠনের জেলার সহ সভাপতি আলতাফ আহমেদ সোমবার বলেন, জয়নগর ও কুলতলি এলাকায় গত ২০২৪ এর জানুয়ারি থেকে এখনো পর্যন্ত ১৯জনের মৃত্যু ঘটলো বিদ্যুৎ লেগে। রাজ্য সরকারের ২.৭.২০২১ এর সার্কুলার অনুযায়ী দূর্যোগের কারনে বিদ্যুতের শকে মারা গেলে ক্ষতি পূরনের দুই লক্ষ টাকা সেই মৃতের পরিবার পাবে।আমরা মনে করি প্রতিটি মানুষ রাষ্ট্রের সন্তান, তাকে রক্ষা করা ও অসহায় পরিবারের রক্ষা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। প্রতিটি মৃত্যু ও বাসুদেব নস্করের মৃত্যু অনিচ্ছাকৃত তাই পরিবারের পাশে থেকে সরকার মানবিক মুখ দেখাক। পরিবারের হাতে টাকা তুলে দিক ও সমস্ত সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত কেউ না হয় সেদিকটা দেখার অনুরোধ জানাই।

মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন তারস্বরে মাইক বাজিয়ে দলীয় অফিসের উদ্বোধন করা হল পার্টি অফিস

উজ্জ্বল বনেদ্যাপাধ্যায়,জয়নগর, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন জয়নগরে তৃণমূলের শিক্ষক বিধাযক্ তারস্বরে মাইক বাজিয়ে. পার্টি অফিস উদ্বোধন করলেন।তার এই কীর্তিতে সমালোচনায় মুখর বিরোধী দল থেকে তাঁর নিজের দলের নেতৃত্ব।আর এই ঘটনায় নিঃদার ঝ। উঠেছে।চলছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। তার মধ্যে সোমবার ইতিহাস পরীক্ষা।রবিবার বাড়িতে বসে তার চূড়ান্ত প্রস্তুতি যখন নিচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা সেই সময়কেই উপযুক্ত সময় হিসাবে বেছে নিলেন জয়নগরের তৃণমূলের শিক্ষক বিধাযক্ বিশ্বনাথ দাস। দলের আইএনটিটিইউসি পার্টি অফিস উদ্বোধন করার জন্য।সেই উপলক্ষে জয়নগরের দক্ষিণ বারাশত ২ নম্বর প্লাটফর্ম সংলগ্ন এলাকায় রবিবার দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত এক নাগাড়ে তারস্বরে বাজলো একাধিক মাইক। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে। রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বারুইপুর হাই স্কুলের শিক্ষক তথা জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস জয়নগর এক নম্বর ব্লকের তৃণমূলের সমস্ত শাখা সংগঠনের সভাপতি ও অঞ্চল নেতৃত্বদেরকে সাথে নিয়ে মঞ্চ বেঁধে সভা করে আইএনটিটি ইউসির পার্টি অফিস উদ্বোধন করলেন খুব ঘটা করে। এতেই প্রশ্ন উঠেছে ওই শিক্ষক বিধায়ক কি ভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার আগে পড়াশোনার শেষ পর্যায়ে এইভাবে অসুবিধা সৃষ্টি করলেন। দক্ষিণ বারাশতে যেখানে মাইক বাজিয়ে তিনি সভা করলেন। তাঁর ২০০ মিটারের মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ বারাশত শিবদাস আচার্য হাই স্কুল আর ৭০ মিটারের মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ বারাশত ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজ। বিধায়ক নিজে সেই কলেজের গভর্নিং বডিরসভাপতি। আর হাই স্কুলের সভাপতি তারই বড় শ্যালক তাপস বিশ্বাস। সেই শিক্ষক বিধায়কের এহেন কীর্তিতে বিরোধী দল গুলোর পাশাপাশি সমালোচনায় মুখর হয়েছেন তারই দলেরই জেলা পরিষদের সদস্য তথা জয়নগর লোকসভার তৃণমূলের সাংসদ প্রতিমা মন্ডলের প্রতিনিধি শিক্ষক খান জিয়াউল হক। যদিও সংবাদ মাধ্যমের কাছে মাইক বাজানোর কথা অস্বীকার করেছেন বিধায়ক। তার সাফাই সাউন্ড বক্স নিয়ে ইনডোর সভা করেছেন তিনি

দলীয় অফিস উদ্বোধনের। কিন্তু বিধায়কের সেই প্রকাশ্য সভার ছবি রীতিমতো নেট দুনিয়ায় ততক্ষনে ছড়িয়ে পড়েছে। যেখানে বিধায়ককে মাইক্রোফোন হাতে দক্ষিণ বারাশত ২ নম্বর প্ল্যাটফর্ম সংলগ্ন রাস্তার ওপর সভা করছেন ব্লকের দলীয় সমস্ত নেতানেত্রীদের নিয়ে। এব্যাপারে বিরোধী দল এস ইউ সি আই এর জেলা কমিটির সদস্য তথা জয়নগরের প্রাক্তন বিধায়ক অধ্যাপক তরুণ নস্কর বলেন, এক জন শিক্ষক তথা বিধায়কের এ হেন কাজ ক্ষমার অযোগ্য।বিরোধী বিজেপি দলের জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উপল নস্কর বলেন, শাসক দলের কাছে এটা আর নতুন কিছু নয়।শিক্ষা ব্যবস্থাকে ওরা তো শেষ করে দিয়েছে। সিপিআইএমের যুব সংগঠনের রাজ্য নেতা অপূর্ব প্রামানিক বলেন,উনি একজন শিক্ষক হয়ে এই কাজ করে কি করে। পরীক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করার সময় কোথায় ওনার। বিরোধী দলের পাশাপাশি শাসক তৃণমূল দলের জেলা পরিষদ সদস্য তথা জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডলের প্রতিনিধি শিক্ষক খান জিয়াউল হক বলেন,শিক্ষক বিধায়কের এহেন কাজকে তৃনমূল কখনোই সমর্থন করে না। উনি বিধায়ক ও শিক্ষক হয়ে কি করে এই কাজ টা করলো সেটার উওর উনি দিতে পারবে। তবে এই সময় এই কাজটা ঠিক হয়নি। এব্যাপারে শাসক তৃনমূল দলের নেত্রী তথা জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হাসনাবানু শেখ বলেন,বিধায়কের আগে থেকে উনি একজন স্কুল শিক্ষক হয়ে কি করে এই ধরনের কাজ করলো সেটা ভেবেই অবাক হয়ে যাচ্ছি।পরীক্ষার চেয়ে ওনার দলীয় অফিসের উদ্বোধন টা কি আগে। আসলে উনি সামনের বছরের নির্বাচনের আগে নিজের টিকিটটা কনফার্ম রাখতে চাইছেন।এক সপ্তাহ পরে এই অনুষ্ঠানটা করতে পারতেন। ওনার এই কাজটা কখনোই সমর্থন যোগ্য নয়।

শিউলি হোসাইনিয়া হাই মাদ্রাসা বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের সাইকেল বিলি

দুরন্ত বার্তা, শিউলি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এর উদ্যোগে সোমবার সবুজসাথী প্রকল্পে শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে সাতটি বিদ্যালয়কে হোসাইনিয়া হাই মাদ্রাসা বিদ্যালয়ে ২০২৪ শিক্ষাবর্ষে নবম দশম শ্রেণীর পড়ুয়াদের সাইকেল বিলি করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী, শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অরুন ঘোষ, পঞ্চায়েত সদস্য সুজাতা মন্ডল, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেখ কামাল উদ্দিন, বিডিওর পক্ষে প্রতিনিধি হাসিম মন্ডল, মৃন্ময় রায় প্রমুখ। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের জনমুখি বাস্তবায়িত প্রকল্প গুলির মধ্যে অন্যতম সবুজসাথী প্রকল্প। বিদ্যালয়ের ছেলে মেয়েদের যাতায়াতে পড়াশোনার সুবিধার্থে বিনামূল্যে পাঁচ শতাধিক পড়ুয়াদের সাইকেল দেওয়া হল শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে সাতটি বিদ্যালয়ে। ছেলে মেয়েরা ভীষণ ভাবে উপকৃত হয়েছেন এর ফলে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেখ কামাল উদ্দিন জানান ছশো সাইকেলের মধ্যে শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে শিউলি, তেলেনিপাড়া, জাফরপুর, চড়কতলা, পাতুলিয়া এলাকায় বিদ্যালয়ের গত শিক্ষাবর্ষের নবম শ্রেণির ৪৯৭ জন পড়ুয়াদের বিনামূল্যে সাইকেল বিতরণ করা হল।

খুনসুটি করতে গিয়ে প্রাণ গেল অন্য এক শ্রমিকের

দুরন্ত বার্তা, বাইড়িয়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ মিলের দুই শ্রমিকের মধ্যে খুনসুটি করতে গিয়ে প্রাণ গেল অন্য এক শ্রমিকের। জানা গেছে ঘটনাটি ঘটেছে গত রবিবার ১৬ ই ফেব্রুয়ারি বাউড়িয়া জুট মিলে। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে ওইদিন ওই মিলের পাট ঘরের শ্রমিক সবের মল্লিক বেলা ১১ টা নাগাদ যখন নিজের ডিউটি শেষে বাড়ি ফিরছিল ঠিক তখনই ওই মিলের অন্য এক শ্রমিক নাকি তার পশ্চাদ দ্বার দিয়ে মিলের যন্ত্রাংশে হাওয়া দেবার পাইপে করে হওয়া দিয়ে দেয়। ঘটনার পর তার গোটা শরীর ফুলে যায় বলে অভিযোগ মৃত মিল শ্রমিক সবের মল্লিকের। এদিকে ঘটনার পরই মিল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তড়িঘড়ি গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় সবের মল্লিকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় উলুবেড়িয়া ই এস আই হাসপাতালে। যদিও পরে ওই শ্রমিকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে স্থানান্তরিত করা হয় কলকাতার মানিকতলা ই এস আই হাসপাতালে। আর সেখানেই রাতে তার মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে মৃত সবের মল্লিকের বাড়ি গ্রামীণ হাওড়ার বাউড়িয়া থানার চকমধূ জলার ধারে,মৃতের বয়স আনুমানিক ৫৩ বছর। এদিকে এঘটনার পরেই গোটা এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। পাশাপাশি সূত্র মারফত জানা গেছে গোটা ঘটনা জানিয়ে ইতিমধ্যেই বাউড়িয়া থানায় একটি অভিযোগ দায়েক করেছে মিল কর্তৃপক্ষ। প্রসঙ্গত মৃত সবের মল্লিকের মেয়ে এবার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। বাবার এমন মর্মান্তিক ঘটনা শুনেও সোমবার সে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছে বলে জানা গেছে। এদিকে ঘটনা সম্পর্কে ঐ মিলের শ্রমিক তথা ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ জুট টেক্সটাইল ওয়াকস্ এর সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন ঘটনায় জড়িত যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পায়।

কুলতলিতে টোটো উল্টে গুরুতর আহত হাসপাতালে বেডে পরীক্ষা দিলো তিন পরীক্ষার্থী

দুরন্ত বার্তা,কুলতলি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে পথ দুর্ঘটনায় আহত তিনজন পরীক্ষার্থী হাসপাতালে পরীক্ষা দিলো। জীবনের অন্যতম বড় পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে পথ দুর্ঘটনায় আহত হয় তিনজন পরীক্ষার্থী। আহত পরীক্ষার্থীদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় হাসপাতালে। আর সেই হাসপাতালেই বসেই জীবনের বড় পরীক্ষা দিল তিনজন পরীক্ষার্থী। সোমবার কুলতলির কচিযামারা হেমচন্দ্র হাই স্কুলের তিনজন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী টোটোতে করে ডোঙা জোড়া রমানাথ হাই স্কুলের পরীক্ষার কেন্দ্রের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় হঠাৎ করে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টোটোটি উল্টে যায়। টোটো উল্টে গিয়ে আহত হয় তিনজন পরীক্ষার্থী। আহত তিন জন পরীক্ষার্থী হলো,মাবিয়া মন্ডল, আরফিনা লস্কর ও তসলিমা সরদার। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আহত তিনজন পরীক্ষার্থীদের উদ্ধার করে জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। আর এই দুর্ঘটনার জেরে তিনজন পরীক্ষার্থীর গুরুতর আঘাত পায়। কুলতলি থানার পুলিশের পক্ষ থেকে এবং স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে হাসপাতালে বসে তিনজন পরীক্ষার্থী মাধ্যমিকের এদিনের ইতিহাসের পরীক্ষা দেয়। আহত পরীক্ষার্থীদের সকলেরই বাড়ি কুলতলি থানার মেরিগঞ্জ এলাকায়।এ বিষয়ে জামতলা ভগবান চন্দ্র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তথা স্কুলের সাব ভেনুর ইনচার্জ শান্তনু ঘোষাল বলেন, পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার জেরে তিনজন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী গুরুতর জখম হয়। আহত পরীক্ষার্থীদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাসপাতালে বসে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়। এই বিষয়ে আহত পরীক্ষার্থী আরফিনা লস্করের অভিভাবক জিয়ারুল লস্কর বলেন, পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তিনজন পরীক্ষার্থী এবং দুজন অভিভাবক এবং একটি বাচ্চা মোট ছয় জন টোটো তে করে পরীক্ষা কেন্দ্রের দিকে যাচ্ছিলাম সেই সময় হঠাৎ করে টোটো উল্টে গিয়ে তিনজন আহত হয়। এই দুর্ঘটনার জেরে আহত হয়েছে আমার মেয়ে তাকেও জামতলার জয়নগর কুলতলি গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এই হাসপাতালের বেডে বসেই সে পরীক্ষা দেয়। এ বিষয়ে আহত মাবিয়া মন্ডলের মা রফিকা মন্ডল বলেন,পরীক্ষা দেওয়ানোর জন্য টোটো করে যখন আমরা পরীক্ষা কেন্দ্রের দিকে যাচ্ছিলাম সেই সময় টোটো উল্টে যায় এবং টোটো উল্টে আহত হয় আমার মেয়ে। হাসপাতালে নিয়ে আসার পর চিকিৎসা হয় তারপর ঐ হাসপাতালে বসেই মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয় আমার মেয়ে। দুর্ঘটনার পর আহত অবস্থায় জীবনের প্রথম ও অন্যতম স্বপ্ন পূরণের পরীক্ষা দিল কুলতলির তিন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এত বাঁধা পেরিয়েও।

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''আইআইএফএল'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **22.02.2025 তারিখে দুপুর 2:00 থেকে বিকাল 5:00 টার মধ্যে** এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **05.03.2025** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **হাওড়া-সাঁকরাইল জিএল - 1ম তলা, মৃদয় হাউস, সেন্ট জন'স অ্যাম্বুলেন্সের বিপরীতে, গ্রাম ও পো-আগোরি, পিএস-সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া-7113023**

শাখার নাম: হাওড়া-বরগাছিয়া সোহো জিএল, তালুকা – জগৎবল্লভপুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL33522182.

শাখার নাম: হাওড়া-ডোমজুর জিএল, তালুকা -ডোমজুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL31246541, GL31506377, GL33748148, GL33752544, GL33769995, GL33986800, GL33995576.

শাখার নাম: হাওড়া-লিলুয়া জিটি রোড জিএল, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22513423, GL23133391, GL23939333, GL23976255, GL26080975, GL27170956, GL29557098, GL29758047, GL30357996, GL30978347, GL30987750, GL31349790, GL31356085, GL31368704, GL31370890, GL31587034, GL31604818, GL31656126, GL31676210, GL31719318, GL31725439, GL32272457, GL32674982, GL32689466, GL32697395, GL32719504, GL32720410, GL32740479, GL32838983, GL32839480, GL32913833, GL32924896, GL33048188, GL33055791, GL33358465, GL33373283, GL33468298, GL33472204, GL33671846, GL33687635, GL33709687, GL33870243, GL33890423, GL33948029.

শাখার নাম: হাওড়া-ময়দান জিএল, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL28228439, GL30870049, GL31534674, GL31559317, GL31826414, GL31860462, GL32851704, GL32876301, GL32894288, GL32978120, GL32991541, GL33144330, GL33279155, GL33609749, GL33736104, GL33736359, GL33842741, GL33920786, GL33941613.

শাখার নাম: হাওড়া-রামরাজতলা, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23805775.

শাখার নাম: হাওড়া-সালকিয়া গোলাবাড়ি জিএল, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL32650230, GL32664654, GL32837872, GL32857805, GL33062198, GL33086714, GL33413583, GL33433921, GL33465958, GL33883141, GL34282119.

শাখার নাম: হাওড়া-সাঁকরাইল জিএল, তালুকা -উলুবেড়িয়া–।
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30814370, GL30823360, GL31504328, GL31638016, GL31737635, GL31774723, GL31785119, GL31791147, GL31799126, GL32700106, GL32732397, GL32740290, GL32813429, GL32820361, GL32826270, GL32834169, GL33065537, GL33083476, GL33242214, GL33261677, GL33313941, GL33323734, GL33367055, GL33416631, GL33430066, GL33520016, GL33538098, GL33759629, GL33813212, GL33872913, GL33874561.

শাখার নাম: হাওড়া-শিবপুর, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL24069239, GL26073668, GL26990704, GL30912706, GL30976468, GL30987229, GL31360872, GL31503678, GL31795686, GL33302346, GL33795047, GL33844062, GL33918690, GL33943933.

শাখার নাম: হাওড়া-শ্যামপুর সোহো জিএল, তালুকা - শ্যামপুর-।
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30526100, GL31059364, GL31060549, GL31259333, GL31276651, GL31482963, GL31644786, GL33339775, GL33351615, GL33849998, GL33865719.

শাখার নাম: হাওড়া-উলুবেড়িয়া জিএল, তালুকা - উলুবেড়িয়া–।
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30865617, GL31052396, GL31073776, GL31184832, GL31200802, GL31324269, GL31345919, GL31378005, GL31392768, GL31484471, GL31548292, GL32333145, GL32344652, GL32595750, GL32601007, GL32612076, GL33504963, GL33507958, GL33757238, GL33770049, GL34001023, GL34021542.

শাখার নাম: কলকাতা-আন্দুল রোড, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL24079590, GL25643128, GL25644687, GL26209913, GL26408743, GL27823905, GL27824207, GL30839160, GL30852146, GL31384111, GL32055331, GL32359211, GL32677204, GL32690392, GL32721048, GL32741396, GL32754749, GL32775035, GL33002228, GL33024106, GL33033873, GL33072174, GL33084984, GL33129907, GL33151637, GL33155000, GL33220709, GL33223502, GL33225109, GL33231485, GL33238066, GL33238684, GL33338108, GL33350514, GL33362301, GL33367686, GL33716566, GL33743048, GL33781824, GL33790109, GL33971202, GL33977907, GL34204862.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 18.02.2025
স্থান: হাওড়া

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৭৯ সংখ্যা, মঙ্গলবার ৫ ফাল্গুন, ১৪৩১

কলকাতায় বিশ্ববন্দিত পরিচালক

স্বাধীনতার মাত্র দু বছর পরে কলকাতায় এসেছিলেন বিখ্যাত ফরাসী পরিচালক জঁ রেনোয়া। সেটা নিতান্ত তাঁর ব্যক্তিগত কাজের সফর ছিল। তিনি শ্যুটিং করছিলেন 'দ্য রিভার' ছবিটির। সেই সময়ে বাংলা তথা কলকাতা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির লোকজন তেমন তাঁকে পাত্তা না দিলেও, তাঁর কাজ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকলেও বেশ কয়েকজন তরুণের ছিল। কারণ স্বাধীনতার বছরেই তাঁরা খুলেছিলেন একটা ফিল্ম ক্লাব। ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি। যেখানে ছবি শুধু দেখানো হবে তা না। তা নিয়ে পড়াশুনো হবে, নিয়মিত চলবে চর্চা। সেইসব ছবি প্রাধান্য পাবে যাদের সচারচর দেখা যায় না। যারা অপ্রচলিত। এই তরুণদের মধ্যে কারা ছিলেন? এখন নাম শুনলে আঁতকে উঠতে হয়, তখন তাঁদের কেউ চিনতো না। সত্যজিৎ রায়, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, ঋত্বিক ঘটক, হরিসাধন দাশগুপ্ত, কমলকুমার মজুমদার, মৃণাল সেন, বংশী চন্দ্রগুপ্ত, সুব্রত মিত্র এমন আরও অনেকে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সরাসরি যুক্ত ছিলেন রেনোয়ার ছবির সঙ্গে। পরবর্তীকালে এই সময়টাকে ফিরে দেখতে গিয়ে অনেকে একটা ক্রান্তিলগ্নের কথা বলেছেন। বাংলা ছবির এক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের ভাষার অনুসন্ধানের আঁতুর ঘর। রেনোয়ার সঙ্গে শীর্ষক প্রবন্ধে সত্যজিৎ সরাসরি স্বীকার করেছেন যে মুগ্ধতায় একজন বিদেশী পরিচালক তাঁর স্বদেশকে দেখছিলেন তেমনটা তিনি এর আগে এমন ভাবে দেখেননি। রেনোয়া বারবার বলেছিলেন ছবির নিজস্ব দেশীয় ভাষার কথা। যে ভাষায় পরিচিতি পাবে আন্তর্জাতিক মহলে বাংলা তথা ভারতীয় সিনেমা। এই ভাষা কিন্তু কথ্য ভাষা নয়। এই ভাষা আসলেই ছবির একান্ত নিজস্ব 'ভাষা' যা শিখতে হয়। চর্চা করতে হয়। প্রয়োজন হয় সাধনার। আমরা জানি তার বেশ কয়েক বছরের মধ্যে একটা সিনেমা পত্রিকা প্রকাশ হয়েছিল সিগনেট থেকে-চলচ্চিত্র প্রথম পর্যায়। প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয়েছিল। ঋত্বিক লিখেছিলেন, 'আমরা যেমনটা ছিলাম তেমনটা আর থাকতে পারি না'। কোথাও একটা বিস্ফোরণ ঘটেছিল সাদা পর্দার ছবির ভাষায়। তার ফল কী হয়েছিল যথেষ্ট ভালভাবে আমরা জানি। বাংলা তথা ভারতীয় ছবিকে আন্তর্জাতিক মহলে স্বীকৃতির কোন শিখরে নিয়ে গিয়েছিল তা এখন ইতিহাসে পাঠ্য। মনে পড়েনা এই কথাগুলো অনেক কারণে। অনেক দিন পরে এই শহরে আমার মনে হয় বাংলা ছবির আরও একটা ক্রান্তিলগ্নে কলকাতায় আসছেন আর একজন বিখ্যাত পরিচালক উইম ওয়েন্ডার্স। তাঁর কোনো ব্যক্তিগত সফর নয়। ঝুলি ভর্তি করে তাঁর ছবি নিয়ে। অভিজ্ঞতাকে সঙ্গী করে। এটা কলকাতার কাছে যেমন গর্বের তেমনই শ্লাঘার বিষয়। কারণ এই শহরেই দেশের প্রথম সিনেমা হলটি ছিল। দেশ স্বাধীন হবার প্রথম ফিল্ম ক্লাব। ম্যাডানদের ওই অতোবড় স্টুডিও। যা এখনও কয়েকটা ফ্লোর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাকিটা ধ্বংস স্তুপ। নিউ থিয়েটার্সে অখণ্ড ভারতের নানা ভাষাভাষির ছবি হতো এক সময়ে। তাঁর সঙ্গে এখন ঝাঁক উজ্জ্বল শিল্পী ক্যামেরার সামনে এবং পেছনে। দেশের প্রথম মাল্টিপ্লেক্স নন্দন।

ইংলিশ চ্যানেল জয়ী প্রফুল্ল

পদ্মা নদীর ভরা জলে সাঁতারের লোভ সামলাতে না পেরে রবীন্দ্রনাথ জলে নেমে অনেকটা সাঁতার কেটে ফেলেছেন। ওদিকে মুহূর্তে পাইক বরকন্দাজদের কাছে খবর গেল ছোট নায়েব নদীতে নেমেছেন। জমিদারির কর্মচারীরা সচকিত হয়ে উঠেছেন। নৌকা পৌঁছে যায় দ্রুত কবিকে ফিরিয়ে আনবার জন্য। জমিদারির কাজে তখন শিলাইদহে থাকা রবীন্দ্রনাথ অবশ্য নৌকায় ফিরলেন না সাঁতার কেটেই জল থেকে ডাঙায় উঠলে সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। খেলাধুলার বিষয়ে কবির যথেষ্ট আগ্রহ ছিল একথা সবাই জানেন। প্রখ্যাত সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষ ইংলিশ চ্যানেল জয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তখন একবার কবির আশীর্বাদ নিতে রবীন্দ্রনাথের দ্বারে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিছুটা সময় অপেক্ষা করার পরে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রফুল্ল ঘোষকে রবীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে গেলেন। কবি আশীর্বাদের সঙ্গে সাবধানবাণী শোনালেন। পরিহাসের সুরে বলেছিলেন, আমার মত ফাঁকি দিও না। রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই নিজেকে নিয়ে রসিকতা করে শিলাইদহে থাকার সময় পদ্মা নদীতে নিজের সাঁতার কাটার কাহিনি প্রফুল্ল ঘোষকে বলেন। আদপে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যতই তোমার প্রতিভা থাকুক নিষ্ঠা সাফল্য ও পরিশ্রমে খামতি থাকলে সাফল্য অধরা হয়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে পড়ুয়ারা শুধু ফুটবল খেলতেন না দলটা প্রায় অপরাজেয় ছিল। প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন কলকাতা থেকে অনেক কলেজের দল শান্তিনিকেতনে খেলতে আসত বটে কিন্তু জিততে পারত না। একবার মোহনবাগানের একটা দল খেলতে গিয়ে হেরে যায়। শান্তিনিকেতনে যখন বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তখন থেকে বাংলা, ইংরেজির মত জোর দেওয়া হয়েছিল শারীরশিক্ষায়। ফুটবল কেন শান্তিনিকেতন দল ভাল খেলত কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ' পিতৃস্মৃতি' বইয়ের পাতায় উল্লেখ আছে। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, বিকেলবেলায় খেলাধুলা। খেলার মাঠে যাবার জন্য কাউকে ডাক দিতে হত না। ফুটবল খেলতে সবচেয়ে কম খরচ তাই অন্য কোনও খেলার সরঞ্জাম ছিল না। ফুটবল খেলতেই আমাদের নেশা জন্মে গিয়েছিল। একবার নাটোরের মহারাজা আশ্রমে বেড়াতে এসে নানা রকম খেলার প্রচুর সরঞ্জাম দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ফুটবল কেউ ছাড়তে চাইল না। কয়েকজন ভাল খেলোয়াড় তৈরি হল। আমাদের গর্বের বিষয় ছিল আশপাশের কোনও দলের কাছে ফুটবল খেলে হারিনি। প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন, হঠাৎ কখন এক সময়ে বিজয়ী দলের সম্মিলিত কণ্ঠে'র ' আমাদের শান্তিনিকেতন আমাদের সব হতে আপন' গান শুনিয়া ঘুম ভাঙিয়া যাইত।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই ধী শক্তি লাভ করা সম্ভব। আসলে আমরা ধী শক্তিকে অভ্যস্ত নই। ধী শক্তি না থাকলে সংগ্রাম করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে। বিপদে ধী শক্তি থাকার খুবই প্রয়োজন আছে। এই ধী শক্তি লাভ হয় মাতৃশক্তির মধ্যে দিয়ে। যিনি ধী শক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। মাই তাঁর সন্তানদের ধী শক্তি দিয়ে থাকেন। মায়ের শক্তির অন্যতম অংশ হল সন্তান। মাতা তাঁর সন্তানদের ওপরে নির্ভর করে জীবন যাপন করেন। মাতা সন্তানদের লালন পালন করে জীবন অতিবাহিত করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ মানবিক চিন্তার ওপর জোর দিয়েছিলেন। রুচিশীল পরিবর্তনের ওপরে জোর দিয়েছিলেন। তিনি কোনও সময়ে চাননি সাধারণ মানুষ দরিদ্র মানুষ চিরকাল দরিদ্র অবস্থায় থাকুক। তিনি তাদের উন্নতি চেয়ে ছিলেন। এক মাত্র শিক্ষাই পারে অন্ধকার দূর কর আলো নিয়ে আসতে। সেই কারণে তিনি শিক্ষার ওপরে জোর দিয়েছিলেন। বিশেষ করে নারী শিক্ষার ওপরে তিনি জোর দেন। বিজ্ঞান চেতনার ওপরে তিনি জোর দিয়েছিলেন। প্রাথমিক স্তরে অতি সাধারণ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা চালানোর পক্ষে ছিলেন। বিজ্ঞানই পারে অন্ধকারকে দূর করতে। আর কারোর ক্ষমতা নেই দ্রুত আলো নিয়ে আসার। বিজ্ঞান যেমন আলোর সৃষ্টি করতে পারে। আবার তীব্র আলোর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। যিনি বিজ্ঞান চর্চা করেন তিনি প্রকৃত দেশের উন্নতি চর্চা করতে শুরু করে দিয়েছেন বলে মনে করতেন স্বামী বিবেকানন্দ। ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে গেলে ভারতীয় সভ্যতাকে রক্ষা করতে গেলে বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজন রয়েছে। সংস্কৃতি চর্চার প্রয়োজন আছে।

বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিতে রাষ্ট্রপুঞ্জ মানসিক প্রস্তুতি নেওয়ার ফলে ভাষা শহিদরা সম্মানিত হলেন

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা

(পূর্ব প্রকাশের পর)

এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে সে সময় কতজন শহীদ হয়েছিলেন তা সঠিকভাবে বলা আজ কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বিনা উসকানিতে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন রফিক উদ্দিন, আবদুল জব্বার, আবুল বরকত। ২১ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৩টায় পুলিশের গুলিবর্ষণের অব্যবহিত পরেই সশস্ত্র পুলিশের দল রাস্তার পাশে পড়ে থাকা গুটিকয়েক লাশ তাদের ভ্যানে করে সরিয়ে নিয়ে যায়। সে সময় রাস্তার প্রত্যক্ষদর্শী দের কাছ থেকে সে রূপ জবানবন্দি পাওয়া গেছে। পরবর্তীতে এদের কাছে মতামত নিয়ে জানা গেছে, আহতদের সংখ্যা ন্যূনতম পক্ষে প্রায় ১০০ জন হবে।

এছাড়াও২১ ফেব্রুয়ারি দিবাগত গভীর রাতে সেসব সশস্ত্র পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর সদস্যরা একযোগে হামলা চালিয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতাল মর্গে থেকে শহীদদের বেশ কয়েকটি লাশ সরিয়ে নিয়েছিল। সে জন্য বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের মৃতের সঠিক সংখ্যা বলা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

এছাড়াও গুলিবর্ষণে আহতদের মধ্যে অপারেশন থিয়েটার এবং হাসপাতালে পরবর্তীতে যারা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন তাদেরও সঠিক হিসাব সংগৃহীত হয়নি বলা চলে। বিশেষজ্ঞদের মতে ৮ জন ছাত্র, জনতার মৃত্যুর খবর সন্দেহাতীতভাবে পাওয়া যায়। ৮ জন শহীদের নাম, পরিচয়, ঠিকানা ইত্যাদির সন্ধান পাওয়া গেলেও তাদের বংশপরিচয় ও বিস্তারিত বিষয়াদির মধ্যে অনেক ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে। তবে ৮ জনের মৃত্যু এই তথ্যটি বিশেষভাবে গুরুত্ব বহন করে। মহান বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে ২১ শে ফেব্রুয়ারির সেই ৮ জন শহীদের পরিচিতি এখানে তুলে ধরা হলো

(১) আবুল বরকত ঃ শহীদ হয়েছেন ২১-২-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ। পরিচয় ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এমএ ক্লাসের ছাত্র। পিতার নাম ঃ মৌলভী শামসুজ্জোহা ওরফে ভুলু মিয়া (১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু)। মাতার নাম ঃ হাজী হাসিনা বিবি (১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু)। তিন বোন ও দুই ভাইয়ের মধ্যে আবুল বরকত ছিলেন পিতামাতার চতুর্থ সন্তান। জন্ম ঃ ১৬ জুন ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ, জন্মস্থান ঃ গ্রাম-বাবলা ভরতপুর, জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ, রাষ্ট্র -ভারত। ঢাকার ঠিকানা বিষ্ণু প্রিয়া ভবন, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

(২) আবদুল জব্বার

শহীদ হয়েছেন ২১-২-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ, পরিচয় ঃ সাধারণ গ্রামীণ কর্মজীবী মানুষ ছিলেন, পিতার নাম মরহুম হাছেন আলী (১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু), মাতার নাম ঃ সফাতুন্নেসা (১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু) পাঁচ ভাই ও দুই বোনের মধ্যে আবদুল জব্বার ছিলেন দ্বিতীয়। আবদুল জব্বারের স্ত্রীর নাম আমেনা খাতুন ও তার একমাত্র ছেলের নাম নূরল ইসলাম বাদল (১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভাষা আন্দোলনের সময় তার বয়স ছিল মাত্র ১৫ মাস)। জন্ম ঃ ১৩ আগস্ট ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ। জন্মস্থান ঃ পাঁচুয়া, ইউনিয়ন ঃ রাওনা, উপজেলা গফরগাঁও, জেলা ঃ ময়মনসিংহ।

(৩) রফিক উদ্দীন আহমদ। শহীদ হয়েছে ২১-২-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ। পরিচয়ঃ মানিকগঞ্জ জেলার দেবেন্দ্রনাথ কলেজের বাণিজ্য বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। পিতার নাম ঃ মরহুম আবদুল লতিফ (১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু), মাতার নাম রাফিজা খানম (মৃত্যু ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে), জন্ম ঃ ৩০ অক্টোবর১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ,গ্রাম ঃ পারিল,উপজেলা ঃ সিঙ্গাইর, জেলা ঃ মানিকগঞ্জ। রফিক উদ্দীন আহমদের ছোট ভাইয়ের নাম খোরশেদ আলম, তিনি এখনো জীবিত।শহীদ রফিক উদ্দীন আহমদ ২০০০ সালে মরণোত্তর একুশে পদক পান।

(৪) আবদুস সালাম গুলিবিদ্ধ হন ২১-২-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে। হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে ৭-৪-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে বেলা ১১টায় মৃত্যুবরণ করেন। পরিচয় ঃ ডাইরেক্টর অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি অফিসে রেকর্ড কিপার পদে চাকরি করতেন। পিতার নাম ঃ মরহুম মো.ফাজিল মিয়া (১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু)। মাতার নাম দৌলতন নেছা (১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু)। তিন বোন ওচার ভাইয়ের মধ্যে আবদুস সালাম ছিলেন সবার বড়। তার সবচেয়ে ছোট ভাই এখনো জীবিত। জন্ম ২৭ নভেম্বর ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ, জন্মস্থান গ্রাম লক্ষ্মণপুর, ইউনিয়ন মাতৃভূঞা,থানা দাগনভূঞা,জেলা ফেনী।

(৫) শফিউর রহমান শহীদ হয়েছেন ২২-২-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ পরিচয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ক্লাসের প্রাইভেট ছাত্র ও ঢাকা হাইকোর্টের কর্মচারী। বংশাল রোডের মাথায় শহীদ হন (ঢাকা)। পিতার নামঃ মরহুম মাহবুবুর রহমান। মাতার নাম মরহুমা কানেতাতুন্নেসা। শফিউর রহমানের স্ত্রীর নাম আকিলা খাতুন (বর্তমানে জীবিত বয়স আনুমানিক ৮৩ বছর)। শফিউরের ছেলের নাম শফিকুর রহমানও মেয়ের নাম আসফিয়া খাতুন। বর্তমানে তারা সবাই উত্তরা মডেল টাউনের বাসিন্দা। জন্ম ২৪ জানুয়ারি ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ, জন্মস্থান গ্রাম কোন্নাগর,জেলা হুগলি, রাষ্ট্র ঃ ভারত। ঢাকার ঠিকানা হেমেন্দ্রনাথ রোড, ঢাকা। ১৯৯০ সালে শহীদ শফিউর রহমানকে মরণোত্তর একুশে পদক দেয়া হয়। (৬) আবদুল আউয়াল শহীদ হয়েছেন ২২-২-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ।(বর্তমান ঢাকা রেল হাসপাতাল কর্মচারী সংলগ্ন এলাকায় সশস্ত্র বাহিনীর মোটর গাড়ির নিচে চাপা পড়ে মৃত্যু)। পরিচয় রিকশাচালক, পিতার নাম মো. আবদুল হাশেম, জন্ম ১১ মার্চ ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ (আনুমানিক), জন্মস্থান সম্ভবত গেন্ডারিয়া, ঢাকা। (৭) মো. অহিউল্লাহ শহীদ হয়েছেন ২২-২-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ। ঢাকার নবাবপুর এলাকার বংশাল রোডের মাথায় সশস্ত্র পুলিশের গুলিতে নিহত হন এবং তার লাশ পুলিশ অপহরণ করে। পরিচয় শিশু শ্রমিক, পিতার নাম হাবিবুর

রহমান,পিতার পেশা রাজমিস্ত্রি, জন্ম ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ (আনুমানিক), জন্মস্থান অজ্ঞাত।

(৮) অজ্ঞাত বালক শহীদ হয়েছেন ২২-২-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ। মৃত্যু সম্ভবত কার্জন হল এলাকায় মোটরগাড়ি দুর্ঘটনায়। পরিচয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে যে শোক মিছিল বেরিয়েছিল এই অজ্ঞাতনামা বালক ওই মিছিলে অংশ নিয়েছিল। মিছিলটিকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য মিছিলের মধ্যখানে তৎকালীন সশস্ত্র বাহিনী ট্রাক চালিয়ে দিলে এই অজ্ঞাতনামা বালকটি সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি মহান ভাষা আন্দোলনে যেসব ছাত্র, জনতা, সাধারণ মেহনতি মানুষ জীবনকে বাজি রেখে তুচ্ছ জ্ঞান করে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মধ্যদিয়ে বাংলা ভাষা মায়ের ভাষাকে ছিনিয়ে এনেছেন ইতিহাসের যুগ সন্ধিক্ষণে তাদের আমরা আজ হৃষ্টচিত্তে অভিবাদন জানাই।

আমাদের মহান বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের প্রতি সম্মান জানিয়ে ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ইউনেস্কোর সাধারণ সম্মেলনে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস রূপে ঘোষণা করা হয়।

ইউনেস্কোভুক্ত বিশ্বের ১৮৮টি দেশে ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' রূপে পালনের মধ্য দিয়ে আমাদের মাতৃভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসা ও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়ে চরম আত্মত্যাগের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এটি সমগ্র বাঙালি জাতির গর্বের বিষয়।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির জাগ্রত চেতনার পথ ধরেই ১৯৭১ সালে এসেছে আমাদের স্বাধীনতা। এদেশের বুকে লেখা হয় নতুন ইতিহাস, শুরু হয় রক্ত অক্ষরে লেখা ভাষা আন্দোলনের নতুন অধ্যায়। বর্তমানে 'একুশ' শব্দটি কিংবদন্তির খ্যাতি পেয়েছে। এটি বাঙালির জীবন দর্শন এবং বাংলাদেশের জন্ম ইতিহাস। ৫২'র একুশ বাঙালিকে দিয়েছে আপন সভ্যতা আবিষ্কারের মহিমা। একুশে ফেব্রুয়ারির মাধ্যমেই আমরা অর্জন করেছি স্বাধিকার আন্দোলনের চেতনা।

মহান বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে বীর শহীদদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

। কেমন আছেন ভাষা শহীদদের পরিবার ? ১৩৫৯ সালের ৮ ফাল্গুন। যা আজ ৬৪ বছর ধরেএ দেশ মাতৃকায় একুশে ফেব্রুয়ারি নামে ভাষা আন্দোলনের স্মরণদিবস হিসেবে অত্যন্ত শ্রদ্ধাও গাম্ভীর্যের সাথে উদযাপিত হয়ে আসছে। ১৯৯৯ সাল থেকে এ দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। মাতৃভাষা ব্যবহার এবং তার মর্যাদা রক্ষার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে আন্দোলন হয়েছে এবং হচ্ছে। যথা তুরস্ক, বুলগেরিয়া, মধ্যএশিয়ার অঞ্চল সমূহ এবং ভারতের উত্তর প্রদেশে, কিন্তু ভাষার জন্য রক্তদান বা নিহত হওয়ার ঘটনা কেবল বাংলাদেশেই ঘটেছে। মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষার দীপ্তশপথ নিয়ে বাংলার কিছু অকুতোভয় বীরসন্তান নিজেদের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে রচনা করে এক সূর্যস্নাত রক্তিম ইতিহাস। যা ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্যকে আরও গভীরে নিয়ে গেছে। যাদের ত্যাগও কুরবানির বদৌলতে আমাদের এই অর্জন তাদের পরিচয়, মূল্যায়নও শহীদ পরিবারদের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে আমরা বরাবরই বেখবর। তাই ভাষা শহীদদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও তাদের পরিবারের বর্তমান অবস্থার সামান্য চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

শহীদ আব্দুস সালাম ঃ ভাষা শহীদ আবদুস সালাম ১৯২৫ সালে ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার লক্ষ্মণপুর গ্রামে (পরবর্তীতে তার নামানুসারে গ্রামের নামকরণ করা হয় সালামনগর) জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা মো. ফাজিল মিয়া, মাতা দৌলতুন্নেসা। ৪ ভাই ও ২ বোনের মধ্যে আব্দুস সালাম ছিলেন সবার বড়। তিনি দাগনভূঞার করিম উল্লাহপুর হাইস্কুলে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। এরপর কামাল আতাতুর্ক বিদ্যালয়ে ৯ম শ্রেণিতে ভর্তি হলেও পারিবারিক কারণে আর লেখাপড়া করতে পারেন নি। অতঃপর চাচাতো ভাই আবদুল হালিমের সহায়তায় ঢাকা চলে আসেন। ৮৫দিলকুশাস্থ ডাহ রেক্টরেট অব ইন্ডাস্ট্রিজদএ চাকুরি নেন। ঢাকার নীলক্ষেত ব্যারাকের ৩৬বি নং কোয়ার্টারে বাস করতেন। শহীদ আব্দুস সালাম ২১শে ফেব্রুয়ারির বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছে গুলীবিদ্ধ হন। তখন তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।এখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দেড় মাস পরে ৭ এপ্রিল সকাল১১টায় তিনি মারা যান। আবদুস সালামের পরিবাব ঃ ভাষা শহীদ আবদুস সালামের ৪ ভাই ও ২ বোনের মধ্যে ছোট ভাই আবদুল করিম এখনও বেঁচে আছেন।

ভাষা শহীদের ভাই হিসেবে তিনি তার অনুভুতি প্রকাশ করেন এভাবে- ভাষা শহীদ পরিবারের একজন সদস্য ওভাষা শহীদ সালামের ছোট ভাই হতে পেরে আমি গর্ববোধ করি। কিন্তু যে ভাষার জন্য আমি আমার ভাইকে হারালাম সে ভাষা যখন কেউ বিকৃতভাবে উচ্চারণ করে তখন খুব কষ্ট পাই। সবার কাছে আমার অনুরোধ সবাই যেন বাংলা ভাষাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করেন। সরকারী কোনো সহযোগিতা সম্পর্কে বলেন,আমরা প্রতিমাসে সামান্য একটা সরকারী অনুদান পাই। যা দিয়ে আমাদের কোনও মতে সংসার চলে যায়। টাকার পরিমাণটা বাড়ানো হলে আরও ভালোভাবে জীবন চলতো।

বর্তমানে লক্ষ্মণপুর গ্রামে শহীদ সালামের বাড়ি যাওয়ার রাস্তাটি স্থানীয় সিলোনিয়া নদীর ভাঙনের কবলে পড়ে যাতায়াতের অনুপযোগী হয়ে আছে।বাড়ির চলাচলের রাস্তাটি খুবই সরু এবং ভঙ্গুর। পরিবারের পক্ষ থেকে রাস্তাটি দ্রুত সংস্কারের দাবিও জানানো হয়। জেলা স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে ভাষা শহীদ সালামের স্মৃতি রক্ষার জন্য তাঁর গ্রামের বাড়ি সংলগ্ন স্থানে ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভাষাশহীদ সালাম স্মৃতি গ্রন্থাগার ও জাদুঘর নির্মাণ করা হলেও সেখানে কোনো লোক সমাগম ঘটে না। প্রতিবছর ২১ শে ফেব্রুয়ারি এলে জেলা প্রশাসনও সামাজিক সংগঠনগুলো দায়সারা গোছের আনুষ্ঠানিকতা পালন করে।এ ছাড়া গ্রন্থাগারটি সবসময় তালাবদ্ধিপরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে সিলোনিয়া নদী। নদীর ভাঙনে বর্তমানে গ্রন্থাগারটি হুমকির সম্মুখীন। অপরদিকে ফেনী শহরের মিজান রোডের মাথায় জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে ভাষা শহীদ সালামের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা হলেও সেখানে সালামের নামে কোনো গ্রন্থকেন্দ্র জাদুঘর না করে ভবনটিকে বাৎসরিকভাবে বিয়ে অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়েছে।

শহীদ আব্দুল জব্বার ঃ শহীদ আব্দুল জব্বার১৯১৯সালে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার পাঁচুয়া গ্রামে।তার পিতার নাম-মো.হাসেম আলী শেখ,মাতার নাম-সাফিয়া খাতুন।পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে বেশি দিন লেখাপড়া করতে পারেনি। তাই বাবার সাথে কৃষি কাজে সহযোগিতা করতে লাগলেন। ১৫/১৬ বছর বয়সে তিনি খেয়ালের বশবর্তী হয়ে সকলের অজান্তে একদিন গৃহত্যাগ করে ট্রেনে নারায়ণগঞ্জ আসেন। সেখানে জাহাজ ঘাটে এক ইংরেজ সাহেবের সান্নিধ্য লাভ করেন। সাহেবের অনুগ্রহে একটি চাকরি লাভ করে বার্মায় গমন করেন। ১০/১২ বছর বার্মায় থাকার পরে তিনি দেশে চলে আসেন। দেশে এসে নিজ গ্রামে তিনি দৈনন্দিন জিনিসপত্রের ছোটখাট একটি দোকান দেন। এরপর তিনি আমেনা খাতুন নামে এক মেয়েকে বিবাহ করেন ও এক পুত্র সন্তানের পিতা হন। সন্তানের নাম রাখেন নুরুল ইসলাম বাদল। ৫সেপ্টেম্বর২০১১ তারিখে হৃদরোগজনিত কারণে অনেকটা বিনা চিকিৎসায় মারা যান আমেনা খাতুন। আবদুল জব্বারের পুত্র জন্ম হওয়ার কিছুকাল পরে (ক্রমশ)

১৩০ বছরের ঐতিহাসিক প্রাচীন লক্ষ্মী ও জনার্দন মন্দির রয়েছে গাড়িয়াতে, মেলাও বসে

শঙ্করলাল কর্মকার

গড়িয়ায় লক্ষ্মীত্ত জনার্দন ত্ত মন্দির। ১৩০ বছরের পুরনো মন্দির। মাস দুয়েক আগে আমরা জনাকয়েক অসমবয়সী অথচ সমমানসিকতা সম্পন্ন ফেসবুক ভ্রমণপিয়াসী বন্ধুর দল গিয়েছিলাম কলকাতার উপকণ্ঠে (দক্ষিণে কলকাতার) গড়িয়া ছাড়িয়ে নরেন্দ্রপুর রথতলার কাছে চিন্তামণি কর অভয়ারণ্য বা সরকারি পরিভাষায় Chintamani Kar Bird Sanctuary CKBS তে। তো দুপুরবেলায় আমরা পৌঁছে গেলাম গন্তব্যে। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে বিকেলে অভয়ারণ্য বন্ধ হবার একটু আগেই আমাদের দলের বর্ষীয়ান এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় এক দাদার

কথামতো একটা বড় রাস্তা পেরিয়ে ওপারে চলে গেলাম চা সাথে টা এবং একটা পুরনো অথচ এক সুন্দর মন্দির দেখতে।

দুটো রাস্তার সন্ধিস্থলে পুরো পাঁচিলঘেরা এক মন্দির। প্রবেশের জন্য রয়েছে গ্রীলের বড় গেট। আর তার পাশের দেওয়ালে একটা শ্বেতপ্রস্তরের ফলক, তাতে লেখা, ক্ষ্মলক্ষ্মী জনার্দন মন্দির, রামচাঁদ দে স্ট্রিট, দঃ জগদ্দল। খানিকটা ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে, ফাঁকা বললাম বটে কিন্তু এলোমেলো ভাবে কিছু গাছ লাগানো রয়েছে, হয়তো বা এটি একসময় একটা সুন্দর সাজানো গোছানো বাগান ছিল, এখন বাগান তার সৌন্দর্য হারিয়েছে।

তারপরে প্রবেশপথ। প্রবেশপথের দুধারে সারি সারি ঘর লাগোয়া টানা বারান্দা। ঘরগুলোর খড়খড়ি দেওয়া জানালাগুলো বারান্দার দিকে আর দরজাগুলো মন্দিরের ভেতরের দিকে। প্রবেশ পথের দুধারে থাম এবং তার ওপর অর্ধচন্দ্রাকৃতি খিলানে সুন্দর ফুল ও লতাপাতার কাজ করা। দুপাশে চারটি থামের ওপর রয়েছে চারটি মূর্তি। খিলানের ডানদিকে উঁচুতে শ্বেত পাথরের ফলকে লেখা রয়েছে মন্দিরে কি কি দেবতার বিগ্রহ রয়েছে তার বিবরণ, বাঁদিকে সেবায়েতদের নাম ও কবে কবে মন্দির সংস্কার করা হয়েছে তার উল্লেখ। মন্দিরের ভেতরেও দেওয়ালে এক জায়গায় শ্বেত পাথরের ফলকে মন্দির সম্পর্কে বিবরণ লেখা আছে সংস্কৃত ভাষায়। মূল প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকেই দুপাশে উঁচু টানা দাওয়া। তারপর আবার দুপাশে থামের ওপর অর্ধচন্দ্রাকৃতি খিলানযুক্ত তোরণ। সেখানে রঙিন কাঁচের দৃষ্টিনন্দন নকশা নজর কেড়ে নেয়। সূর্যের আলো রঙিন কাঁচের ভেতর প্রতিফলিত হয়ে এক বর্নময় দৃশ্য রচনা করে, যা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। এছাড়াও আছে ফুল লতাপাতার নকশা। এরপর বড়সড় চৌকোনা উঠোন। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সেখানে সারি সারি পিলার রয়েছে। এই মন্দিরে নানা উপলক্ষে বিশেষ করে রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে নানারকম অনুষ্ঠান সারা বছর ধরেই হয়ে থাকে। সেই সময় মাথার ওপর আচ্ছাদন টাঙানোর জন্য হয়তো বা পিলারগুলো ব্যবহৃত হয়।

আমরা যখন গিয়েছিলাম তার কিছুদিন আগেই রাসযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে এই মন্দিরে। তাই এই চাতালের বিভিন্ন থামে আরও নানা জায়গায় শোলার তৈরি পাখি ফুল ইত্যাদি সাজানো রয়েছে। এমনকি এই মন্দিরের মূল বিগ্রহ লক্ষ্মী জনার্দনের সিংহাসনও সাজানো হয়েছিল এইসব শোলার তৈরি নানাবিধ শিল্পকর্ম দিয়ে। সেকথা পরে বলছি।

আরও একটা ব্যাপার পুরো মন্দির চত্বরে একটিমাত্র পরিবার বাস করে। তারাই হয়তো মন্দিরের দেখাশোনা করে থাকেন। আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন শুধুমাত্র দুটি ছোট্ট মেয়ের দেখা পেয়ে ছিলাম। সেইসময় পরিবারের বড় কেউ না থাকায় মন্দির সম্পর্কে কোনো কথাই জানা সম্ভব হয়নি। মন্দিরের ভেতরে প্রশস্ত চৌকোনা চাতালের একপাশে একটি মোটর সাইকেল এবং একটি সাইকেল দেখতে পেলাম।

এই মন্দিরে কোনো অনুষ্ঠান ছাড়া খুব একটা লোক সমাগম হয় না বোঝা যাচ্ছে। এইজন্য বোধহয় মন্দিরটি এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আর সে কারণেই একটু নির্জন নিরিবিলি। মন্দিরের এই শান্ত নিরিবিলি পরিবেশই আমাদের বেশী আকৃষ্ট করেছিল।

প্রশস্ত উঠোন বা চাতালের তিনদিকে গোল গোল থাম ও খিলানযুক্ত টানা বারান্দা। সেখানেও থামের মাথার দিকে এবং খিলানে ফুল লতাপাতার নকশা। এই ফুল লতাপাতার নকশা সব খিলানেই যা সত্যিই দেখতে খুব ভালো লাগছিল। মন্দিরটি হয়তো রঙ করা হয়েছে খুব বেশী দিন হয়নি, তাই রঙের ঔজ্জ্বলতা এতটা চকচকে।

এখানে একটু বলে নিই, পুরো মন্দির চত্বরটি কিন্তু বিশাল এলাকা জুড়ে। চারিদিকে পাঁচিল (যেকথা আগেই বলেছি) এবং তার ওপর তিন চার সারি তারকাটা দিয়ে সুরক্ষিত। মন্দির চত্বরের বাইরে সীমানা প্রাচীরের ভেতরে দক্ষিণ পূর্ব কোণে রয়েছে একটি উঁচু নহবতখানা। যেটিই শুধুমাত্র সংস্কার করা হয়নি বা হয় না। সেটিরই একটু জীর্ণ দশা। যেটা দূর থেকে দেখা যায়।

মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কৈলাশ চন্দ্র দে বাংলা ১২৯৮ সালের ১ লা ফাল্গুন শুক্রবার। সেই অনুযায়ী মন্দিরের বয়স ১৩০ বছর অতিক্রম করলেও বেশ সুন্দর ভাবে তার রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা হয়ে থাকে বা হয়, উজ্জ্বল বর্নময় মন্দিরটিই তার প্রমাণ। পুরো মন্দিরটি একতলা। মন্দির দালানের বাইরের চারিদিকে খোলা জমিতে নানা গাছপালা আছে। এবং গাছপালার মাথাগুলো মন্দিরের চাতালে রয়েছে।

ঃ পাঠকদের দরবার ঃ

বসন্তকাল শুক্তো খাওয়ার কাল

বিশেষ প্রতিবেদক

ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় সে তো এসে হাজির অকাল নয়, প্রেম বিলাসী মন কেমন বসন্ত। এলো বটে কিন্তু সাথে নিয়ে এলো রোগ সর্দি কাশি জ্বর পেট খারাপ এর মরসুম, অগত্যা স্বাদ কোরকের যে স্বাদটা সবচেয়ে অপছন্দ তার মহোৎসব, সে তেঁতো। শীত গেল বলেই সজনে নাজনে ঝিঙে এই সবের গৃহ প্রবেশ। বাড়িতে মুখে রুচি ফেরাতে হাজির আগ পাতে নিম বেগুন বাবাজী, আমার অবশ্য মুখে রোচে না তাই স্নান জলে নিমপাতা বরাদ্দ। সজনে ফুল বেসন চালের গুঁড়া আদা বাটা নুন হলুদ চিনি কালোজিরা কাঁচা লংকা বাটা গরম সরষে তেল দিয়ে মেখে গরম গরম বড়া। সজনে ডাটা অবশ্য রাজকীয় ফরমান পোস্ত আলু দিয়ে মাখা মাখা পেঁয়াজ ছাড়া। দুধ শুক্তো সজনে রাজকন্যা।সজনে ডাঁটা বেগুন দিয়ে পাঁচ মেশালী তরকারি কুমড়ো বেগুন বড়ি দিয়ে পাঁচ ফোড়ন ভাজা গোটা শুকনো লঙ্কা কাঁচা লংকা দিয়ে। পরের জন উচ্ছে কচকচে করে আলু দিয়ে ভাজা কাঁচা লংকা কালোজিরা দিয়ে। এবার পালা তার মহারাণী হওয়ার ঝিঙে উচ্ছে লাউ দিয়ে রাঁধুনি আদা বাটা দিয়ে তেতোর ডাল, মহা প্রভুর ভারী প্রিয়। এবার পালা আমিষ ঘরের, সেখানে ঝিঙে দিয়ে চিংড়ি দিয়ে মিষ্টি মিষ্টি চিংড়ি শুক্তো,কাজলি/রুই/রায়ক বাটা দিয়ে ঝিঙে কাঁচকলা আলু আদা বাটা রাঁধুনি বাটা নুন হলুদ দিয়ে রাঁধুনি ফোড়ন দিয়ে শুক্তো, জেদি মেয়েটা পাঁচ বছর পর্যন্ত মুখে দুধের বোতল ছেড়ে ভাত না তুললেও দাদুর হাতে রান্না করা চটকে মেখে দেওয়া এই পোদ্দার বাড়ি একান্ত মাছের শুক্তো অমৃত, তবে মেখে ও রেঁধে দুই দাদুকে দিতে হবে ধনুক ভাঙা নয় জিদের পণ, এমনি মাটি নড়ে তো মেয়ে নড়ে না হলেও জিদ উঠলেই মুশকিল। ভাঙা চুরো শুক্তো সব অনুষ্ঠান এ শুভ তাই সবেতেই আছে। সীম শুক্তো মাছ দিয়ে অনবদ্য। শুক্তো রান্নাতে পোদ্দার বাড়ি জগৎময় খ্যাতি। পরের পদটি দীর্ঘ সময় শহর বর্ধমান দাদু থেকে বাবা কাকা হয়ে আমার প্রাণের শহর তাই পোস্ত বিনে প্রাণ বাঁচে না।এই সময় এ পেট ঠাণ্ডা রাখতে জুড়ি মেলা ভার। কাঁচা থেকে মাছ ডিম, বড়া হয়ে বাটি সবেতেই শো স্টপার সে,আলু পোস্ত থেকে ঝিঙে সজনে ডাঁটা সবেতেই মিলন মহান। আজ বসন্তের ফাগুন বেলায় আগুন এ পোড়ার আগে বেশ কিছু বসন্তের পদ রইলো বিপদতারণ রূপে। সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আনন্দে থাকবেন।

-রিয়া পোদ্দার , নবদ্বীপ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ঃ চলচ্চিত্র বিষয়ক শিক্ষা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশে প্রথম চলচ্চিত্রবিদ্যা নিয়ে পড়াশুনো। সিনেমা নিয়ে বাঙালির দাপাদাপি হই হুল্লোড় চিৎকার কম ছিল না। তাও আমাদের এমন ভাঁড়ে মা ভবানীর দশা হলো কেন? এই শহর শুধুই জেনেছিল তার প্রথম সবকিছু এমন বলছি কেন? কুড়িয়ে বাড়িয়ে এমন ইতিহাসের সামনে দাঁড় করাচ্ছি কেন যা একটা ভাঙা সময়কে জোড়া লাগাবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা? এক, দুই তিন করে সেই কারণগুলো কি সত্যিই আমরা লিখতে পারবো কোনোদিন সাহস করে বুকের পাটা নিয়ে? যা কয়েক দশক ধরে আমাদের নিয়ে গেছে আমাদেরই অন্তর্জলি যাত্রার দিকে। জানা নেই। ইচ্ছেও কি নেই? নাকি হাত কাঁপবে?

-সমর মুখার্জি, কলকাতা।

শিলিগুড়িতে এবার তরাই হিমালয়ান ফেস্টিভ্যাল

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ শিলিগুড়িতে এই প্রথম অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তরাই হিমালয়ান ফেস্টিভ্যাল। আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি বেলা ১২ টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত চলবে এই ফেস্টিভ্যাল। এবং এই ফেস্টিভ্যালটি অনুষ্ঠিত হবে শিলিগুড়ি সেবক মোড় থেকে ইয়ার ভিউ মোড়ের মধ্যে। জানা যায়, দার্জিলিং জেলা প্রশাসন, শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ ও শিলিগুড়ি পৌরনিগমের যৌথ উদ্যোগে এই ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সোমবার শিলিগুড়ি পিডব্লিউডি ইনস্পেকশন বাংলোয় এক সাংবাদিক বৈঠকের মধ্য দিয়ে এই ফেস্টিভ্যালের কথা জানান শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। পাশাপাশি এদিন এই সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলার জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল, শিলিগুড়ি এসডিও ও শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর সহ অন্যান্যরা। মূলতঃ এই ফেস্টিভ্যালে দার্জিলিং জেলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হবে। পাশাপাশি থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পেট শো, ফ্লোয়ার শো, ফ্যাশন শো সহ বাচ্চাদের মনোরঞ্জনের একাধিক কার্যকলাপ। এদিন মেয়র জানান এই ফেস্টিভ্যাল মূলতঃ মানুষের ক্লান্তি দূর করার জন্য আয়োজন করা হয়েছে যার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন নিজের জেলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হবে, ঠিক তেমনি শহরবাসী বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে এই ফেস্টিভ্যালের মঞ্চে নিজেদেরকে তুলে ধরতে পারবে। পাশাপাশি এই ফেস্টিভ্যাল চলাকালীন ট্রাফিক সমস্যা যাতে না ঘটে সেই দিকে বিশেষভাবে নজর রাখবে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং ইতিমধ্যেই এই নিয়ে জোড়া আলোচনাও শুরু হয়েছে। খুব শীঘ্রই ফেস্টিভ্যালের দিনের রুট ম্যাপ জারি করে দেবে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ জানান শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার সি সুধাকার।

বাঁকুড়া মেডিক্যালে আসছে ২ কোটি অর্থমূল্যের চিকিৎসার যন্ত্রপাতি-সরঞ্জাম

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্র সরকারি সংস্থা পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশনের হাত ধরে এবার প্রায় ২ কোটি টাকা অর্থমূল্যের চিকিৎসার ১০ টি উন্নত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম পেতে চলেছে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ। সব ঠিকঠাক চললে আগামী মাসেই ওই যন্ত্রপাতি পৌঁছে যাবে মেডিক্যাল কলেজে। সোমবার বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে এব্যাপারে মৌস্বাক্ষর করল কেন্দ্রের পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন। মেডিক্যাল কলেজের দাবি, যন্ত্রগুলি এসে পৌঁছলে শুধুমাত্র রোগীদের আরও উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে তাই নয়, চিকিৎসক পড়ুয়াদেরও বিশেষ সুবিধা হবে। রাজ্যের সেরা হাসপাতালগুলির তালিকায় বেশ উপরের দিকেই নাম রয়েছে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের। কিন্তু সেখানেও পরিকাঠামোগত সমস্যা দীর্ঘদিনের। বহু ক্ষেত্রে উন্নত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের অভাবে একদিকে যেমন চিকিৎসা পরিষেবা ব্যহত হয় তেমনই মেডিক্যাল কলেজে পাঠরত পড়ুয়াদেরও পরিচিতি ঘটে না উন্নত যন্ত্রপাতির সঙ্গে। বিভিন্ন সময়ে স্বাস্থ্য ভবনে উন্নত যন্ত্রপাতির আবেদন জানিয়েও নানা কারণে তা সময়মতো মেলে না। এই পরিস্থিতিতে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের পাশে দাঁড়ালো কেন্দ্রের পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন। মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের সুপারিশ অনুযায়ী, এবার নিজেদের কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি প্রকল্পে ১০ টি উন্নত মানের যন্ত্র সরবরাহ করতে চলেছে পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন। আজ ওই কেংদ্রীয় সংস্থার সঙ্গে এ ব্যাপারে মউ স্বাক্ষর করে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ।

বীর চিলা রাই দিবসে দিল্লিতে কামতাপুর রাজ্যের দাবি উঠেছে

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ আলাদা নতুন রাজ্য কামতাপুরের দাবি উঠেছে। সম্প্রতি, কোচবিহার রাজবংশের সদস্য এবং কোচবিহার রাজপরিবারের সদস্য কুমার জিতেন্দ্র নারায়ণ, কোচবিহারের বর্তমান কেন্দ্রীয় কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী এ কে মিশ্রের সাথে দেখা করেছেন এবং ভারতীয় সংবিধানের অধীনে কামতাপুর নামে একটি পৃথক রাজ্যের দাবি জানিয়েছেন। শ্রী মিশ্র তাঁর কথা এবং আলাদা রাজ্যের দাবি খুব মনোযোগ দিয়ে শোনেন। এই বিষয়ে কেন্দ্র এখনও জানতে পারেনি। চিলা রাই ছিলেন কোচ রাজবংশের একজন বিখ্যাত যোদ্ধা। চেলা রাইয়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে তার ওপর একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। বইটির লেখক শুভ্র জ্যোতি ভোরালী। বইটিতে কোচ রাজ্য এবং চিলা রায়ের বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। এবার কুমার জিতেন্দ্র নারায়ণের দিল্লি সফর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘদিন ধরে কামতাপুরের জন্য আলাদা রাজ্যের দাবিতে তুমুল আন্দোলন চলছে। গত বছর জানুয়ারিতেও কামতাপুর ছাত্র ইউনিয়নের সমর্থকরা কামতাপুরের দাবিতে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি সহ গোটা এলাকায় রেললাইন অবরোধ করেছিল। এই বিষয়টি নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে, তবুও রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্ব তা মানতে প্রস্তুত নয়। তা সত্ত্বেও বর্তমান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুশান্ত মজুমদার উত্তর পূর্বঙ্গকে আলাদা রাখার দাবি জানিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সামনে মন্ত্রী সুশান্ত এই প্রস্তাব তুলে ধরেন। সেই সময় কামতাপুর পিপলস পার্টি উত্তরবঙ্গ, ধুবরি, আসামের গোয়ালপাড়া, বনগাই গ্রাম, কোকরাঝাড় এবং চিরাং এর পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি নিয়ে কামতাপুরের জন্য একটি পৃথক রাজ্যের দাবি জানিয়েছিল এবং কামতাপুরী ভাষার সাংবিধানিক অনুমোদনেরও দাবি করেছিল। বহু বছর ধরে এই দাবি তোলা হলেও এখনও কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

মর্টার শেল উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ইন্দো বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় একটি মর্টার শেল উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। সোমবার সকালে শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ি সীমান্তের ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট ঘেষা ট্রাক পার্কিং এলাকায় ওই মর্টার শেলটি উদ্ধার হয়। জানা গেছে, এদিন সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় থাকা ট্রাকের পার্কিং এলাকার ভিতরে ওই মর্টার শেলটি পরে থাকতে দেখে ট্রাক চালকরা। এরপরই আতঙ্ক ছড়িয়ে পরে এলাকাতে। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এনজেপি থানার পুলিশ। পুলিশ পৌঁছে গোটা এলাকাটি ঘিরে ফেলে। পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় সেনাবাহিনী ও বিএসএফকে। দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় শেলটিকে মঙ্গলবার নিরাপদ স্থানে নিষ্ক্রিয় করা হবে।

বাণতলা চর্মনগরীকে সেক্টর সিক্স শিল্পনগরীর আওতায় আনতে চায় রাজ্য

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ বাণতলা চর্মনগরীকে সেক্টর সিক্স শিল্পনগরীর আওতায় আনতে চায় রাজ্য সরকার। এর জন্য ক্যালকাটা লেদার কমপ্লেক্স ট্যানারি অ্যাসোসিয়েশনের হাত থেকে বাণতলা চর্মশিল্প নগরী পরিচালনার দায়িত্ব রাজ্য সরকার নিজেদের আওতায় আনতে চলেছে। আজ এই নিয়ে ট্যানারি অ্যাসোসিয়েশনকে নবান্নে বৈঠকে ডেকেছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। পরে ওই বৈঠকে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। নবান্ন সূত্রে খবর, ট্যানারি অ্যাসোসিয়েশনকে এদিন জানিয়ে দেওয়া হয়, রাজ্য সরকার চর্মনগরীতে সব পরিষেবা দেবে, তার বদলে কর নেবে। বৈঠকে ছিলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের মন্ত্রী জাভেদ খান। পুরমন্ত্রীকে বিষয়টি দেখার জন্য বলেন মুখ্যমন্ত্রী। জানিয়ে দেন, চর্মনগরী সরকারের হাতেই থাকা উচিত। পরে ট্যানারি অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক জিয়া নাফিস বলেন, ‘ প্রস্তাব দিয়েছে। আমরা সরকারের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলাম। এবার আমরা সংগঠনের ৫০০ জন সদস্যের সঙ্গে বৈঠক করে ১৮ মার্চের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানানো হবে।’ অন্যদিকে এদিনই, ম্যানহোল পরিষ্কার, বর্জ্য পরিষ্কার-সহ অন্যান্য পরিষেবা কীভাবে দেওয়া হবে তা ঠিক করতে পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম কেএমডিএ-র সঙ্গে বৈঠক করেন। অত্যাধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে কীভাবে ম্যানহোল পরিষ্কার হবে সেই বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গেছে। প্রসঙ্গত, ম্যানহোলে নেমে কাজ করতে গিয়ে তিন শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা কেন ঘটল, তা দেখার জন্য মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই ধরনের ঘটনা যাতে আর কখনও না ঘটে, সেই পদক্ষেপ নিতে বলেছিলেন। তারই ফলশ্রুতি এদিনের বৈঠক।

গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় স্বামী সহ দু'জনকে আটক করল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ নবদ্বীপে এক গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় দুজনকে আটক করল পুলিশ। সোমবার দুপুরে মূল অভিযুক্ত শরিফুল শেখ ও তার বাবা সাবু হোসেন শেখকে প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদে জন্য আটক করে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, সোমবার সকালে নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত বাহিরচড়া উত্তরপাড়া গঙ্গারধার এলাকায় ভাদু বিবি নামে (২৬) নামে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। দেহ উদ্ধার করতে ঘটনাস্থলে গেলে অভিযুক্তদের কঠিন শাস্তির দাবিতে স্থানীয় ফাঁড়ির পুলিশকে ঘিরে প্রবল বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে ক্ষিপ্ত গ্রামবাসী। পরে আইসির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছালে পরিস্থিতি শান্ত হয়। কোতোয়ালি থানায় এলাকার বাসিন্দা মৃত ভাদু বিবির বাবা ময়েজ সেখ জানান, আজ থেকে প্রায় আট বছর আগে বাহিরচড়া গ্রামের বাসিন্দা পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক শরিফুল থেকে সঙ্গে সামাজিক মতে বিয়ে হয় মেয়ের। তাদের ছোট ছোট দুটি সন্তানও রয়েছে। মৃত গৃহবধূর বাপের বাড়ির সদস্যদের দাবি সম্প্রতি স্থানীয় একটি বধূর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে জামাই শরিফুল শেখের। এই নিয়ে প্রতিবাদ করলে জামাই সহ শ্বশুর বাড়ির লোকেরা তাদের মেয়েকে বেধড়ক মারধর করত বলে জানায় গৃহবধূ বাবা ময়েজ সেখ। সোমবার সকালে শ্বশুর বাড়িতেই গৃহবধূ ভাদু বিবির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃত বধূর বাবা আভিযোগকারী ময়েজ শেখের দাবি তাদের মেয়েকে শ্বাসরোধ করে মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছে স্বামী সহ শশুর বাড়ির পরিবার। ঘটনায় সুবিচার পেতে সোমবার দুপুরে কোতোয়ালি থানা এলাকার বাসিন্দা মৃত গৃহবধূর বাবা ময়েজ সেখ মূল অভিযুক্ত জামাই শরিফুল শেখ ও তার বাবা সাবু হোসেন শেখ এবং মা মমতাজ বিবির বিরুদ্ধে নবদ্বীপ থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে মূল অভিযুক্ত শরিফুল সেখ সহ দুজনকে আটক করলেও অন্য অভিযুক্ত পলাতক বলে জানায় পুলিশ। এ বিষয়ে নবদ্বীপ থানার আরক্ষা আধিকারিক জলেশ্বর তিওয়ারি বলেন, আজ সকালে বাহিরচড়ায় এক গৃহবধূ গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে। যদিও ওই বধূর বাপের বাড়ির তরফে অভিযোগ আত্মহত্যা নয় এটি একটি পরিকল্পিত খুন। গৃহবধূর বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে মূল অভিযুক্ত স্বামী এবং শশুরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুজনকে আদালতে পাঠিয়ে তদন্তের স্বার্থে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হবে বলে জানান, নবদ্বীপ থানার আরক্ষা আধিকারিক।

সুন্দরবনের মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালো দুটি সংস্থা আরোহিনী প্রজেক্টের মধ্যে দিয়ে মৈপীঠে

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ সুন্দরবনের মানুষের পাশে এসে এবার দাঁড়ালো জয়নগর ও কলকাতার দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। মূলতঃ তাদের উদ্যোগে ও স্থানীয় গ্রামবাসীদের সহায়তায় সোমবার সুন্দরবনের কুলতলি বিধানসভার মৈপীঠ উপকূল থানার মধ্য গুড়গুড়িয়ার আদিবাসী পাড়ায় ভেদিক অর্গানিক রিসার্চ ফাইন্ডেশন ও জিল এন্ড নোশন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে আরোহিনী প্রজেক্টের মধ্যে দিয়ে একগুচ্ছ কাজ করা হলো। বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির, বিনামূল্যে যোগা ক্লাস ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরন বিষয়ে প্রশিক্ষন। এখানকার মানুষের সমস্যা ও তাঁর সমাধান বিষয়ে আলোচনা করা হয় এদিন। এছাড়া এখানকার মানুষের তৈরি হাতের কাজকে কলকাতার বিপননে জায়গা করে দিতে কি করা হবে, কিভাবে তাদের বিকল্প কর্মসংস্থান গড়ে উঠবে সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। এ দিন ফুড সেফটি ও ফুড সিকিউরিটি নিয়ে প্রশিক্ষণ দেন ফুড বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডঃ দেবর্ষি দে। এই ব্যাপারে তিনি এদিন বলেন, সুন্দরবনের মাটি আয়লার পর থেকে এখনো লবনাক্ত। সেই জল খেয়ে স্বাস্থের ক্ষতি করছে। তাছাড়া তাদের উপাদিত পণ্যের সঠিক বাজার তাঁরা পায়না। বিকল্প কর্মসংস্থান কিভাবে গড়ে তোলা যায় সেই সব বিষয়ে আলোচনা করা হয় এদিন। আগামী দিনে এই সব মানুষের পাশে থেকে কিভাবে তাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেটাই দেখবো। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডা. সমর সিনহা, জিল এন্ড নোশনের সভাপতি পিংকি চক্রবর্তী, সম্পাদক মৈনাক সিনহা সহ আরো অনেকে। আরোহিনী প্রজেক্টের মূল উদ্দেশ্য হলো সুন্দরবনের মানুষের জীবিকা, বিকল্প কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের উপর কাজ করা। এদিন এই শিবিরে আগত মানুষদের হাতে জলের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে জিওলিন তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া মহিলাদের হাতে এক কেজির আটার প্যাকেট, ওআরএসের প্যাকেট, স্যানিটারি ন্যাপকিনের প্যাকেট ও খাবারের প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়। এ ছাড়া তাদের হাতে ফকির লালন সংস্থার উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের মাটির পুতুল ও তুলে দেওয়া হয়।আর সব শেষে আদিবাসী মহিলা ও পুরুষেরা আদিবাসী নাচ ও গানে প্রাণবন্ত করে তোলে এদিনের পুরো অনুষ্ঠানটিকে।

NIQ, Govt. of West Bengal.
Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP's in connection with "International Vernacular Day-2025 at Deshapriya Park, Kolkata on **21.02.2025** (Primary Internet Feed)" **[Job No. KIT/RW/096 of 24-25]** SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (**No-054/KIT/Q of 24-25)** Bid Submission Closing : **20.02.2025 up to 03.00 PM**
2. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP's in connection with "International Vernacular Day-2025 at Deshapriya Park, Kolkata on **21.02.2025** (Secondary Internet Feed)" **[Job No. KIT/RW/097 of 24-25]** SHORT NOTICE INVITING QUOTATION **(No-055/KIT/Q of 24-25)** Bid Submission Closing : **20.02.2025 up to 03.00 PM** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.
Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

চাঁপদানিতে ইঁট দিয়ে এটিএম মেশিন ভাঙার চেষ্টা দুষ্কৃতীর

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ হুগলির চাঁপদানিতে ইঁট দিয়ে এটিএম মেশিন ভাঙার চেষ্টা দুষ্কৃতীর। খতিয়ে দেখা হচ্ছে সিসিটিভি ফুটেজ। কে বা কারা ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদিও যেখানে টাকা রাখা ছিল, সেই জায়গা পর্যন্ত সে পৌঁছাতে পারেনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। চাঁপদানিতে জিটি রোডের পাশেই ওই ব্যাঙ্কটির কিয়স্ক। ইট দিয়ে মেশিন ভাঙার জন্য চেষ্টা করে এক দুষ্কৃতী। রবিবার গভীর রাতে সেই কিয়স্কে ঢুকে এটিএম মেশিন ভাঙার চেষ্টা করা হয়। ওই এটিএমটির পাশেই থাকেন এক ব্যক্তি। তিনি বলেন, রাত ১টা নাগাদ খুব জোরে কিছু একটা ভাঙার আওয়াজ পাচ্ছিলাম। কুকুর ডাকাডাকি করছিল। সেই সময়েই স্থানীয় একজন দেখেন এটিএম-এর মধ্যে কেউ রয়েছে। চিৎকার করতেই ভেতরে থাকা দুষ্কৃতী ছুটে পালায়। চন্দননগর পুলিশের ডিসিপি অলকানন্দা ভাওয়াল, এসপি সুমন বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে যান। কথা বলেন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। সিসিটিভি ফুজেট খতিয়ে দেখে অভিযুক্তের খোঁজও শুরু হয়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, একজনই গোটা ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে। তার ব্যাঙ্কের এটিএম-এ টাকা তুলতে গিয়ে কোনও সমস্যা হয়েছিল, না কি কুমতলবেই এটিএম-এ ভাঙচুর চালানোর চেষ্টা করেছিল ওই দুষ্কৃতী, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ ভাবে এটিএম মেশিনে হামলার ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ছে। ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের কথায়, বর্তমানে অধিকাংশ এটিএম-এর সুরক্ষাই সিসিটিভি নির্ভর। সেখানে কোনও নিরাপত্তারক্ষী না থাকার কারণে দুষ্কৃতীদের সুবিধা হচ্ছে বলে দাবি তাঁদের।

নতুন চেয়ারম্যান ডুয়ার্সের মালবাজার পৌরসভার

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ নতুন চেয়ারম্যান ডুয়ার্সের মাল বাজার পৌরসভার। মাল পুরসভার নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি কে শপথবাক্য পাঠ করালেন মহকুমা শাসক শুভম কুন্ডল। সোমবার মাল মহকুমা শাসকের দপ্তরের কনফারেন্স হলে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানটি হয়। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মাল পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি সুশীল কুমার প্রসাদ, রাঙামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অশোক চিক বড়াইক, তৃণমূলের কাউন্সিলররা উপস্থিত ছিলেন। বিজেপির একমাত্র কাউন্সিলর সুশান্ত সাহা ছাড়াও প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহা ও উপস্থিত ছিলেন। শপথগ্রহণের পর প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহা পুষ্পস্তবক দিয়ে শুভেচ্ছা জানান উৎপলকে। আজ থেকে মাল পুরসভার চেয়ারম্যানের চেয়ারে বসবেন উৎপল। প্রসঙ্গত, ৭ ই ফেব্রুয়ারি বোর্ড অফ কাউন্সিলের বৈঠকে উৎপল ভাদুড়িকে চেয়ারম্যান পদে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে কাউন্সিলররা। শুধুমাত্র অপেক্ষা ছিল শপথগ্রহণের, সেটা সম্পন্ন হলো এদিন। উৎপল ভাদুড়ি বলেন, শীঘ্রই পুরসভার বোর্ড মিটিং ডেকে উন্নয়নমূলক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হবে, সমস্যা গুলো শীঘ্রই মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করবো।

মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনে সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ মালদায় একাধিক মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। এখনও পর্যন্ত মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে সুষ্ঠুভাবে। তবে, আত্মসন্তুষ্টির জায়গা নেই। ব্যবস্থাপনা নিয়ে সন্তোষপ্রকাশ পর্ষদ সভাপতির। সামগ্রিকভাবে মালদা জেলা খারাপ নয়। তবে, কিছু অসাধুচক্র প্রশ্ন পাচারের সঙ্গে একাধিকবার মালদার নাম জুড়ে দিয়েছে। এতে খুব খারাপ লেভেলিং হচ্ছে। কিছু অসাধুচক্র পরীক্ষার্থীদের নানাভাবে প্রলোভন দিয়ে, প্রভোক করে প্রশ্ন বাইরে আনার চেষ্টা করেন। অভিভাবক বা ছাত্ররা এসবের সঙ্গে যুক্ত নয়। প্রশ্ন পাচারের সঙ্গে যুক্ত এই দুইয়ের মাঝামাঝি একটি অসাধু অংশ। মোবাইল নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ায় ইতিমধ্যেই অনেকের পরীক্ষা বাতিল হয়েছে, এটা সুখকর নয়। এখনও পর্যন্ত পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে হয়েছে মানে পর্ষদ নজরদারি রাখবে না এমনটাও নয়। বিভিন্ন জেলায় পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও সন্তুষ্ট পর্ষদ সভাপতি।

অভিযান, নিষিদ্ধ কাপ সিরাপ সহ গ্রেপ্তার ২

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি , ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ শিলিগুড়ি শহরে মাদক বিরোধী অভিযান লাগাতার। গত কয়েকদিন ধরে শিলিগুড়ি শহরে বিভিন্ন থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। সেই ভাবে শিলিগুড়ি ভক্তি নগর থানার পুলিশ আবারো অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ কাপ সিরাপ সহ দুজনকে আটক করে। জানা যায় এদের গোকুল শুদ্ধ খবর আসে শিলিগুড়ির ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের বঙ্কিমনগর তারাতলা মাঠ এলাকার ২ যুবক নিষিদ্ধ কাপ সিরাপ পাচারে উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা হয়েছিল। সেই খবর ভিত্তিতে অভিযান চালায় ভক্তি নগর থানার পুলিশ। মেলে যায় সাফল্য। ৩৮ বোতল কাফ সিরাপ ব্যাগ থেকে উদ্ধার করা হয়। জানা যায় ধৃত দুই যুবককে বাড়ি শিলিগুড়ি ইসকন মন্দির এলাকা বাসিন্দা। তাদের নাম পঙ্কজ তালুকদার, ও মোহাম্মদ ছোট্ট। ধৃত দুই যুবককে তিনটি পিস মামলা করা হয়। ধৃত দুই যুবককে আগামী কাল জলপাইগুড়ি আদালতে হাজির করা হবে। তবে ভক্তি নগর থানার এর সাথে কে কে জড়িত রয়েছে তা তদন্ত করে দখবে।

পূর্ব রেলওয়ে
এনআইটি নং. ঃ ৩৪৮_২০২৪-২৫, তারিখ ১৪.০২.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেল, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ **[সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়া**-এর অধিক্ষেত্রের জন্য **]** নিম্নরূপ কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা, প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়ার অধিক্ষেত্রের অধীনে বালি-ব্যান্ডেল আপ মেইন লাইনে কিমি ৭.০৫১-৭.৫৮৫, ১১.০০৮-১১.৯৬৮ কিমি, ১৩.৭৬৮-১৪.০০৪ কিমি, ১৪.০২-১৫.৮৬৩ কিমি, ১৭.৪২-১৯.১৭৯ কিমি, বালি-ব্যান্ডেল ডাউন মেইন লাইনে - ১২.০৩৩-১২.৬৯৫ কিমি, ১২.৮২৭-১৩.৩৮২ কিমি, ১৩.৭৬২-১৫.৮০২ কিমি, বালি-ব্যান্ডেল আপ মেইন লাইনে ২১.৫৮৭-২১.৭৭১ কিমি, ২৩.০০৪-২৪.০৬৩ কিমি, ২৪.৭৭৯-২৪.৮১৯ কিমি, ২৫.৩২৯-২৮.০৪১ কিমি ও ২৮.৬০-৩৮.০০১ কিমি এবং বালি-ব্যান্ডেল ডাউন মেইন লাইনে - ২৮.৫৯৮-৩২.৩৯৩, ৩৩.০৫৮-৩৭.৪০৬ কিমি অবস্থানে সেস মেরামতি কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ২,৩৪,৬৯,৭৪৯.৭৫ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,৬৭,৪০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** বারো (১২) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোন কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আবেদনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে জমা করা কোনও অফার অনুমোদন করা হবে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১০.০৩.২০২৫- এ দুপুর ২টা। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি এবং টিডিসি প্রদান —** বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (টিডিসি), কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।
(HWH-609/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''আইআইএফএল'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **22.02.2025 তারিখে দুপুর 2:00 থেকে বিকাল 5:00 টার মধ্যে** এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **05.03.2025** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **পশ্চিম মেদিনীপুর-ডেবরা জিএল - আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, 1ম তলা, ডেবরা, পো-পিএস-ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর-721126**

শাখার নাম: মেদিনীপুর-টাউন জিএল, তালুকা-মেদিনীপুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23829547, GL28382902.
শাখার নাম: মেদিনীপুর-সিকে রোড জিএল, তালুকা - গড়বেতা-III
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23498841, GL32394063, GL32406231, GL33067982, GL33087402, GL33749138, GL33772924, GL33971235.
শাখার নাম: পশ্চিম মেদিনীপুর-ডেবরা জিএল, তালুকা– কেশপুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL33444877, GL33491374.
শাখার নাম: পশ্চিম মেদিনীপুর-ঘাটাল কোন্নগর জিএল, তালুকা- ঘাটাল
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23069742, GL23533756, GL23876789, GL24064831, GL27795072, GL27970806, GL31697345, GL33473452, GL33627734, GL33808762, GL33851853, GL34226117.
শাখার নাম: পশ্চিম মেদিনীপুর-কেশপুর সোহো জিএল, তালুকা-কেশপুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL33114727, GL33822038.
শাখার নাম: পশ্চিম মেদিনীপুর-তেমাথানি সোহো জিএল, তালুকা - সবাং
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL32927998, GL32957597, GL33191713, GL33473064.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।
বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 18.02.2025
স্থান: পশ্চিম মেদিনীপুর
Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''আইআইএফএল'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **22.02.2025 তারিখে দুপুর 2:00 থেকে বিকাল 5:00 টার মধ্যে** এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **05.03.2025** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **বীরভূম-বোলপুর জিএল - 1ম তলা, বোলপুর শ্রীনিকেতন রোড, পো ও পিএস - বোলপুর, জেলা - বীরভূম, পিন - 731204, সিপিআইএম পার্টি অফিসের পাশে, পশ্চিমবঙ্গ**

শাখার নাম: বীরভূম-বোলপুর জিএল, তালুকা - বোলপুর শ্রীনিকেতন
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22547904, GL23734862, GL27981237, GL30533135, GL31018607, GL31045722, GL31256963, GL31276107, GL31536668, GL31550284, GL31559376, GL31656615, GL31676543, GL33258986, GL33731179, GL33746236, GL33934944.
শাখার নাম: বীরভূম-মুরারাই বাস স্ট্যান্ড জিএল, তালুকা - মুরারাই-I
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL24060997, GL31535660, GL31559505, GL31644389, GL32946531, GL32953338.
শাখার নাম: বীরভূম-নলহাটি জিএল, তালুকা - বীরভূম
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22388976, GL24059490, GL28473920, GL30890136, GL30901691, GL31645203, GL31711021, GL32968578, GL32990490, GL33155933, GL33174523, GL33389500, GL33715951, GL33739277, GL33834164, GL33861612, GL34237324.
শাখার নাম: বীরভূম-রামপুরহাট জিএল, তালুকা - রামপুরহাট – I
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23486468, GL23823658, GL26053177, GL30769572, GL30771721, GL30841535, GL30845758, GL30860228, GL30891202, GL30901835, GL30976343, GL31022596, GL31028282, GL31045777, GL31087649, GL31093146, GL31111453, GL31269419, GL31607345, GL31645584, GL31793120, GL32672352, GL32875573, GL32916195, GL33506367, GL33522056, GL33522190, GL33523781, GL33540772, GL33543221, GL33605329, GL33612716, GL33650026, GL33700440, GL33751504, GL34220603, GL34245678, GL34326836.
শাখার নাম: বীরভূম-সাঁইথিয়া জিএল, তালুকা - সাঁইথিয়া
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23887781, GL27784306, GL30861270, GL31018485, GL31045908, GL31078754, GL31098176, GL31296773, GL31320597, GL31326248, GL31344154, GL31473082, GL31492769, GL33673736, GL34231575.
শাখার নাম: বীরভূম-সিউড়ি, তালুকা - সিউড়ি-I
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL24005542, GL29469162, GL30908548, GL30909904, GL30927283, GL30953944, GL30966200, GL31004269, GL31194178, GL31327169, GL31344273, GL31406492, GL31563557, GL31566223, GL31582539, GL31582689, GL31740746, GL32579930, GL32761435, GL32778505, GL32836003, GL32901160, GL32982423, GL33184165, GL33220539, GL33233781, GL33332370, GL33353697, GL33442354, GL33465399, GL33657982, GL33683196, GL33719384, GL33754889.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।
বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 18.02.2025
স্থান: বীরভূম
Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

নেল এক্সটেনশন তোলার পর নখের সৌন্দর্য ফিরে পেতে কি করবেন

বিয়েবাড়ির মরশুম চলছে। এই সময় নেল পার্লারগুলিতে থিকথিকে ভিড়। অনেকেই নেল এক্সটেনশন করাতে ভিড় জমান। কিন্তু লম্বা নখ তুলে ফেলার পর হাতের দিকে তাকাতেই মনখারাপ লাগে। দেখার কথা ভেবে সেই সময় নখের যত্ন না নিলেই বিপদ হয়ে যাবে।

১. নেল এক্সটেনশনে বাড়তি নখ তুলে ফেলার পর তা ভঙ্গুর হয়ে যেতে পারে। সেটাই স্বাভাবিক। তাই এই সময়ে নখ অতিরিক্ত বড় রাখবেন না। নখের চারপাশে তৈরি হওয়া মৃত কোষ পরিষ্কার রাখুন। এই সময় নখে লেবুর রস লাগাতে পারেন। তাতে নখের ভঙ্গুরতা কমবে।

২. নেল এক্সটেনশন তোলার পরপরই বিভিন্ন রংয়ের নেলপলিশ ব্যবহার করবেন না। তবে জেল নেলপলিশ পরতে পারেন। কমপক্ষে সপ্তাহে দু'বার করে নেলপলিশ পরুন।

৩. নেল এক্সটেনশনের ফলে নখের অল্পবিস্তর ক্ষতি হয়। শুষ্ক হয়ে যায় নখের উপরিভাগ। তাই নেল ক্রিম কিংবা কিউটিকল অয়েল ব্যবহার করুন। তাতে শুষ্ক হয়ে যাওয়ার সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

৪. এই সময়ে অবশ্যই খাদ্যাভ্যাসের দিকে নজর দিতে হবে। আপনার ডায়েটে রাখতে হবে ওমেগা থ্রি, বায়োটিন-সহ অন্যান্য ভিটামিন থাকা আবশ্যক। প্রচুর পরিমাণ জল ও ফল খেতে হবে। অবশ্যই ভিটামিন ই সমৃদ্ধ অ্যাভোকাডো, আমন্ড, মিষ্টি আলু খেতেই হবে।

প্রায় রোজ পার্টি আর রোজ ভারী মেক-আপ। তাই এমন দিনে দরকার নিজের উপর বাড়িতে বাড়তি খেয়াল রাখা। পার্টির পর কীভাবে নিজের যত্ন নেবেন? দারুণ টিপস জেনে নিন।

ডিপ ক্লিনিং- হেভি মেক-আপ করার পর মুখ ধুলেও কসমেটিক্সের ছোট ছোট দানা ত্বকের মধ্যে থেকে যায়। তাই মেক-আপের আগে মুখে প্রাইমার লাগান। এবং পার্টির পরের দিন সকালে ভেজ-পিলিং করুন। চাল, মুসুর ডাল, আপেল, গাজর আর টমেটো কুরে একটা পেস্ট বানিয়ে মুখে লাগাতে হবে। এতে ত্বক ভেতর থেকে পরিষ্কার হবে। মুখ চকচক করবে। এর পর সানস্ক্রিন লাগান। ত্বক ভাল থাকবে।

ক্রিম মাসাজ- এই সময় ক্রিম মাসাজ খুব জরুরি। নারিশিং ক্রিম, উইঃটার কেয়ার ক্রিম, নাইট ক্রিম অথবা অ্যাঃিট এজিং ক্রিম নিন। তাতে অল্প জল মেশান। এ বার আপওয়ার্ড স্ট্রোকে অন্তত দশ মিনিট ধরে মুখে এই ক্রিম মাসাজ করুন।

ঠোঁটে তেল

রোজ রাতে আমন্ড আর রোজমেরি অয়েল মিশিয়ে ঠোঁটে লাগিয়ে ঘুমোতে যান। এটা চোখের চারপাশেও লাগানো যায়, তবে এক ঘণ্টা পরে অবশ্যই ধুয়ে ফেলতে হবে।

মালিগাঁওয়ের রং ভবনে ৬৯তম বিশিষ্ট রেল সেবা পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত

মালিগাঁও, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ আজ মালিগাঁওয়ে নতুন সংস্কার করা রং ভবনে ৬৯তম বিশিষ্ট রেল সেবা পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পাঁচটি ডিভিশন এবং হেড কোয়ার্টারে বিভিন্ন বিভাগের কৃতী কর্মীদের পুরস্কার প্রদান করেন। বিগত বছরে অসাধারণ কর্মপ্রদর্শনের স্বীকৃতি হিসেবে মোট ৬৯টি ব্যক্তিগত পুরস্কার এবং ৩৪টি দক্ষতার শিল্ড বিতরণ করা হয়। প্রায় চার দশক পূর্বে ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত রং ভবন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সাংস্কৃতিক এবং সরকারি সমাবেশের মূল ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব সমস্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্মী ও শ্রমিকদের প্রতি নতুন সংস্কার করা রং ভবন উসর্গ করেন। আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও সৌঃদর্যের সাথে উন্নীতকরণ করা এই রূপান্তর আগামী বছরগুলির জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পরিবারকে উপকৃত করবে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সফল গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা আমাদের রেলওয়ে কর্মীদের ব্যতিক্রমী নিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং অদম্য দায়বদ্ধতাকে স্বীকৃতি ও সম্মান জানানোর জন্য একটি মঞ্চ হিসেবে কাজ করে এই বিশিষ্ট রেল সেবা পুরস্কার। ভাষণ প্রসঙ্গে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব গুরুত্ব দিয়ে বলেন যে রেলওয়ে নিজেদের কর্মী ও আধিকারিকদের অদম্য দায়বদ্ধতা, কঠোর পরিশ্রম ও সমন্বিত দলীয় কাজের মাধ্যমে উপাদনশীলতা ও দক্ষতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছে। ২০২৩-২৪ বর্ষের জন্য বেস্ট কেপ্ট স্টেশন শিল্ডের সম্মান অর্জন করেছে গুয়াহাটি স্টেশন, অন্যদিকে ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, লামডিং দখল করেছে বেস্ট কেপ্ট হসপিটাল অ্যাওয়ার্ড। নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ লাভ করেছে বেস্ট কেপ্ট ওয়ার্কশপ শ্লিড এবং নিউ জলপাইগুড়ির সেন্ট্রাল কলোনি লাভ করেছে বেস্ট কেপ্ট রেলওয়ে কলোনি শিল্ড। পার্সোনাল ডিপার্টমেঃটের জন্য রঙিয়া ডিভিশন শিল্ড লাভ করেছে, অন্যদিকে ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল এবং সেফটি বিভাগে উকৃষ্টতার জন্য পুরস্কার লাভ করেছে তিনসুকিয়া ডিভিশন। মেকানিক্যাল এবং সিগনাল ও টেলিকম বিভাগের জন্য লামডিং ডিভিশন লাভ করেছে শ্লিড। অ্যাকাউঃটস বিভাগের জন্য যৌথভাবে শিল্ড লাভ করেছে আলিপুরদুয়ার ও কাটিহার ডিভিশন, অন্যদিকে আলিপুরদুয়ার ও রঙিয়া ডিভিশন কমার্শিয়াল বিভাগে উকৃষ্ট প্রদর্শনের স্বীকৃতি লাভ করেছে। অপারেটিং বিভাগের জন্য যৌথভাবে শিল্ড লাভ করেছে লামডিং ও আলিপুরদুয়ার ডিভিশন। বিগত অর্থবর্ষের সময় অসাধারণ সর্বাঙ্গিন কর্মপ্রদর্শনের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লামডিং ডিভিশন লাভ করেছে সামগ্রিক দক্ষতার শিল্ড। এগুলির পাশাপাশি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে উকৃষ্ট প্রদর্শনের জন্য বিভিন্ন বিভাগ ও ওয়ার্কশপকে এফিসিয়েন্সি শিল্ড দেওয়া হয়েছে।

রাজভাষা, রেলওয়ে ইউনিয়নঅ্যাসোসিয়েশন এবং ক্রীড়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত কার্যকলাপে জড়িত থাকার জন্য রেলওয়ে আধিকারিকদের বিগত বর্ষে তাঁদের উৎকৃষ্ট প্রদর্শনের জন্য সম্মান জানানো হয়।

রুশদির উপরে হামলার বিচার শুরু

১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ' স্যাটানিক ভার্সেস'-এর লেখক তথা বুকারজয়ী লেখক সলমন রুশদির হামলাকারী হাদি মাতারের বিচার প্রক্রিয়া শুরু হল। সেদিনের হামলার পর এই প্রথম বিচারক ডেভিড ফোলের এজলাসে প্রথমবার রুশদি মুখোমুখি হলেন .

Name Change

I,RAISHA PARBIN(OLD NAME),WIFE OF MD SARFARAZ,RESIDING AT Q-645/3 S.A FAROOQUE ROAD,PS-RAJABAGAN, KOLKATA- 700024, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAISHA PARVEEN(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/02/2025.THAT RAISHA PARBIN AND RAISHA PARVEEN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, BINA MAJUMDER(NATH SHARMA) (OLD NAME),WIFE OF RATAN NATH SHARMA, RESIDING AT HOUSE NO 137, BATEKHA, PURBA KALYANPUR, KHOWAI - 799203, TRIPURA, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BINA MAJUMDER(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KOLKATA ON 17/02/2025.THAT BINA MAJUMDER(NATH SHARMA) AND BINA MAJUMDER BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, TAMIJ UDDIN GOLDER (Old Name) S/O BARKAT ALI GOLDER Residing at Vill-Panapukur, P.O.-Chandpur, P.S.-Rajarhat, District - North 24 Parganas, Pin - 700135, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as TOMIJ UDDIN GOLDER (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 17-02-2025. TAMIJ UDDIN GOLDER (Old Name) and TOMIJ UDDIN GOLDER (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, RAJIA BIBI (Old Name) W/O TAJ MOHAMMAD Residing at Vill-Shasan, P.O. & P.S.-Shasan, District - North 24 Parganas, Pin - 743423, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as RAZIA BIBI (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 17-02-2025. RAJIA BIBI (Old Name) and RAZIA BIBI (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, SAHERA BANU BIBI and SARBANU BIBI (Old Name) W/O SEKENDAR ALI Residing at Baro Digha, Digha, District - North 24 Parganas, Pin - 743248, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as KHAIR BANU (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 17-02-2025. SAHERA BANU BIBI and SARBANU BIBI (Old Name) and KHAIR BANU (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, DIN MAHAMMAD S/O Late SEKENDAR ALI Residing at Baro Digha, Digha, District - North 24 Parganas, Pin - 743248, West Bengal, have changed my father name and shall henceforth be known as Late SEKENDAR ALI (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 17-02-2025. Late SEKANDAR ALI (Old Name) and Late SEKENDAR ALI (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Supriyo Paul (old name) son of Late Jitnarayan Paul, residing at 75/1, Bhupen Roy Road, P.S- Behala, Kolkata-700034, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Suprio Paul (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 15/02/2025. Supriyo Paul (old name) and Suprio Paul (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, MD HALIM MULLICK(old name) S/O Late Jickria Mullick Resident of Vill-Gabberia, P.S. Panchla, Dist-Howrah-711322 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) ABDUL HALIM MULLICK(New Name), vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata vide affidavit no. 2748 on 17/02/2025. ABDUL HALIM MULLICK and MD HALIM MULLICK both are same and one identical person.

Name Change

I, Sajjad Seikh (Old name) S/o- Lal mohammad, resident at, Vill-Babupur, Po-Gangaprasad, Ps-Raghunathganj, Dist-Murshidabad, 742213, I have changed my name to Sajjad Hossain (New name) I shall be known as Sajjad Hossain vide affidavit before the Notry at Berhampore on 14/02/2025 Sajjad Hossain and Sajjad Seikh same and one identical person.

Name Change

I, Md Shahanwaj Ansari S/o Md Kasim Ansari Residing at 43/E/4, Narayan Roy Road, Barisha Silpara, P.o - Barisha Sakher Bazar, P.s - Thakurpukur, District - Kolkata, Pin- 700008 West Bengal India shall henceforth be known as Md Shahnawaz Ansari. I declare that Md Shahanwaj Ansari and Shahnawaz Ansari is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 06-02-2025.

Name Change

I, Dabasish Ghatak S/o Late Ranendra Mohan Ghatak Residing at P-8, Sarsuna Main Road, Basudevpur Pally, P.o - Sarsuna, P.s - Sarsuna, District - Kolkata, Pin- 700061 West Bengal India shall henceforth be known as Debasish Ghatak. I declare that Dabasish Ghatak and Debasish Ghatak is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 17-02-2025.

Name Change

I, Gopal Chandra Das S/o Late Hemanta Das Residing at Vill - Maha Bishra, P.o - Kaithore, P.s - Egra, District - Purba Medinipur, Pin- 721429 West Bengal India shall henceforth be known as Gopal Das. I declare that Gopal Chandra Das and Gopal Das is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 17-02-2025.

Name Change

I, Chaitali Thakur (Old Name) son of Late Shripati Gain, residing at Chikanpara, P.O.- ThakurNagar,P.S.-Gaighata,Bongaon, Pin- 743287, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Chaitali Thakur Gain (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 12/02/2025. Chaitali Thakur Gain (New Name) and Chaitali Thakur (Old Name) both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি MINARA BEGUM পিতা Abdul Karim Mondal, ঠিকানা - গ্রাম ও পোষ্ট - বাঁকড়া, থানা- ডোমজুড়, জেলা-হাওড়া, পিন- ৭১১৪০৩। আমার প্রকৃত নাম MINARA BEGUM আধার কার্ড ও প্যান কার্ডে রয়েছে কিন্তু আমার ভোটার কার্ডে ভুলবশতঃ SK MINARA BEGUM রয়েছে। আমি ১৭০২২০২৫ তারিখের নোটারী পাবলিক কলকাতা এভিডেভিড দ্বারা MINARA BEGUM ও SK MINARA BEGUM এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

Name Change

I, VIPUL M SHAH(AS PER DL NO TN07X19930000977),SON OF MAHESH B SHAH, RESIDING AT FL A6/16 HAPPY NOOK COMPLEX CO OP SOCIETY,ECTP PH-IV,ANANDAPUR,E.K.T, KOLKATA - 700107, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS VIPUL MUKESH SHAH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KOLKATA ON 17/02/2025.THAT VIPUL M SHAH AND VIPUL MUKESH SHAH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, MOJAMMEL MIDDYA S/O ISRAIL MIDDYA Resident of Vill-Saonto, P.O. Bhuenra, P.S. Pursurah, Dist-Hooghly, Pin-712415 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MOJAMMEL HOQUE MIDDYA, vide an affidavit sworn before the Notary Officer at Arambagh Hooghly on 17/02/2025. MOJAMMEL HOQUE MIDDYA and MOJAMMEL MIDDYA both are same and one identical person.

Name Change

I,SAHIRON BIBI (OLD NAME) W/O ABDUL LATIF JAMADAR,RESIDENT OF PIYADAPARA,PO & PS - BARUIPUR,DIST-SOUTH 24 PARGANAS,PIN-700144,WEST BENGAL.I HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAHERUN JAMADAR(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/02/2025.SAHIRON BIBI(OLD NAME) AND SAHERUN JAMADAR (NEW NAME)All ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,SK ABU SIDDIQUE (OLD NAME) S/O LATE SK HOSSAIN BAKS, RESIDENT OF VILL & PO - AMRA,PS - DADPUR,DIST-HOOGHLY,PIN-712419,WEST BENGAL.I HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK ABU SIDDIK(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD. 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE HOOGHLY AT CHINSURAH ON 17/02/2025. THAT SK ABU SIDDIQUE(OLD NAME) AND SK ABU SIDDIK (NEW NAME)All ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,RINA BIBI(OLD NAME) W/O SAJIDUR RAHAMAN JAMADAR, RESIDENT OF PIYADAPARA,PO & PS-BARUIPUR,DIST-SOUTH 24 PARGANAS,PIN-700144,WEST BENGAL.I HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RINA JAMADAR (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/02/2025.RINA BIBI(OLD NAME) AND RINA JAMADAR (NEW NAME)All ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Hasan Khan (Old Name) S/O–Taher Khan resident of Vill-Kazipara, Po-Kamnagar, Ps-Saktipur, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742405 do hereby decrale that I have changed my name from Hasan Khan to Hasem Khan and hencefort I shall be known as Hasem Khan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/02/2025 . My name Hasem Khan & Hasan Khan both are same and one identical person.

Name Change

I, Bajul Sekh (Old Name) S/O–Faijuddin Sekh resident of Moktarpur, Moktarpur, Islampur, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742302 do hereby decrale that I have changed my name from Bajul Sekh to Bajul Seikh and hencefort I shall be known as Bajul Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/02/2025 . My name Bajul Seikh & Bajul Sekh both are same and one identical person.

Name Change

I, Ajabat Mia (Old Name) S/O–Imran Mia resident of Vill-Haldarpara, Po-Kupila, Ps-Domkal, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742303 do hereby decrale that I have changed my name from Ajabat Mia to Ejabat Ali Mia and hencefort I shall be known as Ejabat Ali Mia (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/02/2025 . My name Ejabat Ali Mia & Ajabat Mia both are same and one identical person.

Name Change

I, RIYA CHAKRABORTY(OLD NAME), WIFE OF SAIKAT DEY,RESIDING AT 610 TALPUKUR ROAD,PO -SARSUNA,KOLKATA-700061,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RIYA DEY(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT NO 12 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/02/2025.THAT RIYA CHAKRABORTY AND RIYA DEY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, KOHINOOR BAGAM,WIFE OF JULFIKAR ALI,RESIDING AT PUTURIA,PO - GOLABARI BAZAR, SHASAN, NORTH24PARGANAS - 743423,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KOHINOOR BEGAM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/02/202025,THAT KOHINOOR BAGAM AND KOHINOOR BEGAM BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
• Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654 • E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''আইআইএফএল'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **22.02.2025 তারিখে দুপুর 2:00 থেকে বিকাল 5:00 টার মধ্যে** এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **05.03.2025** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **কলকাতা-জেএম এভিনিউ জিএল - আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, জেএম অ্যাভিনিউ, গ্রাউন্ড ফ্লোর, 8বি, বেডন স্ট্রিট, এসবিআইয়ের বিপরীতে, কলকাতা-700006, পশ্চিমবঙ্গ**

শাখার নাম: গড়িয়া-স্টেশন রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL24026618, GL24077544, GL29293864, GL29859360, GL29897781, GL31633591, GL31651920, GL31659383, GL31676462, GL33668892, GL33698962, GL33701270, GL33785363, GL33801979, GL33811934, GL33824814, GL33846073, GL33879427.

শাখার নাম: কলকাতা-আকরা ফাটাক জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25873198, GL27698868, GL28173793, GL31088127, GL31218547, GL31229256, GL31236009, GL31743859, GL31973221, GL31991511, GL32519995, GL32527000, GL32717770, GL32746206, GL32768584, GL32773875, GL32809787, GL32831363, GL32838007, GL32909361, GL33533765, GL33934376, GL33934643.

শাখার নাম: কলকাতা-বাঘাযতীন, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23513517, GL28716430, GL28727230, GL33047738, GL33055916, GL33812199, GL33927748, GL33934811.

শাখার নাম: কলকাতা-বালিগঞ্জ ফাড়ি, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL31796042, GL32534264, GL32555370, GL33082014, GL33278274, GL33293536, GL33379060, GL33690934, GL33697841, GL33821606, GL33829015, GL33845438, GL33861718, GL33862836, GL33974265, GL33976768, GL33996346, GL33996940.

শাখার নাম: কলকাতা-বেহালা ডি.এইচ. রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30829826, GL30852914, GL30868898, GL30887901, GL30900876, GL30935266, GL31354799, GL31610883, GL31626915, GL31693144, GL32215209, GL33048793, GL33056177, GL33081248, GL33181298, GL33189429, GL33205168, GL33209235, GL33446628, GL33459542, GL33468296, GL33587909, GL33701156, GL33711091, GL33721289, GL33836234, GL33958182, GL33978055, GL34072747.

শাখার নাম: কলকাতা-বেহালা শকুন্তলা পার্ক জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30791272, GL30798416, GL31693468, GL31916808, GL34125659, GL34141648.

শাখার নাম: কলকাতা-বেলেঘাটা জিএল, তালুকা - বেলেঘাটা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22944230, GL23618147, GL23925038, GL28044838, GL28060504, GL29515766, GL30973338, GL30982177, GL30988212, GL31111430, GL31121601, GL31306013, GL31319370, GL31384624, GL31791594, GL32149353, GL32174037, GL32449549, GL32472220, GL32686080, GL32724710, GL32742674, GL33075485, GL33085325, GL33205683, GL33276105, GL33295168, GL33415435, GL33429807, GL33440740, GL33460599, GL33680358, GL33713589, GL33978638, GL34323121.

শাখার নাম: কলকাতা-বিধান সরণি, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23666825, GL28905379.

শাখার নাম: কলকাতা-ঢাকুরিয়া, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23840718, GL26767136, GL26813385, GL27846968, GL28378891, GL28626791, GL30961929, GL30968016, GL31240409, GL31282782, GL31541509, GL31599396, GL31662397, GL31745503, GL31890016, GL32904555, GL32924648, GL33003198, GL33016422, GL33272667, GL33347133, GL33442566, GL33462810, GL33534026, GL33541604, GL33752638, GL33770554, GL34025195, GL34049191, GL34297200.

শাখার নাম: কলকাতা-ডানলপ জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30980274, GL31349048, GL31368218, GL31663754, GL31776252, GL31777343, GL32462283, GL32473273, GL32841978, GL32860815, GL33409871, GL33426839, GL33467119, GL33612132, GL33620369, GL33778771, GL33789303, GL33806047.

শাখার নাম: কলকাতা-গার্ডেনরিচ পাহাড়পুর রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL18692353, GL23790710, GL23940892, GL24680281, GL26004627, GL26818362, GL28442611, GL28943049, GL29782239, GL30811995, GL30823758, GL30983350, GL31086319, GL31099927, GL31192951, GL31541939, GL31715987, GL31719085, GL31735785, GL31741648, GL31758332, GL31918097, GL32428641, GL32602161, GL32612319, GL33038597, GL33181279, GL33247176, GL33724358, GL33732745, GL33844884, GL33850113, GL33850440, GL33855579, GL33868288, GL33926036, GL33934079, GL34014321, GL34093676.

শাখার নাম: কলকাতা-গড়িয়া রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL26515991, GL27622259, GL29169680, GL30911010, GL31220162, GL31233213, GL31807602, GL32333876, GL32342419, GL32512066, GL32568593, GL32584489, GL33026667, GL33057216, GL33066546, GL33627235, GL33718854, GL33793677, GL33842775, GL33931309, GL33932755, GL33978384, GL33982777, GL33984139.

শাখার নাম: কলকাতা-গড়িয়াহাট মেইন রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25234607, GL27660813, GL30770875, GL30771833, GL30834371, GL30854271, GL30917960, GL31665858, GL32306878, GL32934699, GL32955639, GL33063417, GL33065806, GL33085186, GL33307124, GL33783644, GL33794885, GL33821018.

শাখার নাম: কলকাতা-হরিদেবপুর এমজি রোড জিএল, তালুকা - কলকাত
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23509501, GL23524630, GL23857941, GL24027531, GL26182985, GL31496148, GL31516216, GL31563901, GL31582897, GL31742564, GL31881727, GL32216383, GL32695498, GL32714047, GL32715082, GL32869881, GL32894770, GL33098435, GL33122111, GL33125558, GL33148621, GL33178721, GL33409497, GL33430745, GL33474839, GL33785376, GL33867279, GL33890705.

শাখার নাম: কলকাতা-হাজরা, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23559370, GL31064921, GL31247363, GL31308711, GL32822643, GL32828191, GL34069894.

শাখার নাম: কলকাতা-জেএম এভিনিউ জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25839004, GL30050212, GL30943719, GL31037419, GL31613843, GL31627309, GL33363759, GL33372620, GL33815926, GL33869043, GL33890741, GL34319735.

শাখার নাম: কলকাতা-কসবা মেইন রোড, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30884714, GL30900496, GL30968877, GL30988134, GL31089268, GL31324895, GL31344180, GL32591502, GL32611676, GL32641431, GL32662092, GL33047857, GL33056521, GL33078599, GL33085674, GL33170222, GL33179797, GL33304325, GL33364111, GL33372521, GL33440153, GL33460104, GL33500620, GL33516986, GL33530005, GL33542142, GL33547362, GL33567161, GL33612220, GL33722729, GL33725383, GL33759227, GL33830790, GL33861700.

শাখার নাম: কলকাতা-কেষ্টপুর জিএল, তালুকা - উত্তর 24 পরগনা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL31265284, GL31276122, GL31695966, GL31785503, GL31799181, GL32593390, GL32608962, GL32759508, GL32843395, GL33134180, GL33149254, GL33814988, GL33950485, GL33968161.

শাখার নাম: কলকাতা-কলকাতা জি 8 এইচ, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL27340371, GL27763094, GL27809034, GL29033330, GL29174897, GL30104571, GL30915447, GL31499996, GL31807186, GL32336289, GL32789975, GL33077391, GL33248392, GL33275483, GL33284417, GL33410234, GL33448696, GL33469912, GL33528777, GL33587125, GL33600319, GL33621224, GL33704996, GL33733194, GL33754524, GL33755416, GL33774865, GL33784929, GL33794902, GL33823054, GL33830946, GL33845877, GL33866225, GL33868810, GL33881914, GL33899544, GL33914466, GL33962323, GL33962538, GL33967410, GL33974132, GL34311305.

শাখার নাম: কলকাতা-মানিকতলা রামমোহন রায় রোড জিএল, তালুকা - আমহার্স্ট স্ট্রিট
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23757150, GL23876969, GL26093431, GL27816310, GL28656417, GL30788130, GL30798307, GL31022864, GL31135979, GL31156033, GL31177570, GL31694741, GL31714203, GL31730108, GL31742707, GL31794814, GL32787783, GL32805856, GL32939392, GL32955488, GL33025248, GL33077556, GL33086233, GL33131886, GL33151362, GL33201637, GL33316544, GL33329848, GL33353208, GL33476911, GL33577701, GL33592199, GL33614006, GL33630000, GL33718357, GL33744481, GL33790796, GL33873970, GL33878995, GL33892579, GL33920470, GL33943133, GL34263604.

শাখার নাম:কলকাতা-নাগেরবাজার যশোর রোড জিএল, তালুকা-কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25178148, GL25763329, GL26091694, GL26496880, GL27855012, GL28101952, GL28770219, GL30639243, GL31640364, GL31694202, GL31790665, GL32767782, GL32773940, GL32907708, GL32925307, GL33003717, GL33018342, GL33074260, GL33081753, GL33085778, GL33225539, GL33232893, GL33481664, GL33528948, GL33542964, GL33671127, GL33688657, GL33727870, GL33737094, GL33837640, GL33925496.

শাখার নাম:কলকাতা-পাইকপাড়া, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23068387, GL23562691, GL23654461, GL27035218, GL30176357, GL31003843, GL32757539, GL32798204, GL33203434, GL33209368, GL33367954, GL33749091, GL33773015, GL33928842, GL33949509, GL33966153.

শাখার নাম: কলকাতা-ফুলবাগান, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21857621, GL23885651, GL25828249, GL30766187, GL30771693, GL30786654, GL30920444, GL30982722, GL31381785, GL31392841, GL31645873, GL31660656, GL31669694, GL31676531, GL31714145, GL31715794, GL31728399, GL31728855, GL32750316, GL32774141, GL33098291, GL33316669, GL33334786, GL33352660, GL33387202, GL33498032, GL33515367, GL33721132, GL33723920, GL33736904, GL33740267, GL33750862, GL33752858, GL33761432, GL33772247, GL33772543, GL33814231, GL33840954, GL33864688, GL33985308, GL34193265.

শাখার নাম: কলকাতা-প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড , তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL26292016, GL30765766, GL33727909.

শাখার নাম: কলকাতা-সন্তোষপুর, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20468570, GL23650095, GL23758009, GL23823432, GL24247117, GL25042168, GL25170326, GL25672411, GL26444456, GL26447415, GL26819129, GL27115794, GL27119789, GL27438876, GL27765402, GL27765555, GL28079937, GL28197499, GL28319192, GL29258131, GL30862645, GL31380383, GL31391790, GL31477029, GL31490882, GL31511140, GL31512005, GL31709775, GL31726012, GL31849271, GL31850839, GL32089915, GL32781182, GL32787611, GL32796896, GL32798088, GL32804002, GL32805833, GL32853385, GL32857877, GL32961513, GL32966755, GL32984086, GL32984121, GL33012648, GL33019734, GL33099596, GL33118909, GL33216188, GL33231574, GL33256910, GL33274966, GL33294368, GL33382168, GL33480154, GL33506679, GL33574973, GL33575696, GL33591735, GL33592208, GL33602630, GL33652862, GL33679585, GL33692637, GL33789866, GL33800344, GL33805055, GL33806793, GL33811201, GL33811510, GL33824806, GL33825354, GL33825398, GL33837866, GL33865253, GL33870501, GL33890606, GL33921679, GL33981408, GL33994835.

শাখার নাম: কলকাতা-শ্যামবাজার, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL19477450, GL22283773, GL23401008, GL28690478, GL30937006, GL31086079, GL31349792, GL32588494, GL32732161, GL32745278, GL32821847, GL32828517, GL32913306, GL33158922, GL33169530, GL33222645, GL33232489, GL33651471, GL33679403, GL33718259, GL33742698, GL33790918, GL33933473, GL34234038.

শাখার নাম: কলকাতা-ঠাকুরপুকুর বাজার জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30734726, GL31808538, GL32727365, GL32747261, GL33078551, GL33086296, GL33332611, GL33356350, GL33357788, GL33383216, GL33807631.

শাখার নাম: কলকাতা-টালিগঞ্জ অশোক নগর জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23741425, GL23941589, GL24600708, GL28199447, GL28754199, GL29441882, GL29998787, GL30933483, GL31240293, GL31631813, GL31669709, GL31806424, GL31928774, GL32732726, GL32735922, GL32740452, GL32741922, GL32817812, GL32835087, GL32971357, GL32987423, GL33040621, GL33055451, GL33062448, GL33082788, GL33184254, GL33245322, GL33262887, GL33271436, GL33274279, GL33281942, GL33290865, GL33291293, GL33293819, GL33414395, GL33495528, GL33512565, GL33524684, GL33524837, GL33525393, GL33541126, GL33542176, GL33758807, GL33985017, GL33985557, GL34249705, GL34268921.

শাখার নাম: কলকাতা-উল্টাডাঙা, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL24817522, GL30877282, GL30897669, GL32911771, GL32923450, GL32945776, GL32957368, GL33033103, GL33074411, GL33089677, GL33098109, GL33121682, GL33339906, GL33351224, GL33366559, GL33503956, GL33507716, GL33764112, GL33977205, GL33995120, GL34300033.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 18.02.2025
স্থান: কলকাতা

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

নির্বাচনের আগে মুর্শিদাবাদ ক্রমশ অস্ত্রভান্ডারে পরিনত হচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ সামনে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে মুর্শিদাবাদ ক্রমশ অস্ত্রভাণ্ডারে পরিণত হচ্ছে। বিহারের মুঙ্গের থেকে দেদার আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ ঢুকছে মুর্শিদাবাদে। কিছু আগ্নেয়াস্ত্র সীমান্ত পেরিয়ে যাচ্ছে অশান্ত বাংলাদেশে। কিছু অস্ত্র মজুত হচ্ছে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন এলাকায়। গত দুদিনে মুর্শিদাবাদের তিন থানার এলাকা থেকে পাঁচটি আগ্নেয়াস্ত্র ও কুড়িটি কার্তুজ সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিস। অস্ত্র উদ্ধারের একমাসের খতিয়ান দেখে চমকে উঠছেন জেলা পুলিশ কর্তারা। গত একমাসে বিভিন্ন থানা এলাকা থেকে বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র ও বিপুল কার্তুজ বারুদ সহ ৪১ জনকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। জেলা পুলিশের এক কর্তা বললেন, অবশ্যই উদ্বেগের খবর। তবে অস্ত্র পাচার রুখতে পুলিশও অতি তৎপর হয়েছে। মুঙ্গের মেড আগ্নেয়াস্ত্র রুখতে বিহার ঝাড়খণ্ড বাংলা ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়েছে। আজ সাগরদীঘি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ সামসেরগঞ্জ ও সুতির দুই অস্ত্র পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সাগরদীঘি থানার মোড়গ্রাম ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাদের। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত ওই ব্যক্তিদের নাম মোক্তার হোসেন এবং জাহাঙ্গীর হোসেন। তাদের মধ্যে মোক্তার হোসেনের বাড়ি সামশেরগঞ্জের ভায়াফাইকর এবং জাহাঙ্গীর হোসেন সুতি থানার বাউরিপুনির বাসিন্দা। ধৃতদের কাছ থেকে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং সাত রাউন্ড কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করেছে সাগরদিঘী থানার পুলিশ। সোমবারই তাদের আদালতে পাঠিয়ে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হচ্ছে। একদিন আগে সামশেরগঞ্জ থানার চাঁদপুর এলাকা থেকে ঝাড়খণ্ডের এক অস্ত্র কারবারিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের নাম রূপগিকুল শেখ। বাড়ি ঝাড়খণ্ডের পাকুড়। ধৃতের কাছ থেকে দুটি মুঙ্গের মেড ইমপ্রোভাইসড পিস্তল ও ছয় রাউন্ড কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। একইদিনে রেজিনগর থানার পুলিশ মারিচিয়া হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকা থেকে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে। তল্লাশ চালিয়ে মিলেছে একটি পিস্তল ও দু রাউন্ড কার্তুজ। ধৃতের নাম মোফজ্জ শেখ। বাড়ি শক্তিপুর। পুলিশ সূত্রে খবর ফেব্রুয়ারি মাসে ডোমকল মহকুমা এলাকার পাঁচটি থানা এলাকায় উদ্ধার হয়েছে ১৭টি আগ্নেয়াস্ত্র। ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে বিপুল পরিমাণে অস্ত্র বাংলাদেশে ঢুকছে বলে অনুমান গোয়েন্দাদের। মুর্শিদাবাদে অস্ত্র পাচার এলহন পুলিশের কপালে ভাঁজ ফেলেছে। ২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনের অনেক আগেই অস্ত্র পাচারকারিরা অতি সক্রিয় হয়ে ওঠায় সাধারণ মানুষের উদ্বেগ বাড়ছে। সাগরদিঘী থানার পুলিশের পক্ষ থেকে। সাগরদিঘী থানার ওসি অভিজিত সরকারের তত্ত্বাবধানে আগ্নেয়াস্ত্র গুলো বাজেয়াপ্ত করা হয়। আগ্নেয়াস্ত্রগুলো নিয়ে মোরগ্রামে তারা কি করছিল এবং কাকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এসেছিল ধৃতরা তা তদন্ত করে দেখছে জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত সাগরদিঘী থানার পুলিশ।

শুরু হয়ে গেল আন্তর্জাতিক উরুষ উৎসব, নেই বাংলাদেশীর ভীড়

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ মেদিনীপুর শহরে শুরু হয়ে গেল আন্তর্জাতিক উরুষ উৎসব । যেখানে প্রতিবছরই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের লোকজন সহ বাংলাদেশ থেকেও প্রায় ৫ থেকে ৬ হাজার মানুষ উপস্থিত হয়ে থাকতেন । বাংলাদেশীদের উরুষ উৎসবের মুল লক্ষ্য থাকতো বড়ো হুজুর-কে শ্রদ্ধা জানানো । এই জোড়ামসজিদ চত্বরে থাকা বিভিন্ন ধর্মগুরুর বংশধরদের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানানো। সেই কাজ সেরে বাংলাদেশের লোকেরা উৎসবে এসে খালি পায়ে পুরো মেদিনীপুর শহর ঘুরত । শহরে থাকা নানা মাঝারে শ্রদ্ধা জানিয়ে মেদিনীপুর শহর থেকে বিভিন্ন শস্যের বীজ, মাদুর, ধাতব বিভিন্ন জিনিস কিনে নিয়ে যেতো যা বাংলাদেশে দুস্প্রাপ্য । এতে কয়েক কোটি টাকা ব্যবসা হতো মেদিনীপুর শহরেই । কিন্তু এবার ভারত বাংলাদেশের সম্পর্কের অবনতির কারনে ভারতে উরুষ স্পেশাল ট্রেনকে অনুমতি দেয়নি ভারত। সেই সাথে বাংলাদেশীদের বেশিরভাগকেই ভিসার অনুমতি দেয় নি ভারতে প্রবেশের । ফলে স্থানীয় ভীড় ছাড়া এবার উরুষ উৎসবে সেই বাংলাদেশীদের ভীড় বা ব্যাবসা নেই। উরুষ মেলাতে দোকান দিয়েও তাই লোকসানের আশঙ্কা তৈরী হয়েছে দোকানদারদের । মেদিনীপুর শহরের এই উরুষ উৎসবে প্রায় একশো বছর ধরে বাংলাদেশের লোকেরা হাজির হচ্ছেন । তাদের কাছে মেদিনীপুর শহরের এই উতসবে যোগ দেওয়া হজের সমান মর্যাদার । তাই বাংলাদেশের কয়েক লক্ষ মানুষ প্রতি বছর এই উৎসবে উপস্থিত হতে সে দেশের সরকারের কাছে আবেদন করেন । তাদের মধ্যে লটারি করে আড়াই থেকে তিন হাজার লোককে বাংলাদেশের সরকার ভারতবর্ষের মেদিনীপুর শহরের এই উৎসবে নিয়ে হাজির হতো বিশেষ ট্রেনে করে । প্রায় একশো বছর ধরে এই বাংলাদেশ উরুষ স্পেশাল পুণ্যার্থী বোঝাই ট্রেনটি ভারতে প্রবেশ করতো। কিন্তু এই বছর প্রথম সেই শতবর্ষের পুরনো পদ্ধতিতে তাল কাটলো । দুই দেশের সম্পর্কের অবনতির কারনে বাংলাদেশের পুণ্যার্থী সহ ট্রেনকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি । ব্যাক্তিগত ভাবে যারা আসতো তাদের ক্ষেত্রেও কড়াকড়ি হয়েছে ফলে এবার এই উৎসব একেবারে ফিকে মেলাতে আয়োজকরা জানিয়েছেন- এই উৎসবে কয়েক কোটি টাকার ব্যাবসা হতো শুধু মাত্র বংলাদেশীদের কারনে। তাদের থাকার জন্য লজ, বাড়ি ভাড়া সহ বিভিন্ন খাবারের হোটেলে বিক্রি হতো। পাশপাশি বাজারগুলিতে থেকেও প্রচুর জিনিসপত্র বিক্রি হতো । এবার সেই ব্যাবসা থাকছে না । মেলাতে দোকান নিয়ে এসেও সকলেই তাই হতাশ ।

তৃণমূল নেতার বাড়িতে বোমাবাজি, খতিয়ে দেখতে গেলেন কাজল শেখ

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ অনুব্রত অনুগামী মামন শেখের পর এবার বোমা ছোঁড়া হল কাজল শেখ অনুগামী আলেপ শেখের বাড়ির গ্যারেজ। এলাকায় বোমাবাজির ঘটনায় আতঙ্কিত স্থানীয় মানুষজন। সোমবার দলীয় নেতার বাড়িতে যান জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ। তিনি অভিযুক্তদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। ঘটনাটি ঘটেছে, শান্তিনিকেতন থানার লাইকবাজার এলাকায়। ওই এলাকায় বাড়ি কঙ্কালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্বে থাকা কাজল শেখের ঘনিষ্ঠের আলেপ শেখ। মাসখানেক আগে একই এলাকার কঙ্কালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ মামন শেখের বাড়িতেও বোমা পড়েছিল। এবার আলেফ শেখের বাড়িতে। তিনি কঙ্কালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের কনভেনার। রবিবার রাতে তার বাড়িতে হঠাৎই বোমা ছোঁড়া হয়। বোমার শব্দে আতঙ্কিত হয়ে পরেন এলাকার মানুষ। পর পর বোমাবাজির ঘটনায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন এলাকার মানুষ। ঘটনার পর সোমবার সকাল থেকে গ্রাম রয়েছে বেশ থমথমে। এলাকাবাসীর মধ্যে এখনো রয়েছে আতঙ্কের ছাপ। তৃণমূল নেতা আলেফ শেখ তার বাড়িতে বোমা ছোঁড়ার ঘটনায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রয়েছেও কিনা তদন্ত করে দেখছে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। যদিও এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে আটক বা গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। দুপুরে জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ তৃণমূল নেতা আলেপ শেখের বাড়িতে যান। ঘটনাস্থল ঘুরে দেখে তিনি বলেন, কোনরকম বোমাবাজি, গোলাগুলি আমি চাই না। কারা এই সমস্ত কাজ করছে বলতে পারব না। তবে অশান্তি বোমাবাজি না করলেই ভালো হয়।

মেট্রো রেল তার লক্ষ লক্ষ যাত্রীদের নিরাপদ ও সুরক্ষিত পরিষেবা প্রদানের জন্য সম্ভাব্য সকল সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডির নির্দেশিকা অনুসারে, মেট্রো কর্মীদের যথাযথ এবং আপডেটেড প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নিয়মিতভাবে নিয়মিত মক ড্রিল, টিউটোরিয়াল, বিশেষ অধিবেশন ইত্যাদি আয়োজন করা হচ্ছে। এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, মেট্রো কর্তৃপক্ষ ১৭ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত মেট্রো রেল ভবন, নোয়াপাড়া ক্রুলবি এবং কবি সুভাষ স্টেশনে একযোগে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট ক্যাম্প আয়োজন করছে। নোয়াপাড়ায়, ৩৮ জন কর্মী, প্রধানত মোটরম্যান, রক্ষণাবেক্ষণ কর্মী এবং সুপারভাইজার, মেট্রো রেল ভবনে ৩৮ জন মন্ত্রী কর্মী এবং কবি সুভাষে ৪০ জন আরপিএফ কর্মী এই স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট কোর্সে অংশ নিচ্ছেন। এখন পর্যন্ত, মোটরম্যানদের জন্য দুটি ক্যাম্প আয়োজন করা হয়েছে এবং এটি মেট্রো রেল ভবনে মন্ত্রী কর্মীদের জন্য আয়োজিত প্রথম ক্যাম্প।

রাজ্যের সব চিড়িয়াখানায় মুরগির মাংস নিষিদ্ধ ঘোষনা করেছে

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ বার্ড ফ্লু সতর্কতার জেরে কেন্দ্রীয় জু অথরিটির নির্দেশিকা মেনে রাজ্য জু কর্তৃপক্ষ আলিপুর চিড়িয়াখানা সহ রাজ্যের সব চিড়িয়াখানায় মুরগির মাংস নিষিদ্ধ ঘোষনা করেছে। পশু পাখিদের খাবারের তালিকা থেকে মুরগির মাংস বাদ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বার্ড ফ্লু ছড়ানোর আশংকায় পশুপাখি বদলও আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। বিভিন্ন পশু পাখির খাঁচার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় জোর দেওয়া হয়েছে।

জীবন্তিতে গাড়ি উল্টে মৃত্যু শিশুর, আহত মা! পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ জীবন্তিতে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা, ডাম্পারের ধাক্কায় উল্টে গেল একটি ম্যাজিক চারচাকা গাড়ি আর সেই গাড়িতে চাপা মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হল এক স্কুল ছাত্রের, গুরুতর আহত মা। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রনের দাবীতে দফায় দফায় পথ অবরোধ করে ঘন্টাখানেক বিক্ষোভ এলাকাবাসীর। যদিও পুলিশ প্রশাসন এলাকাবাসীর দাবি মেনে নিলে পরীক্ষার জন্য অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। জানা গেছে, সকাল ৮ টা নাগাদ বহরমপুর দিক থেকে একটি ডাম্পার গাড়ি ও একটি চার চাকা ম্যাজিক গাড়ি দ্রুত গতিতে পাল্লাপাল্লি দিয়ে কান্দির দিকে যাচ্ছিল, সেই সময় কান্দির থানার জীবন্তি লক্ষীনারায়নপুর গ্রামে ডাম্পার গাড়িটি প্রথমে চার চাকা ম্যাজিক গাড়িতে ধাক্কা মারলে নিযন্ত্রণ হারিয়ে চার চাকা ম্যাজিক গাড়িটি উল্টে গিয়ে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলের মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হয় চার বছরের শিশুর। মৃত শিশুর নাম হাবিবুর শেখ। এবং গুরুতর আহত মা হাজরা বিবি। স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে মা ও শিশুকে বহরমপুর মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করেছে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, লক্ষীনারপুর গ্রামের বাসিন্দা হাজরা বিবি তার চার বছরের পুত্র সন্তান কে নিয়ে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে যাচ্ছিল । সেই সময়ই ডাম্পারের ধাক্কায় ম্যাজিক গাড়িটি উল্টে যায়। মর্মান্তিকভাবে শিশুর মৃত্যুতে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ সহ রাস্তা মেরামত এবং বাম্পারের দাবিতে মাধ্যমিক পরীক্ষার দিনেই এলাকাবাসি পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। যদিও পুলিশ প্রশাসন এলাকাবাসীর দাবি মেনে নিলে পরীক্ষার জন্য অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

২২টি মন্ডলের মন্ডল সভাপতিদের নাম প্রকাশ করল রাজ্য বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার বিজেপির তরফে ৩৬ টি মন্ডলের মধ্যে ২২টি মন্ডলের মন্ডল সভাপতিদের নাম প্রকাশ করল রাজ্য বিজেপি। এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে সংবাদ মাধ্যমকে জানালেন কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার বিজেপি জেলা সভাপতি গোপাল চট্টোপাধ্যায়। গোপালবাবু তিনি এদিন জানান এই ঘোষণা হওয়ার পরই নবনিযুক্ত মন্ডল সভাপতিদের বরণ করে নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে, যারা নতুনভাবে দায়িত্ব পেলেন তারা নতুনভাবে কাজ শুরু করবেন আর যারা নাম বাদ পড়েছে তাদের অন্য দায়িত্ব দিয়ে তাদেরকে কাজ করানো হবে। পাশাপাশি পূর্বস্থলী পার্টি অফিসে নবনিযুক্ত মন্ডল সভাপতি সুদেব পণ্ডিতকে বরণ করে নেন পুরনো মন্ডল সভাপতি রতন কুমার ধারা। বাজনা বাজিয়ে অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

অভিনব চুরির কায়দা, গ্রেপ্তার ১

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ অতিথি সেজে বিয়ে বাড়ি কিংবা বা যে কোন অনুষ্ঠান বাড়িতে হাজির। সময় পেলে খাওয়াদাওয়াও সেরে নেওয়া। তারপর সুযোগ পেলেই চলে হাত সাফাই। এই অভিনব চুরির কায়দায় রীতিমতো হতবাক পুলিশ। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শহরে। ঘটনায় শিলিগুড়ি সংলগ্ন শিবমন্দিরের বাসিন্দা মনোজ চৌধুরী নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পেশায় মনোজ রং মিস্ত্রী। জানুয়ারি মাসে প্রধাননগরের এক বিয়ে বাড়িতে একইভাবে চুরির ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্তের ছবি পায় পুলিশ। সেই ছবি সামাজিক মাধ্যম, বিভিন্ন ভবন ও অনুষ্ঠান বাড়িতে প্রচার চালানো হয় পুলিশের তরফে। পাশাপাশি তার উদ্দেশ্যে খোঁজ শুরু হয়। এরই মাঝে রবিবার রাতে শিলিগুড়ির সেবক রোডের এক বিয়ে বাড়িতে চুরির পরিকল্পনা নিয়ে অতিথি সেজে স্যুট বুট পরে হাজির হয় মনোজ। আর তাকে দেখে চিনে ফেলেন এক অবসরপ্রাপ্ত সেনা আধিকারিক। আর তাকে দেখা মাত্রই পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সোমবার ধৃতকে শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ১৩.০২.২০২৫। সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/I, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে নিম্নোক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নং ঃ টিএন-২৪৬-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/ /১/শিয়ালদহের অধীনে বিএলএন-বিজিবি শাখায় এসএসপি এবং একিউআর-এর মধ্যে কিমি ১৬/১৫ থেকে ১৯/৬, বিএলএন এবং এসএসপি-র মধ্যে কিমি ৫/৪ থেকে ১৬/৯, একিউআর এবং বিজিবির মধ্যে কিমি ১৯/৫ থেকে ২৫/২এ ব্যালাস্ট রিটেনিং ওয়াল সহ রেল ফেন্সিং দ্বারা সীমানা পাঁচিল এবং এনএইচ থেকে এইচএলআর-এর মধ্যে ৩৮/২৮ থেকে ৩৯/৬এ (৩৬০ মি), এমপিজে থেকে এসএমএক্স-এর মধ্যে ৫৬/৯ থেকে ৫৬/২৫ (৪৮০ মি) এবং সিডিএইচ থেকে পিডিএক্স-এর মধ্যে ৬২/২১ থেকে ৬৩/৫ (৬০০ মি) (মোট ১৪৪০ মি) সকল অবস্থানে রেল ব্যারিয়ার ও সীমানা পাঁচিলের ব্যবস্থাকরণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫,৯১,৯৮,৬১০.৩৫ টাকা। **ইএমডি ঃ** ৪,৪৬,০০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১৮ (আঠারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৭.০৩. ২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টায়। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৭.০৩.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিটে। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরের ওয়েবসাইটে টেন্ডারের বিডিং ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। ম্যানুয়াল অফার তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে। (SDAH-358/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-৮৫-২৪, তারিখ ১৪.০২.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নরূপ কাজের জন্য বৈধ ইলেক্ট্রিক কন্ট্রাক্টর লাইসেন্স আছে এবং আর্থিকভাবে নিম্নরূপ কাজ সম্পূর্ণ করতে সক্ষম এরূপ নামী টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** আসানসোল ডিভিশন ঃ আসানসোল ডিভিশন (ফেজ-I)-এ বিভিন্ন সার্ভিস বিল্ডিং, সাব-স্টেশন, ইয়ার্ড, রেলওয়ে কলোনী, কোচিং কমপ্লেক্স, লোকো শেডে পুরনো আর্থিং-এর প্রতিস্থাপন সহ অন্যান্য বৈদ্যুতিক কাজ সমেত মেন্টেনেন্স ফ্রি আর্থ পিট ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪,১৬,৭৪,৩৪৮.২৩ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৩,৫৮,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ০৯ মাস। **বন্ধের ও খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১০.০৩.২০২৫-এ সকাল ১১টা। রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে। (ASN-333/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

TENDER NOTICE OF AMTA GRAM PANCHAYAT

Sealed Tender are invited by Prodhan Amta Gram Panchayat under Amta-1 Development Block Amta Howrah. Total 6 no of work vied NIT no. 29 TO 34 / HWH/AMTA-I/AMTA/15th FC. Date of Publishing & Sale Start 18/02/2025(9:00 AM)Sale End & doping sealed Date 24/02/2025 4:30 PM opening 27/02/2025 at 11.00 AM in Amta Gram Panchayat Office.

Sd/- **Prodhan**
Amta Gram Panchayat

SANKARHATI 1 GRAM PANCHAYAT
Vill. & P.O.-Munshirhat P.S.-Jagatballavpur, Dist.-Howrah
NOTICE INVITING TENDER

Online Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of different works vide Etender **Tender ID-31/SANK-I/15TH/24-25, Date: 10/02/2025**, Date of sale of Tender Form on any working day from **18/02/2025 to 27/02/2025 (from 11.30 AM to 3.00PM)**. Last date of dropping of Sealed Tender: **27/02/2025 up to 3.00PM**, Date of opening of Tender: **27/02/2025 at 4.30 PM**. Details Contact: **wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Sankarhati-I Gram Panchayet

Office of the SOMPARA-II GRAM PANCHAYAT (UNDER BELDANGA- II DEV. BLOCK)
Vill + P.O-MILKI:: P.S - Saktipur:: DIST – MURSHIDABAD
TENDER NOTICE

Prodhan Som-II GP invites e-tender in authority's contact from reliable resource and eligible contractor for **NIT No-12/24-25/ Som-II G.P up to 25.02.25 17;00 hrs** for others details visit website – **https://wbtenders.gov.in** or Sompara-II G.P

Sd/-
Prodhan
Sompara-II G.P

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে আমার মক্কেলগন ১। শ্রীমতি ডলি হাঁসদা, পিতা মৃত রবেন হাঁসদা, ২। শ্রী শিরিল হাঁসদা, পিতা মৃত রবেন হাঁসদা, শ্রীমতি বাহা হাঁসদা, পিতা মৃত রবেন হাঁসদা, সকলের সাকিন ও পোঃ রাজীবপুর, থানা গঙ্গারামপুর, জেলা দক্ষিণ দিনাজপুর। উক্ত মক্কেলগন বর্তমানে তাহাদের নিম্ন তপশীল সম্পত্তি বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যদি কোন আদিবাসী ব্যাক্তি নিম্ন তপশীল খরিদ করিতে ইচ্ছুক হন তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিম্ন লিখিত ঠিকানাই যোগাযোগ করিবার জন্য আবেদন করা হইল।

তপশীল

জেলাঃ দক্ষিন দিনাজপুর, থানাঃ গঙ্গারামপুর, মৌজা রাজীবপুর, জে.এল. নং ৮৪. খতিয়ান নং ১৫৯৫৮,১৫৯৫৬,১৫৯৫৯ দাগ নং এল, আর, ২৫৯৬ পরিমান ১৭শতক, শ্রেনী ডাঙ্গা।

শ্রী বাপী মৌলিক, এডভোকেট,
জেলা জজ আদালত, দক্ষিন দিনাজপুর।
পোঃ ও থানাঃ বালুরঘাট, জেলাঃ দক্ষিন দিনাজপুর।
পিন কোড ৭৩৩১০১.
ফোন নং ৯৪৩৪৩৭৪০১০ / ৯০০২৩৬২৫৭৪

RITES LIMITED
(A Govt. of India Enterprise) CIN No. : L74899DL1974GOI007227
Shikhar, Plot No.1, Sector-29, Gurgaon – 122001

Requires Engineering Professionals contract basis for the following post(s)/ discipline through written test/interview at RITES Offices.

VC Nos.	Post	Positions	Venue & Date
CL/04/25	Field Engineer	06	Written Test at RITES Mumbai Office Date- 09.03.2025
CL/05/25	Site Assessor	06	Written Test at RITES Bangalore Office Date- 09.03.2025
CP/08-R1/25	Tech Documentation Quality Control Lead Cum Project Manager	01	Interview at RITES Gurgaon Office/online via video conferencing Date- 05.03.2025

For details regarding how to Apply, Position, remuneration, qualification, age, date & venue, selection process etc., candidates may see the detailed advertisement posted on RITES website **www.rites.com** under Career Section.

HDFC BANK
আমরা বুঝতে পারি আপনার পৃথিবী

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউস, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার পার্ল (পশ্চিম), মুম্বই- ৪০০০১৩ এবং এটির একটি অফিস হিসাবে রয়েছে

খুচরা পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড, ১ম তলা, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাসে, কাঞ্জুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০৪২

বিক্রয়ের তথ্য এবং বিক্রয়ের জন্য পাবলিক নোটিশ এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের ('ব্যাংক') ঋণগ্রহীতাদের ঋণ/ওভারড্রাফ্ট-এর বিরুদ্ধে ঋণ সুবিধা গ্রহণের জন্য ব্যাংকের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হচ্ছে।
ঋণগ্রহীতাদের সম্মত ঋণের শর্তাবলী অনুসারে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ক্রমাগত ব্যর্থতার কারণে, নিম্নলিখিত ঋণ অ্যাকাউন্টগুলি খেলাপি অবস্থায় রয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের একাধিক নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে রয়েছে নিম্নোক্ত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশ, যেখানে ব্যাংক অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে এবং ঋণগ্রহীতাকে নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টগুলিতে সম্পূর্ণ বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য ৭ দিনের সময় দিয়েছে, তা না হলে, ব্যাংক এই বিষয়ে আর কোনও নোটিশ জারি না করেই অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রি করার স্বাধীনতা পাবে। ঋণগ্রহীতারা অবহেলা করেছেন এবং বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই, ঋণ চুক্তির অধীনে তার অধিকার প্রয়োগ করে ব্যাংক ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা ব্যাংকের কাছে বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য **২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে** বা তার পরে সিকিউরিটিজ বিক্রি/নিস্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঋণগ্রহীতাদের আরও জানানো হচ্ছে যে, যদি কোনও সময়, স্টক মার্কেটের অস্থিরতার কারণে বন্ধকী সিকিউরিটিজের মূল্য আরও কমে যায় এবং মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা আরও ঘাটতি তৈরি করে, তাহলে ব্যাংক তার বিবেচনার ভিত্তিতে, এই বিষয়ে আর কোনও নোটিশ ছাড়াই, এক (১) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে বন্ধকী সিকিউরিটি বিক্রি করবে। বন্ধকী সিকিউরিটিজ বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থের বিজ্ঞাপনের পরে, ঋণগ্রহীতা (গণ) অবশিষ্ট বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত বকেয়া পরিমাণ	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১	XXXX2023	বিপিন কুমার রস্তোগী	৪,৮৬,৯৫০.৪৪	১৫-০২-২০২৫
২	XXXX4978	বিজয় কুমার সাঙ্গানেরিয়া	৩,৫৭,৬৫১.৪১	১৫-০২-২০২৫
৩	XXXX0080	নীলমণি পাল	১,১৮,৯১৩.৮৩	১৫-০২-২০২৫
৪	XXXX8632	সর্বাজিত বারিক	১৯,৭৪,৪৯৫.২৭	১৫-০২-২০২৫
৫	XXXX1375	মনীষা আগরওয়াল	১৬,২৩০.৫৪	১৫-০২-২০২৫
৬	XXXX3984	কিরীট গোপাটলাল জাভেরি	১১,৪২৯.২৪	১৫-০২-২০২৫
৭	XXXX2900	পুষ্প আগারওয়াল	২০,১৮,৮৩৪.৪৬	১৫-০২-২০২৫
৮	XXXX8702	কৌশিক নাগ	১৭,৫৫,২৬৫.১৩	১৫-০২-২০২৫
৯	XXXX6361	বাসব দত্ত	১০,০৯,৪৪৭.৩৬	১৫-০২-২০২৫
১০	XXXX7096	বিশ্বনাথ তুলসিয়ান	১,৪০,৪২০.৯৬	১৫-০২-২০২৫
১১	XXXX5760	মৈত্রেয়ী দত্ত	৯,৯৫,৯০৮.১৬	১৫-০২-২০২৫
১২	XXXX3413	রামচন্দ্র সিং	৫,৭০,৫৯৬.২০	১৫-০২-২০২৫
১৩	XXXX5140	কাজরি গুহ নিয়োগী	৭,৯১,০৪৪.২৬	১৫-০২-২০২৫
১৪	XXXX6179	সুবীর চক্রবর্তী	২৩,১২১.০৯	১৫-০২-২০২৫
১৫	XXXX5452	অমিত কুমার গাঙ্গুলি	৫,৭১,৩৫৮.২৩	১৫-০২-২০২৫
১৬	XXXX3901	বর্নালী লাহিড়ী	২,১৬,৪৪৮.২২	১৫-০২-২০২৫
১৭	XXXX7772	অশোক আগরওয়াল	১৩,৩৬,৯০৬.৪৮	১৫-০২-২০২৫
১৮	XXXX8696	সুরত ঘোষ মজুমদার	৯,৭০,৭৯৪.০০	১৫-০২-২০২৫
১৯	XXXX9060	সোমা চক্রবর্তী	৬৬,২৩৯.৫১	১৫-০২-২০২৫
২০	)000(0469	পল্লব ঘোষ	১৪,৫১,৮৯৮.২৪	১৫-০২-২০২৫
২১	XXXX7207	চন্দ্রপ্রভা জানা দে	১,২০,২৮০.৩২	১৫-০২-২০২৫
২২	XXXX5292	দিনেশ কুমার জালান	৬৭৩.৬১	১৫-০২-২০২৫
২৩	XXXX5721	পার্বতী জয়সওয়াল	৬,৩৪,৫২০.০১	১৫-০২-২০২৫
২৪	XXXX7279	পুনম কুমার! জয়সওয়াল	৩,২৭,৪৪০.০০	১৫-০২-২০২৫
২৫	XXXX6921	স্বপন কুমার পাল	৩,২৭,০৫৭.০০	১৫-০২-২০২৫
২৬	XXXX1792	সুভ্রজ্যোতি পাল	১,৬৪,২৮৮.০০	১৫-০২-২০২৫
২৭	XXXX6740	খাদিজা কবিরা	৪,৪৪,৭১০.০০	১৫-০২-২০২৫
২৮	XXXX7022	এমডি শাকিল আনসারী	৭,০৯,১৮১.৮২	১৫-০২-২০২৫
২৯	XXXX4141	বসন্ত প্রভাত সাহা	১০,০৮,৩৭১.৫৮	১৫-০২-২০২৫
৩০	XXXX0599	শম্পা সেন	২০,১৭,৯৫৭.০০	১৫-০২-২০২৫
৩১	XXXX9270	বিজয় কুমার ডালমিয়া	৯০.৯০	১৫-০২-২০২৫
৩২	XXXX2860	কার্তিক প্রামাণিক	১,৫৬,৮৯১.০৬	১৫-০২-২০২৫
৩৩	XXXX6323	দীপক জৈন	৫,৬৯,৭৩৩.০০	১৫-০২-২০২৫
৩৪	XXXX7581	ভারতী সরকার	৩৯,০১৬.৩৬	১৫-০২-২০২৫
৩৫	XXXX0782	বাদশা মল্লিক	১,৭৩,০৭৩.০৩	১৫-০২-২০২৫
৩৬	XXXX9921	কিরণ দেবী বাজাজ	৩,৮৫,৪০০.০০	১৫-০২-২০২৫
৩৭	XXXX6642	দীপঙ্কর সেন	৬,২৬,০৮৬.৪৫	১৫-০২-২০২৫
৩৮	XXXX4572	মনোমিতা সিংহ	৯,৯৯,৫০০.৮৬	১৫-০২-২০২৫
৩৯	XXXX1841	আর্যমান ব্যানার্জী	১০,০৮,১১৬.০৫	১৫-০২-২০২৫
৪০	XXXX3344	সুনিতা মিঞ্জ ..	৩৮,৪০১.০০	১৫-০২-২০২৫
৪১	XXXX3664	দেবরাজ রায়	৯,৭৯,৯২২.৯৪	১৫-০২-২০২৫
৪২	XXXX6930	রাকেশ প্রসাদ গন্ড	১,৯৮,২১৭.৭৪	১৫-০২-২০২৫
৪৩	XXXX6574	মুরারি মোহন মহাপাত্র	১,১০,৩৯৬.৫৮	১৫-০২-২০২৫
৪৪	XXXX2462	মিহির রঞ্জন সেন	২০,১৯,৪৩৬.২২	১৫-০২-২০২৫
৪৫	XXXX2260	নন্দলাল ভরদ্বাজ	৫,৪৪,৫৩২.৬১	১৫-০২-২০২৫
৪৬	XXXX2171	দেশবন্ধু ঘোষ	২৫,৪০২.৮৩	১৫-০২-২০২৫
৪৭	XXXX2815	আর্যমান ব্যানার্জী	১১,০৪,৭৫৮.১৪	১৫-০২-২০২৫
৪৮	XXXX7607	দিব্য সাঙ্গানেরিয়া	৮৮,৫৬২.৬৪	১৫-০২-২০২৫
৪৯	XXXX7719	সুব্রত মুখোপাধ্যায়	৪,১৬,৪০৮.০০	১৫-০২-২০২৫
৫০	XXXX6935	সুজয় বন্ধু নিয়োগী	৩,২৫,২৪৩.৮২	১৫-০২-২০২৫
৫১	XXXX8336	প্রমোদ কুমার পাটওয়ারি	৪৭,৭৭১.২৬	১৫-০২-২০২৫
৫২	XXXX8152	দেবাশীষ বিশ্বাস	৮,২৩,৮৬৯.৮২	১৫-০২-২০২৫
৫৩	XXXX5372	সুধীর কোনার	২,৩১,৫৬১.৪২	১৫-০২-২০২৫
৫৪	XXXX3585	দেবাশিস কোনার	৪,৪৩,৯২২.৮২	১৫-০২-২০২৫
৫৫	XXXX1916	পল্লবী বাজাজ	৯,৭৯,৪৮৫.৮২	১৫-০২-২০২৫
৫৬	XXXX0131	মোহাম্মদ পারবীজ আলম	৮১,৪৩৩.০০	১৫-০২-২০২৫
৫৭	XXXX6189	রাজশ্রী বসু	৩,৪১,১১৩.৮২	১৫-০২-২০২৫
৫৮	XXXX1323	মিনা রায়	৮,৩৪,৩৫৯.৯৬	১৫-০২-২০২৫
৫৯	XXXX6303	তিনা গৌর	৭২,৪২৬.৮২	১৫-০২-২০২৫
৬০	XXXX2576	ইন্দ্রনীল বসাক	১,৪৫,২৫১.৮২	১৫-০২-২০২৫

তারিখ- ১৪.২.২০২৫। স্থান- পশ্চিমবঙ্গ স্বা /- এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

Office of the
Balarampur Panchayat Samity
Vill.+PO.Rangadih, P.S.: Balarampir, Dist.-Purulia, Pin-723143
Notice inviting e-tender office of the Executive Officer, Balarampur Panchayat Samiti, Dist: Purulia, the details in the table below:

Sl. no	NIET	Fund	Last date
1	WB/EO/BLR/PS/NIeT-21/2024-25	15 th FC	24/02/2025 up to 06.55 PM
2	WB/EO/BLR/PS/NIeT-22/2024-25		
3	WB/EO/BLR/PS/NIeT-23/2024-25		
4	WB/EO/BLR/PS/NIeT-24/2024-25		
5	WB/EO/BLR/PS/NIeT-25/2024-25		

Sd/- Executive Officer
Balarampur Panchayat Samiti

MUGKALYAN BENAPUR GRAM PANCHAYAT
MUGKALYAN, BLOCK- BAGNAN II, HOWRAH (W.B), PIN-711312
NOTICE INVITING e-TENDER No. WB/HOW/BAG-II/MBGP/NIET-05/2024-25, Dated:- 10.02.2025
For and on behalf of Mugkalyan Benapur Gram Panchayat, The Pradhan, Mugkalyan Benapur Gram Panchayat invites percentage rate tender from bonafide outsiders for total 2 (Two) Nos. different works. Bid Submission closing date (online): **27-Feb-2025 11:00 AM.** Bid Opening Date(online): **01-Mar-2025 11:00 AM.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Mugkalyan Benapur Gram Panchayat

ABRIDGED TENDER NOTICE
The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
82/GPW/ WBFDC/ 2024-25 (2 nd Call)	Repair and Renovation of Pagoda, Repairing of street light & Electrical maintenance work at Banabitan Park, Salt Lake.	18.02.2025	25.02.2025

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

OFFICE OF THE
HATGACHHA-II GRAM PANCHAYAT
BARBERIA: ULUBERI: HOWRAH
Notice Inviting E-Tender
Tender Ref:- i) WB/HZP/ULUBERIA-I/HAT-II/e-NIT-13/2024-25,
Electronic Tenders are hereby invited by the Pradhan, Hatgachha-II Gram Panchayat, Uluberia-I Block for implementation of Two (02) nos. work within Hatgachha-II Gram Panchayat, Howrah. Details are available in https.//wbtenders.gov.in and Office Notice Board.
Sd/-
Pradhan
Hatgachha-II Gram Panchayat

Office of the Prodhan
Dwarhatta Gram Panchayat
Dalapatipur::Haripal::Hooghly
Tender Reference no:- (1) WB/HOOGHLY/HARIPAL/DWARHATTA/PRODHAN- 019/2024-25, (2) WB/HOOGHLY/HARIPAL/DWARHATTA/PRODHAN - 020/2024-25
For and on behalf of the Dwarhatta Gram Panchayat, the Prodhan, Dwarhatta Gram Panchayat invites sealed tenders for total 8(Eight)nos different works. Source of Fund: 15th F.C. Document download/sell starting(online) from **11.02.2025 up to 18.02.2025 at 18.00 Hrs**. Last date of submission of Bid(online) **18.02.2025 18.00 Hrs.** Bid Opening date for Technical Proposals (Online): **19.02.2025 at 14.00 Hours**. For details visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Dwarhatta Gram Panchayat

MUGKALYAN BENAPUR GRAM PANCHAYAT
MUGKALYAN, BLOCK- BAGNAN II, HOWRAH (W.B), PIN-711312
NOTICE INVITING e-TENDER No. WB/HOW/BAG-II/MBGP/NIET-04/2024-25, Dated:- 05.02.2025
For and on behalf of Mugkalyan Benapur Gram Panchayat, The Pradhan, Mugkalyan Benapur Gram Panchayat invites percentage rate tender from bonafide outsiders for total 5 (Five) Nos. similar works. Bid Submission closing date (online): **21-Feb-2025 01:00 PM**. Bid Opening Date(online): **24-Feb-2025 at 11:00 AM**. For details please visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Mugkalyan Benapur Gram Panchayat

3 rd CORRIGENDUM
This is for information to all concerned that the following correction have to made against the e-N.I.T No. **WBMAD/DKM/CP/e-NIT-144/2024-25.** Bid submission closing date(Online) - **27/02/2025 instated of 17/02/2025** and Bid Submission opening date (Online) **03/03/2025 instated of 19/02/2025.** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.
Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT
The **Director General (Mechanical)/Roads, KMC** invites e-tender online two bid system for following work :-
NIT NO. : KMC/DG(M)/ASP/GG/C08/2024-25
Name of work **: Development of road surface at Netaji Nagar (Pre.453/B) in Ward No.125, Br.-XVI under Roads Mechanical Department.** Estimated Cost **: Rs.4,39,176.38.** Earnest Money **: Rs.9,000.00.** Period of Completion **: 20 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 27.02.2025 at 12 noon.** Bid opening date for technical proposal **: 01.03.2025 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **18.02.2025 at 12 noon** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Civil), Borough-XI, KMC** invites percentage rate e-tenders in two bid system for the following work :-
NIT NO. : KMC/EE(C)/Br-XI/110/086/24-25/R/BUSTEE
Name of work **: Development of road by providing Kerb & Channel from H-210 to H-220 in H Block (Bustee Area) of B.P. Township in Ward No.110.** Estimated Value (Including GST and CESS) **: Rs.2,99,284.73.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Time of Completion **: 30 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid **: 27.02.2025 upto 12 noon.** Date and Time of Opening of Bid **: 01.03.2025 at 12 noon.** The Bid forms and other details are available on and from **18.02.2025 from 5 p.m.** from **https://etender.nic.in**

The **Special Officer (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-
1. NIT NO. : KMC/ROADS/2024-2025/633 (1st Call)
Name of work **: Repairing of trench portions disturbed by P.U. Agencies at near Chowrasta More in Ward-128 under Br.-XIV.** Estimated Amount (Including GST and CESS) **: Rs.4,93,561.73 (Excl.Contingency Amt.).** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last date and time of submission of all Bids **: 01.03.2025 at 12 noon.**
2. NIT NO. : KMC/ROADS/2024-2025/728 (1st Call)
Name of work **: Repairing of trench portions disturbed by P.U. Agencies at Usha Pally Road in Ward No.111 under Br.-XI.** Estimated Amount (Including GST and CESS) **: Rs.4,92,098.85 (Excl.Contingency Amt.).** Earnest Money **: Rs.10,000.00.**
3. NIT NO. : KMC/ROADS/2024-2025/727 (1st Call)
Name of work **: Repairing of trench portions disturbed by P.U. Agencies at Parnashree Pally in Ward No.129 & 131 under Br.-XIV.** Estimated Amount (Including GST and CESS) **: Rs.4,91,607.74 (Excl.Contingency Amt.).** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 30 Days (for Sl.No.2 & 3).** Last date and time of submission of all Bids **: 26.02.2025 at 12 noon (for Sl.No.2 & 3).** The Bid forms and other details are available on and from **18.02.2025 at 12 noon (for Sl.No.1 to 3).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 3).** 1400/24-25

ভারতীয় মিডফিল্ডারের সঙ্গে চুক্তি বাড়ানোর প্রস্তাব ওয়েন কোয়েলের

চেন্নাই, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ ইন্ডিয়ান সুপার লিগের শুরুটা খুব একটা ভালো ছিল না চেন্নাইয়িন এফসির। প্রথমদিকেই পরাজিত হতে হয়েছিল কলকাতা ময়দানে তৃতীয় প্রধান তথা মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কাছে। ঘরের মাঠে পরাজয় নিঃসন্দেহে হতাশ করেছিল সকল সমর্থকদের। তবে সময়ের সাথে সাথেই সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছিল দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাব। যারফলে একটা সময় পয়েন্ট টেবিলের প্রথম ছয় নম্বরে স্থান করে নিয়েছিল জর্ডান উইলমার গিলরা। কিন্তু সময়ের সাথে সাথেই বদলাতে থাকে গোটা পরিস্থিতি। গত ডিসেম্বরে বেঙ্গালুরু এফসির কাছে নাস্তানাবুদ হওয়ার পর জানুয়ারি পর্যন্ত একেবারেই জয়ের মুখ দেখেনি আইএসএল জয়ী এই ফুটবল ক্লাব। স্বাভাবিকভাবেই ইন্ডিয়ান সুপার লিগের সুপার সিক্সের আশা অনায়াসেই শেষ হয়ে লুকাস বামব্রিলাদের। পরবর্তীতে অ্যাওয়ে ম্যাচে কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা ইমামি ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে অনবদ্য পারফরম্যান্স করে তিন পয়েন্ট সুনিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে নতুন বছরের প্রথম সাফল্য পায় দক্ষিণের এই ফুটবল দল। বর্তমানে দল চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে না থাকলেও বাকি ম্যাচগুলিতে ভালো

পারফরম্যান্স করে পয়েন্ট টেবিলের ভালো পর্যায় এসে মরসুম শেষ করতে চান ব্রিটিশ কোচ ওয়েন কোয়েলে। সেইমতো গোটা দলকে প্রস্তুত করছেন আইএসএল জয়ী এই বিদেশি কোচ। আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে আইএসএলের অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে নামবে চেন্নাইয়িন দল। যেখানে তাঁদের লড়াই করতে হবে সুনীল ছেত্রীদের শক্তিশালী বেঙ্গালুরু এফসির সঙ্গে। গত পাঞ্জাব ম্যাচের মতো এই ম্যাচে ও জয় পাওয়ার লক্ষ্য থাকবে চিমা চুকুদের। দেশের এই প্রথম ডিভিশন লিগের আর মাত্র কয়েকটি ম্যাচ থাকলেও এখন থেকেই আগামী মরসুমের জন্য দল গঠনের কাজ শুরু করে দিয়েছে ম্যানেজমেন্ট। সেইমতো একাধিক দেশি ও বিদেশি ফুটবলারদের দিকে নজর রয়েছে আইএসএলের এই দলের। যতদূর খবর, আগামী সিজনে বেশ কিছু বদল আসতে পারে চেন্নাইয়িন শিবিরে। তবে শুধুমাত্র নয়া ফুটবলার সই করানো নয়। আগামী মরসুমের জন্য দলের বেশকিছু ফুটবলারদের সঙ্গে চুক্তি বাড়ানোর পরিকল্পনা ও রয়েছে দক্ষিণের এই ফুটবল দলের। যার মধ্যে ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছে জিতেশ্বর সিংয়ের নাম। গত বেশ কয়েক মরসুম ধরেই দলের হয়ে খেলছেন মনিপুরের এই মিডফিল্ডার। চলতি সিজনে ও খেলে ফেলেছেন প্রায় ছয়টি ম্যাচে। তাঁর উপস্থিতি নিঃসন্দেহে অনেকটাই শক্তিশালী করে দিয়েছিল দলের মাঝমাঠকে। তবে চলতি বছরের মে মাসেই এই তারকা মিডফিল্ডারের সঙ্গে চুক্তি শেষ হচ্ছে চেন্নাইয়িন এফসির। স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে দলে টানতে আগ্রহ প্রকাশ করলেও আগামী সিজনে ও তাঁকে দলে রাখার প্রস্তাব দিয়েছেন হেড কোচ। একটি জনপ্রিয় মাধ্যমে তাঁর প্রসঙ্গে ওয়েন কোয়েল বলেন, ''আমি জিতেশ্বর কে এখানে চাই। আমি সেটা বলেছি। গত বছর সবাই দেখেছেন যখন পুরোপুরি ফিট ছিল, সে আমাদের হয়ে যথেষ্ট ভালো পারফরম্যান্স করেছিল। তাই, এতে কোনও সমস্যা নেই। আমরা তাঁকে রাখতে আগ্রহী।''

করাচি স্টেডিয়ামে উড়ল না ভারতের তেরঙ্গা

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে ঘনীভূত নয়া বিতর্ক

করাচি, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ মাঠের বাইরে ঠান্ডা লড়াই আগেই আরম্ভ হয়েছে। বাকযুদ্ধ শুরু হব হব করছে। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের মাটিতে আছড়ে পড়ল নতুন বিতর্ক। যার কেন্দ্রে রয়েছে জাতীয় পতাকা। অভিযোগ, আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে

অংশগ্রহণকারী সমস্ত দলের জাতীয় পতাকা করাচি স্টেডিয়ামে উড়লেও বাদ পড়েছে ভারত। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের মতো দেশের পাশে ভারতের তেরঙ্গাকে উড়তে দেখা যায়নি। আর তাই নিয়ে শুরু হয়েছে দুপক্ষের চাপান-উতর। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ভিডিও ভাইরাল হতেই নেটিজেনরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। পাক সমর্থকদের তরফ থেকে অজুহাত দেওয়া হয়, যেহেতু এবারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি 'হাইব্রিড মডেলে' খেলা হচ্ছে, যে মডেল অনুযায়ী টিম ইন্ডিয়া তাদের সমস্ত ম্যাচ পাকিস্তানের বদলে দুবাইয়ের ময়দানে খেলবে, তাই সম্ভবত করাচির মাঠে ভারতের পতাকা টাঙানো হয়নি। কিন্তু এই বক্তব্য ধোপে টেকেনি। বিপক্ষ শিবিরের অনেকেই বলেছেন, দুবাইয়ে ভারত খেলতে নামলেও পাকিস্তান আয়োজক দেশ। তাই অংশ নেওয়া সমস্ত দেশের প্রতি সম্মান জানিয়ে সংশ্লিষ্ট দলগুলির জাতীয় পতাকা ওড়ানো তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফে কোনও কারণ দর্শানো হয়নি। উল্লেখ্য, আগামি টুর্নামেন্টকে ঘিরে ভারত-পাক শিবিরের আকচা-আকচি লেগেই আছে। প্রথমে তো বিসিসিআইয়ের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়, বিরাট-রোহিতরা পাকিস্তানের কোনও মাঠে খেলতে যাবেন না। বাধ্য হয়ে আইসিসি পরিস্থিতি সামাল দিতে দুবাইকে বিকল্প মঞ্চ হিসেবে বেছে নেয়। যেখানে টিম ইন্ডিয়ার সমস্ত ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছে। এই বিতর্ক মিটতে না মিটতেই টুর্নামেন্ট শুরুর আগে প্রতিটি দলের অধিনায়কদের প্রেস মিটেও গড়হাজির থাকে ভারত। পাকিস্তানে আয়োজিত সেই সাংবাদিক সম্মেলনে বিসিসিআই রোহিতকে পাঠায়নি। এরপর এক ধাপ এগিয়ে টিম জার্সিতে পাকিস্তানের লোগো লাগানোয় অস্বীকার করে ভারত। আগের দুটো ক্ষেত্রে আইসিসি ভারতের পক্ষে দাঁড়ালেও এবার পাকিস্তানের হয়ে কথা বলে এবং জানায়, রোহিতদের অবশ্যই পাক লোগো লাগানো জার্সি গায়েই খেলতে নামতে হবে। নয়তো কঠোর শাস্তি অপেক্ষা করছে। যার জেরে ইউ-টার্ন নিতে বাধ্য হয় বিসিসিআই। এবার ঘটনা আরও মারাত্মক এবং তার সঙ্গে ভারতের নাগরিকদের ভাবাবেগও জড়িয়ে। তাই এই ইস্যুতে আইসিসি কী পদক্ষেপ নেয়, সকলের নজর আপাতত সেদিকেই।

ক্রিকেটার তৈরির স্থান এখন আস্ত হাসপাতাল

বেঙ্গালুরু, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ যশপ্রীত বুমরা, মহম্মদ শামি, মায়াঙ্ক যাদব, উমরান মালিক, তালিকাটা ক্রমাগত দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। ব্যাঙ্গালোরে ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমি যেন একটা আস্ত হাসপাতাল। এই একাডেমির মূল উদ্দেশ্যই এখন যেন পাল্টে গেছে। এখানে খনি থেকে তুলে আনা হিরের খন্ডকে ঘসে মেজে কোহিনুর তৈরির জন্যই গড়ে তোলা হয়েছিল আন্তর্জাতিক মানের এই প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে সমস্ত নজর আটকে গেছে

ক্ষত-বিক্ষত হীরক খন্ডের পরিচর্যায়। চোট জখম এড়িয়ে, নিজের সেরাটা উজাড় করে দিয়ে আজও দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন, দুনিয়ার সর্বকালের অন্যতম সেরা বোলার কপিল দেব। আজ তিনিও ব্যথিত ভারতীয় বোলারদের এই পরিণতি দেখে। কপিল দেব মনে করেন, যারা দায়িত্বে রয়েছেন, ''তাদের এটা মাথায় রাখতে হবে, আমার হাতের সেরা অস্ত্রগুলো যাতে যুদ্ধক্ষেত্রে অকেজো হয়ে না পড়ে।'' দেশের হয়ে গুরুত্বপুর্ন টুর্নামেন্টগুলো খেলতে নামার সময় যদি তাদের মাঠের বাইরে থাকতে হয় তাহলে এই যন্ত্রণা উপেক্ষার নয়। গত ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভারতীয় দল গোটা টুর্নামেন্ট জুড়ে রাজকীয় দাপট দেখাতে পেরেছিল বুমরা-সামি জুটির হাত ধরে। চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সময় এই জুটি শুধু ভেঙেই গেল না, সামি একা দলে থাকলেও চোট থেকে এখনও ফিরতে পারেনি স্বমহিমায়। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কপিল দেবে বলেন, ''এদের জন্য আলাদাভাবে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করতেই হবে। আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টগুলোর কথা মাথায় রেখে এদের প্রয়োজনীয় বিশ্রাম দিতে হবে। এখন বছরে দশমাস ক্রিকেট খেলা হয় সুতরাং চোট-আঘাত এখন নিত্য সঙ্গি হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতি থেকে এই ধরণের বোলারদের কী ভাবে রক্ষা করা যেতে পারে সেটা নিয়ে আলাদা করে ভাবনা জরুরি। বর্তমানে ক্রিকেট ব্যবসার অমোঘ হাতছানিতে জড়িয়ে পড়েছে বিসিসিআই কিন্তু ব্যবসা করতে গিয়ে নিজেদের সেরা পণ্যই যদি ধংস হয়ে যায় তাহলে সেই বাণিজ্যও প্রশ্নের মুখে পড়তে বাধ্য। বাণিজ্যের পাশাপাশি নিজেদের সেরা প্লেয়ারদের রক্ষা করার দায়িত্বও নিতে হবে বিসিসিআই-কেই।'' কপিলের মন্তব্য কি আদৌ কানে তুলবে বোর্ড?

হার্দিকের শট সজোরে লাগল পন্থের হাঁটুতে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে ভারতীয় শিবিরে চোট আতঙ্ক!

দুবাই, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে প্রতিটি টিমই চাইছে আর নতুন করে কোনও ক্রিকেটার যেন চোটের খাতায় না পড়েন। কিন্তু চাইলেই তো সব হয় না। শনিবার দুবাইতে পৌঁছে যায় ভারতীয় টিম। এরপর রবিবারই ছিল সেখানে আইসিসি ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ভারতের প্রথম প্র্যাক্টিস সেশন। প্রথম দিনে ভারতীয় টিমের অনুশীলনে উদ্বেগ বাড়ল দলের তরুণ উইকেটকিপার-ব্যাটার ঋষভ পন্থকে নিয়ে। টিমের অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়ার মারা একটি শট গিয়ে লাগে পন্থের হাঁটুতে। এরপর যন্ত্রণায় মাঠেই শুয়ে পড়েন তিনি। পন্থ হাঁটুতে চোট পাওয়ার পর যখন মাটিতে পড়েছিলেন, সেই সময় দলের অন্য ক্রিকেটার ও ফিজিয়ো হাজির হন তাঁর কাছে। তাঁর হাঁটুতে প্রথমে আইসপ্যাক লাগানো হয়। পরে

স্ট্যাপও বেঁধে দেওয়া হয়। হার্দিকও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর গাড়ি দুর্ঘটনায় ঋষভের হাঁটুতে মারাত্মক চোট লেগেছিল। একাধিকবার অস্ত্রোপচার হয়েছিল তাঁর। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে সেখানেই ফের চোট পেলেন পন্থ। হার্দিককে কিছুক্ষণ পর পন্থ জড়িয়েও ধরেন। অলরাউন্ডারকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, যে তাঁর মারা শট হাঁটুতে লেগেছে ঠিকই। কিন্তু তাতে হার্দিকের কোনও দোষ ছিল না। খানিক পরে হাঁটতে গিয়ে খোঁড়াতে দেখা যায় পন্থকে। ড্রেসিংরুমেও ফিরে যান। পরে আবার ব্যাট করার জন্য নামেন। দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে হাঁটতে সমস্যা হচ্ছিল তাঁর। এরপর ওই অবস্থাতেই বেশ কিছুক্ষণ ব্যাটিং করেন। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে এখনও তাঁর চোটের অবস্থা নিয়ে কিছু জানানো হয়নি। তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো আলোচনা হচ্ছে পন্থকে নিয়ে।

ইউনাইটেডকে আবার হারিয়ে ৩৫ বছর পর টটেনহ্যামের 'ডাবল'

আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে লড়াই হলো দারুণ। ফরোয়ার্ডদের ব্যর্থতায় সুযোগগুলো কাজে লাগাতে পারল না ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। শুরুতে পাওয়া গোল আগলে রেখে দারুণ জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ল টটেনহ্যাম হটস্পার।

লন্ডন, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ টটেনহ্যাম হটস্পার স্টেডিয়ামে রবিবার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ১-০ গোলে জিতেছে আয়োজক দল। চোট কাটিয়ে প্রায় চার সপ্তাহ পর মাঠে ফিরেই দলের জয়ের নায়ক জেমস ম্যাডিসন। আসরে প্রথম দেখায় গত সেপ্টেম্বরে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ৩-০ গোলে জিতেছিল টটেনহ্যাম। ১৯৮৯-৯০ মরসুমের পর প্রথমবার ইউনাইটেডের বিপক্ষে লিগে দুইবারের দেখাতেই জিতল তারা। চলতি মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে দুই দলের তিনবারের দেখায় সবকটিতে জয়ী দল টটেনহ্যাম। ডিসেম্বরে লিগ কাপের কোয়ার্টার-ফাইনালে দলটি জিতেছিল ৪-৩ গোলে। ভীষণ বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে যাওয়া ইউনাইটেড টানা দুটিসহ লিগে সবশেষ ১২ ম্যাচের

৮টিতেই পেল হারের তেতো স্বাদ (৩ জয়, ১ ড্র)। টটেনহ্যামের সময়টাও ভালো কাটছে না। এই জয়ের আগে লিগে গত ১১ রাউন্ডের ৮টিতে হারে তারা। ইউনাইটেড ম্যাচের আগে ক্লাবের মালিকপক্ষ ও চেয়ারম্যান ড্যানিয়েল লেভির বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অংশ নেয় এক হাজারের বেশি টটেনহ্যাম সমর্থক। স্টেডিয়ামেও নানা ব্যানার নিয়ে প্রতিবাদ জানায় তারা। দশম মিনিটে প্রথম সুযোগ পায় ইউনাইটেড। মুহূর্তের ব্যবধানে রাসমুস হয়লুন ও আলেহান্দ্রো গার্নাচোর শট ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক গুলিয়েলমো ভিকারিও। তিন মিনিট পর এগিয়ে যায় টটেনহ্যাম। বক্সের ভেতর থেকে লুকাস বার্গভালের শট গোলরক্ষক আন্দ্রে ওনানা ঠেকালেও বিপদমুক্ত করতে পারেননি, কাছ থেকে বল জালে পাঠান ম্যাডিসন। ইউনাইটেডের বিপক্ষে ২৮ বছর বয়সী এই ইংলিশ অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারের প্রথম গোল এটি। ২৩তম মিনিটে ভালো একটি সুযোগ পেয়ে উড়িয়ে মারেন গার্নাচো। প্রথমার্ধে আর কোনো উল্লেখযোগ্য সুযোগ ইউনাইটেড পায়নি। ৫৮তম মিনিটে গার্নাচোর জোরাল নিচু শট ঠেকান ভিকারিও। ৭২তম মিনিটে হয়লুনের আরেকটি প্রচেষ্টা ঠেকান ইতালিয়ান গোলরক্ষক। টটেনহ্যাম আরও কিছু সুযোগ পেলেও, কাজে লাগাতে পারেনি তারাও। ২৫ ম্যাচে ৯ জয় ও ৩ ড্রয়ে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে ১২তম স্থানে উঠে এসেছে টটেনহ্যাম। সমান ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে ১৫তম স্থানে নেমে গেছে ইউনাইটেড। ২৫ ম্যাচে ৬০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে লিভারপুল। ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আর্সেনাল।

৫০২ দিন পর গোল করলেন নেইমার

সান্তোস, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৩ সালের ৩ অক্টোবর থেকে ২০২৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি-প্রায় দেড় বছর লম্বা এই সময়ে পৃথিবীতে অনেক কিছু বদলে গেছে। অনেক ঘটন-অঘটন, বিপ্লব, বিদ্রোহ কিংবা গণ অভ্যুত্থানের সাক্ষী হয়েছে গোটা পৃথিবী। এর মধ্যে ঘটেনি শুধু একটি ঘটনা। এই ৫০২ দিনে কোনো গোল করতে পারেননি নেইমার। অবশেষে আজ সেই গোলের দেখা পেয়েছেন ব্রাজিলের এই ফরোয়ার্ড। সান্তোসের হয়ে গোল করেছেন অ্যাগুয়া সান্তার বিপক্ষে। যে গোলটি এসেছে পেনাল্টি থেকে। নেইমার যে লম্বা সময় গোল করতে পারেননি, সেই দায় অবশ্য পুরোপুরি তাঁর নয়। ব্রাজিলের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি গোল করা এই ফুটবলার মাঠেই নামতে পারেননি অনেক দিন। ভুগেছেন চোটে। যে কারণে নিয়মিত খেলতে না পারায় তাঁকে বিদায়ও জানিয়ে দিয়েছে সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলাল। ফলে শীতকালীন দলবদলে ক্লাব বদলে নেইমার চলে আসেন শৈশবের ক্লাব ব্রাজিলের সান্তোসে। আর এই ক্লাবের হয়ে চতুর্থ ম্যাচে এসে গোল পেয়েছেন সান্তোসের রাজপুত্র। ম্যাচের ১২ মিনিটে বক্সের ভেতর ড্রিবল করে ঢোকার চেষ্টা করে ফাউলের শিকার হন নেইমার। পরে নিজের আদায় করা পেনাল্টিতে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন তিনি। নেইমারের গোলের পর শেষ পর্যন্ত সান্তোস ম্যাচ জিতেছে ৩-১ গোলে। সান্তোসে ফেরার পর এটি নেইমারে প্রথম

জয়। এর আগে যে তিন ম্যাচে নেইমার খেলেছেন, তার মধ্যে দুই ম্যাচ ড্র হয়েছে, অন্যটিতে হেরেছে সান্তোস। সান্তোসের হয়ে গোল করার আগে নেইমার সর্বশেষ গোলটি করেছিলেন আল হিলালের হয়ে ২০২৩ সালের অক্টোবরে। এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে নাসাজি মানজাদারানের বিপক্ষে আল হিলালের ৩-০ গোলের জয়ে ম্যাচের দ্বিতীয় গোলটি করেন এই ব্রাজিলিয়ান। কিন্তু এর পরপরই জাতীয় দলের হয়ে খেলতে গিয়ে গুরুতর চোটে পড়েন প্রাক্তন এই বার্সেলোনা তারকা। যা তাঁকে লম্বা সময়ের জন্য পাঠিয়ে দেয় মাঠের বাইরে। গত অক্টোবরে মাঠে ফিরলেও খেলেছেন মাত্র দুই ম্যাচ। এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের সেই দুই ম্যাচে ৪২ মিনিট মাঠে থাকলেও গোল করতে পারেননি। লম্বা বিরতির পর অবশেষে আজ সান্তোসের জার্সিতে নেইমার পেলেন নিজের ক্লাব ক্যারিয়ারের ৩৬১তম গোলটি। এর আগে সান্তোসের হয়ে প্রথম দফায় নেইমার খেলেছিলেন ২০০৯-২০১৩ সাল পর্যন্ত। সে সময় ২২৫ ম্যাচে তিনি করেছিলেন ১৩৮ গোল। গোল করে দলকে জিতিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে বার্তাও দিয়েছেন নেইমার। তিনি লিখেছেন, 'একটু গুরুত্বপূর্ণ জয়। দলকে অভিনন্দন। এগিয়ে চলো সান্তোস।'

আর্জেন্টিনাকে পেছনে ফেলে শিরোপা জিতল ৬ গোল খাওয়া ব্রাজিল

ব্রাজিল ৩ - ০ চিলি
আর্জেন্টিনা ২ - ৩ প্যারাগুয়ে

পুয়ের্তো লা ক্রুজ (ভেনেজুয়েলা), ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ আর্জেন্টিনা-প্যারাগুয়ে ম্যাচ শেষ হতে তখনো কয়েক মিনিট বাকি। প্যারাগুয়ের বিপক্ষে আর্জেন্টিনা

পিছিয়ে ৩-২ গোলে। কিন্তু এর মধ্যেই গ্যালারির ছোট একটি অংশে শুরু হয়ে গেল হলুদ জার্সি পরা একদল খেলোয়াড়ের উল্লাস আর উদযাপন। আর্জেন্টিনা ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজার পর যা পরিণত হয় শিরোপা জয়ের উচ্ছ্বাসে। আর্জেন্টিনাকে পেছনে ফেলে আবারও দক্ষিণ আমেরিকান অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতল ব্রাজিল। এ নিয়ে টানা দ্বিতীয় এবং সব মিলিয়ে ১৩তমবার দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টটির ট্রফি জিতল সেলেসাওরা। অথচ এবারের আসরে ব্রাজিলের শুরুটা ছিল ভুলে যাওয়ার মতোই। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনার কাছে ৬ গোল খেয়ে দক্ষিণ আমেরিকান অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু করেছিল ব্রাজিল। সেই ম্যাচে ব্রাজিলের দুর্দশা দেখে সম্ভাব্য শিরোপাজয়ী দলের তালিকা থেকে অনেকেই কেটে দিয়েছিল তাদের নাম। বিপরীতে আর্জেন্টিনাকে অনেকেই তখন সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন হিসেবে দেখা শুরু করেছিলেন। কিন্তু উত্থান-পতনের নাটকীয়তায় সেই আর্জেন্টিনাকে হতাশায় ডুবিয়ে শিরোপা জিতেছে ব্রাজিলই। চূড়ান্ত পর্বে প্রথম ৪ ম্যাচ শেষে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা দুই দলেরই পয়েন্ট ছিল ১০ করে। ফলে শেষ ম্যাচ দিয়েই শিরোপা নির্ধারণের অপেক্ষায় ছিল দুই দল। ভেনেজুয়েলার জোসে অ্যান্তনিও স্টেডিয়ামে গতকাল রবিবার রাতে প্রথমে ব্রাজিল মুখোমুখি হয় চিলির। ম্যাচের ৭২ মিনিট পর্যন্ত ব্রাজিল অবশ্য বেশ চাপেই ছিল। তবে শেষ ১৭ মিনিটে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় দলটি। ৭৩ থেকে ৮৮ মিনিটের মধ্যে তিন গোল করে ম্যাচ জিতে নেয় ৩-০ ব্যবধানে। ব্রাজিলের হয়ে গোল করেন ডেভিড ওয়াশিংটন, পেদ্রো ও রিকার্ডো ম্যাথিয়াস। এই জয়ের ফলে আর্জেন্টিনার চেয়ে তিন পয়েন্টে এগিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি (৪) গোলেও এগিয়ে থাকে ব্রাজিল। ব্রাজিল-চিলি ম্যাচের পর কিছুক্ষণ পর একই মাঠে খেলতে নামে আর্জেন্টিনা-প্যারাগুয়ে। শিরোপা জিততে এই ম্যাচে জয় তো দরকার ছিলই, অন্তত ৪ গোলের ব্যবধানও নিশ্চিত করতে হতো আর্জেন্টিনার। কিন্তু এমন কঠিন সমীকরণে কারণে ম্যাচের শুরুতেই যেন মানসিক চাপে পড়ে যায় দলটি। প্রথমার্ধ শেষ হয় ১-০ গোলে পিছিয়ে থেকে। এই অবস্থায় আর্জেন্টিনার শিরোপা জেতার আশা একরকম শেষই হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ৩-২ ব্যবধানে ম্যাচই হেরে গেছে আর্জেন্টিনা। ফলে গোল ব্যবধানে নয়, ৩ পয়েন্টে এগিয়ে থেকেই শিরোপা জিতেছে ব্রাজিল। এর মধ্য দিয়ে টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে ৬ গোল খাওয়ার দুঃস্মৃতিকেও যেন চাপা দিল বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সফল দেশটি।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com